খতমে নবুয়ত

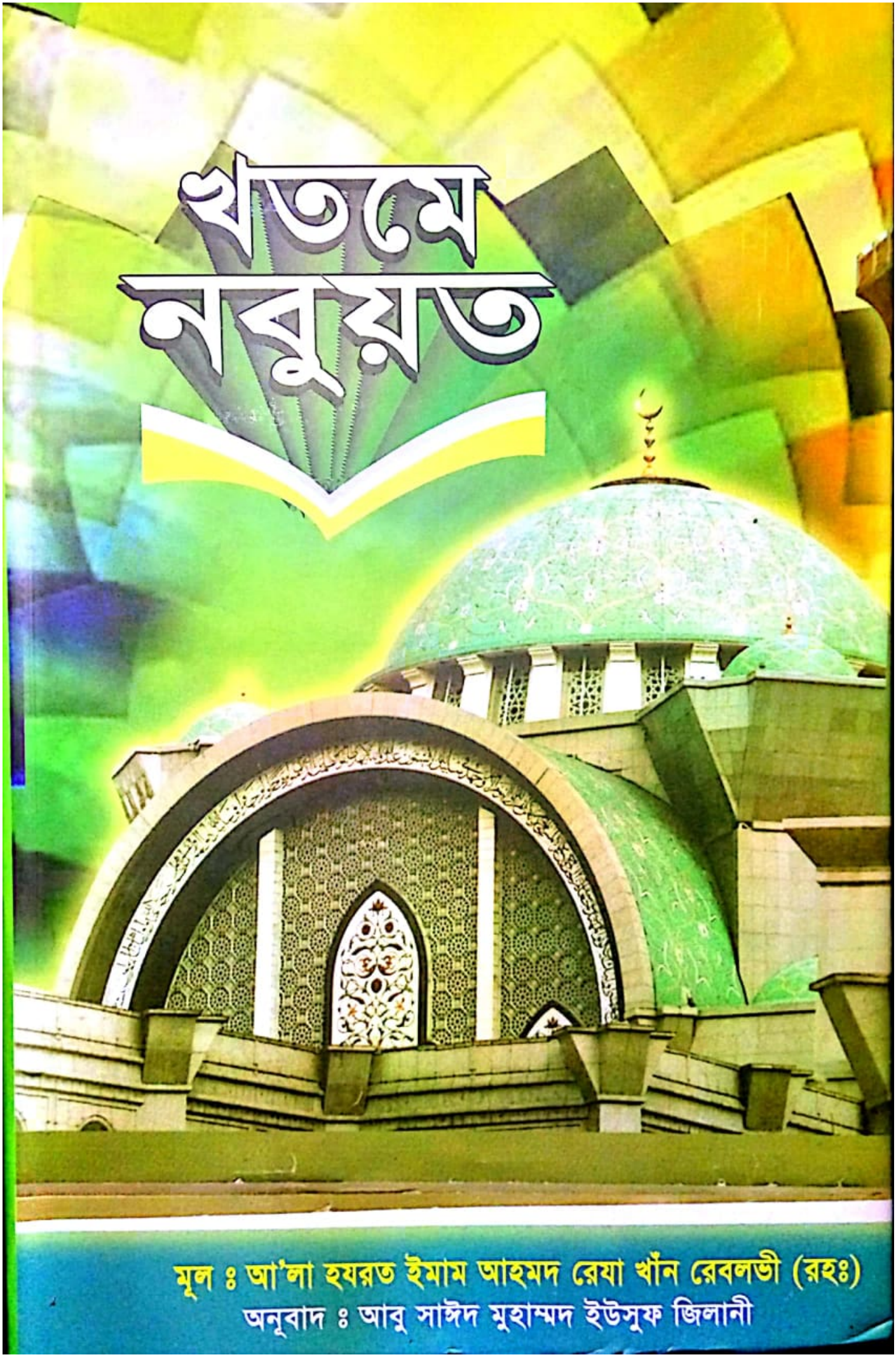

মূল ঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রেবলভী (রহঃ)

অনূবাদ ঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানী

Scanned by CamScanner

খতমে নবুয়ত

☆ **প্রকাশনায়**
জাগরণ প্রকাশনী চট্টগ্রাম

☆ **মূল**
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

☆ **অনুবাদ**
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানী
প্রতিষ্ঠাতা ও মহাপরিচালক
দারুল ঈমান মানযারুল ইসলাম সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা
গহিরা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

☆ **১ম প্রকাশ**
১২ রবিউল আউয়াল ১৪২৩ হিজরি
২৫ মে ২০০২ ইংরেজী
১১ জৈষ্ঠ্য ১৪০৯ বাংলা

☆ **সর্বশেষ প্রকাশ**
১ ডিসেম্বর ২০১৫ ইং

☆ **মুদ্রণ তত্ত্বাবধান**
জাগরণ ইন্টারন্যাশনাল এণ্ড প্রিন্টার্স
১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

☆ **মূল্য :** ২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র

KHATM-E-NABUAT, written by Imam Ahmad Reza Khan Vrelovi (R.), Translated into Bangli by Abu Sayed Mohammed Yousuf Zilany, Published by : Jagoron Prokasoni Chittagong.
Price : 200/=only US$ 5.00

উৎসর্গ

যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (রহ.)
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহ.)
মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)
আল্লামা গাজী আজিজুল হক শেরে বাংলা আলকাদেরী (রহ.)
হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রহ.)
শহীদ শায়খ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী (রহ.)
শহীদ মুহাম্মদ লিয়াকত আলী
শহীদ মুহাম্মদ আব্দুল হালিম
শহীদ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
শহীদ মুহাম্মদ রফিকসহ
যারা সুন্নিয়তের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন
এবং সুন্নিয়তের খেদমত করে গেছেন, তাঁদের স্মৃতির
উদ্দেশ্যে নিবেদিত...

Scanned by CamScanner

অভিমত

চর্তুদশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রঃ) রচিত বিখ্যাত ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ 'খতমে নবুয়ত' বাংলা ভাষায় প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এটা খুবই আনন্দের বিষয়, এ জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করি।

বর্তমানে দেশ-বিদেশে চতুমুর্খী ষড়যন্ত্রে যেভাবে বাতিলরা মাথা চড়া দিয়ে উঠছে। বিশেষ করে কাদিয়ানীরা যেভাবে ইহুদী, খৃষ্টান ও ইংরেজদের পৃষ্টপোষকতায় প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে, সরলপ্রাণ মুসলমানদের ধোঁকা ও প্রতারণা দিয়ে, টাকা-পয়সা-ধন-সম্পদের লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করছে তা সত্যিই বেদনাদায়ক। এমন একটি মুহূর্তে গ্রন্থটি অনুদিত হওয়ায় আমি অনুবাদক বিশিষ্ট লেখক-গবেষক আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানীকে অভিনন্দন জানাই।

আনজুমান খোদ্দামুল মুসলেমিন ওমান এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে মুসলমানদের বহুদিনের প্রত্যাশা পুরণ করলো। তাদের এ উদ্যোগটি প্রশংসনীয় এবং যুগোপযোগী। আমি এ গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং সবাইকে এ গ্রন্থটি কেনার অনুরোধ জানাই। পরিশেষে অনুবাদক প্রকাশক এবং এতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদান্তে

এডভোকেট মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার

যুগ্ম -মহাসচিব

গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ।

সূচি

প্রথম অধ্যায়

মুখবন্ধ/০০৭

আদম সন্তান এবং খতমে নবুয়ত /০৩০

হযরত মুসা এবং খতমে নবুয়ত/০৩১

হযরত আদম এবং ছরকারে দু'আলম/০৩১

খাতামুন্নবীয়্যিন/০৩২

খাতামুল আম্বিয়ার সু-সংবাদ/০৩৩

ইয়াকুব আলায়হিস সালাম এবং খাতামুল আম্বিয়া/০৩৩

শা'ইয়া আলায়হিস সালাম এবং আহমদ মুজতবা/০৩৪

আসমানী কিতাবসমূহে মুহাম্মদের নাম/০৩৪

খতামুল আম্বিয়া/০৩৫

আখেরুন নবীয়্যিন/০৩৬

রাহমাতুল্লিল আলামীন/০৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী, ফেরেস্তা এবং আলেমগণের বাণীসমূহ/০৩৯

অতীত গ্রন্থাবলী/০৩৯

শাফাআতের হাদীস/০৩৯

নবীগণের শাফাআতের আকাঙ্খা/০৪০

হযরত আদম এবং প্রথম আযান/০৪০

বক্ষ বিদারণ/০৪১

মীলাদুন্নবীর সু-সুংবাদ/০৪২

Scanned by CamScanner

পাদ্রীর জিজ্ঞাসাবাদ/০৪৩
জন্মের পূর্বে ঈমানের সাক্ষী/০৪৪
খতমে নবুয়ত অস্বীকারের কারণসমূহ/০৪৫
মিসরের বাদশাহ মাকুকশের হুযুরের বেলাদতের সত্যায়ন/০৪৬
মীলাদুন্নবীর উপর বিশেষ নক্ষত্র উদয়ন/০৪৮
ইহুদী আলেমদের নিকট বেলাদতের যিকর/০৪৮
আহবারের মুখে নবীর প্রশংসা/০৪৯
ইয়াছরববাসীর মীলাদুন্নবীর সু-সংবাদ/০৪৯
ইউশার মুখে রাসুলের প্রশংসা/০৫০

তৃতীয় অধ্যায়
হুযুর খাতামুল আম্বিয়া আলাইহিম আফযালুস সালাত ওয়াসসানা - এর বাণীসমূহ
নবীর নাম সমূহ/০৫২
আমি মুহাম্মদ এবং আহমদ/০৫৩
খাসায়েসে মুস্তফা/০৫৩
তাওবা কবুলকারী নবী/০৬২
লেওয়ায়ে হামদের মালিক/০৬৩
দশটি নাম মোবারক/০৬৪
হাশের এবং আকেব (শেষ নবী)/০৬৫
জিহাদে রসূল/০৬৬

চতুর্থ অধ্যায়
তিনি প্রথম তিনি শেষ/০৬৭
শেষ যুগ এবং কিয়ামত দিবসের প্রথম/০৬৮
রহমতের সমুদ্র/০৬৯
সর্বশেষ প্রেরণ/০৬৯
হযরত ওমর ফারুকের আহ্বানের পদ্ধতি এবং বেছালের পর সম্বোধন
হযরত জিব্রাঈল সালাম নিবেদন করছেন/০৭২

পঞ্চম অধ্যায়
খতমে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য এবং নস সমূহ/০৭৪
খাতেমুন্নবীয়্যিন/০৭৪
লাওহে মাফুযে খতমে নবুয়তের শাহাদাত/০৭৫
নবুয়ত অট্টালিকার শেষ ইট/০৭৬
জঙ্গলী জানোয়ারের সাক্ষ্য/০৭৭
আমার পর নবী নেই/০৭৯
আমার পর নবী হলে ওমরেই নবী হতো/০৮১

ষষ্ঠ অধ্যায়
যে কারো জন্য নবুয়ত দাবী করবে সে দাজ্জাল-কাজ্জাব/০৮৪
দজ্জাল ও কাজ্জাব/০৮৪
মিথ্যা দাবীদার/০৮৫

সপ্তম অধ্যায়
হযরত আলী এবং খতমে নবুয়ত/০৮৬
হযরত আলীর শুশ্রুষা/০৮৯
হযরত আবু বকর সিদ্দীকে আকবর/০৯১
মাওলা আলীর দৃষ্টিতে সিদ্দীক আকরের মকাম/০৯৩
হযরত সিদ্দীক সম্পর্কে হযরত আলীর রায়/০৯৪

Scanned by CamScanner

হযরত আবু বকর ও ওমর প্রথম জান্নাতী/০৯৭
রাসূলর পর সর্বোত্তম মানব/০৯৭
ইসলামে পবিত্র সন্তান/০৯৮
সিদ্দীকে আকবরের শ্রেষ্ঠত্বের চারটি কারণ/০৯৯
হযরত সিদ্দীকের অগ্রবর্তী/১০০
হযরত আলী প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমাতিক্রমের শিকার/১০০
শ্রেষ্ঠ ঈমান/১০২
শায়খায়নের শ্রেষ্ঠত্ব/১০২
রাফেয়ী এবং খারেজী দৃষ্টিকোণ/১০৩
খতমে নবূয়তের নসসমূহ/১০৪
নবী এবং আলেমদের বাণী পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে/১০৫
যরীর বিন বরসামলার সাক্ষ্য/১০৬
সিরিয়ার একজন মহিলা খৃষ্টানের খতমে নবুয়তের সাক্ষ্য/১০৯
রোমের বাদশার দরবারে যিকরে মুস্তফা/১১০
তাসারুফে আওলিয়া এবং হোসাইনের মর্মান্তিক শাহাদত/১১২
হিরাক্লিয়ার্সের নিকট নবীগণের ছবি সমূহ/১১৪
মকুকশের দরবারে নবীর ফরমান/১১৮
আবদুল্লাহ বিন সালামের ঈমানের ঘটনা/১২০
হযরত আব্বাসের হিজরত/১২১
মদীনা তৈয়বাই হুযুরের আগমন/১২৩
চতুষ্পদ জন্তু কথা বলেন/১২৪
আমার পর কোনো নবী নেই/১২৫
ত্রিশজন মিথ্যুক/১২৫
আলী হারূনের স্থলাভিষিক্ত/১২৬
আমি শেষ নবী -আমার উম্মত শেষ উম্মত/১২৮
এগারো তাবেয়ী/১৩১
একান্ন জন সাহাবী/১৩১
নয়জন সাহাবী/১৩২
খতমে নবুয়তের উপর দেওবনদী আকীদা/১৩২
কাসেম নানুতভীর আকীদা/১৩২
সাহাবায়ে কেরাম এবং খতমে নবুয়ত/১৩৪
দেওবন্দী এবং শিয়া আকায়েদে সাদৃশ/১৩৮
খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া
ইমাম ইবনে হাজর মক্কী/১৩৯
ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া/১৪০
আ'লাম বে কাওয়াতেয়িল ইসলাম/১৪২
কাশেমিয়া সম্প্রদায়/১৪২
ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া/১৪৩
শেফা কাযী আয়ায/১৪৩
খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী সম্প্রদায়সমূহ/১৪৫
মাজমাউল আযহার/১৪৬
আল্লামা ইউসুফ ইরদবিলী/১৪৬
ইমাম গায্যালী/১৪৭
গুনিয়াতুত তালেবিন/১৪৮
তোহফায়ে শরহে মিনহাজ/১৪৮
শরহে ফরায়েদ/১৪৯
মাওয়াহেব শরীফ/১৫০
ইমাম নসফী/১৫১
তামহীদ আবু শাকূর সালেমী/১৫১

Scanned by CamScanner

মাওলানা আবদূল আলী/ ইমাম আহমদ কুস্তলানী/১৫২
সৈয়দ কুফরী আকীদা পোষণ করতে পারেনা/১৫৬
মুনাফককে সৈয়দ বলোনা আহলে বায়তের কেউ জাহান্নামী নয়
আহলে বায়ত শাস্তি থেকে মুক্ত/১৫৮
হযরত ফাতেমার নাম করণের সার্থকতা/১৫৯
শেখ আকবর এবং আহলে বায়ত/১৬০
বদ আকীদা সৈয়দ/১৬০
রাফেযী সৈয়দ/১৬১
অভিমত হযরতআল্লামা শেখ আহমদ মক্কী মুদাররিস মক্কা মোয়াজ্জমা
খতমে নবূয়ত সম্পর্কিত ফতোয়া/১৬৫
বদায়ুনের ওলামা কিরামের ফতোয়ার প্রতিলিপি/১৬৬
লাহোর, হয়দারাবাদ, দিল্লী এবং কানপুরের ফতোয়া-/১৬৭
পানিপতের ওলামা কিরামের অভিমত/১৭২
আনোয়ারে সাতেয়া গ্রন্থাকারের স্বাক্ষর/১৭৩
দেওবন্দের ফতোয়া/১৭৫
গাঙ্গুহীর ফতোয়া/১৭৬

.....

মুখবন্ধ

ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু চতুর্দশ শতাব্দীর সেই মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর ক্ষুরধার লেখনী ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ মুসলিম মিল্লাতকে পথ - নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামের চিরন্তন ও শাশ্বত আদর্শকে যিনি সঠিক রূপে উপস্থাপন করে বাতিলের কালো থাবা থেকে মুসলিম জাতির ঈমান-আক্বীদা, মান-সম্মান রক্ষা করেছেন। বাতিলের রক্তচক্ষুকে তিনি কখনো ভয় পাননি। কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরওয়া করেননি তিনি। এ জন্য তাঁকে বাতিলের বিরুদ্ধে 'খুবই কঠোর' প্রচণ্ড দ্রোহ' বলে তৎকালীন আলেম সমাজ তাঁর সমালোচনাও করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি 'আশিদ্দাউ আলাল কুফফারের' প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এছাড়া তিনি ৭০টিরও বেশি বিষয়ের উপর দেড় হাজারাধিক কিতাব প্রণয়ন করে মুসলিম উম্মাহর মনিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থাদি পতনুম্মুখ মুসলমানদের পথ প্রদর্শন করেছে।

যেসব ভ্রষ্ট ও বাতিল সম্প্রদায় ইসলামের বিরুদ্ধে, ইসলামী আকিদা ও বিশ্বাসের, আল্লাহ-আল্লাহর রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কিরামের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে মুসলমানদের নিধন ও তাদের আকিদার উপর হামলা চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ইমাম আহমদ রেযার অসি ও মসি হাতে গর্জে উঠেছেন, তাদের সিংহাসন ধসে দিয়েছেন। এমন কোন বাতিল সম্প্রদায় নেই যাদের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেননি। এমনি একটি বাতিল সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক, ধ্বংসাত্মক এবং মরণব্যাধি ক্যান্সারের ন্যায় সম্প্রদায় হলো- কাদিয়ানী সম্প্রদায়। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির নামেই তাদের ঐ নামকরণ। ঐ কাদিয়ানী ইহুদী-খৃষ্টান বেদ্বীন ইংরেজদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরার জন্য তাদের নিশ্চিহ্ন ও

Scanned by CamScanner

ধ্বংস করার জন্য তার ইংরেজ প্রভুর নির্দেশে সুপরিকল্পিতভাবে তার আন্দোলন পরিচালিত করে। সে প্রথমে নিজেকে মুজাদ্দিদ (ধর্মীয় সংস্কারক), মিসলে মসীহ, এরপর মসীহে মওউদ, অবশেষে ছায়া নবী, বুরুযী নবী, শরীয়তধারী নবী সর্বশেষে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ দাবী করে। তার স্ত্রীদের, উম্মুল মুমেনীন, তার খলীফাদের আমিরুল মুমেনীন ভূষিত করে, কাদিয়ানকে মক্কা-মদীনার সাথে তুলনা করে। মক্কা-মদীনার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, এখন আস গোলাম আহমদের তীর্থ স্থানে। মক্কায় হজ্জের প্রয়োজন নেই- হজ্জ এখন কাদিয়ানে। যে কাদিয়ানিকে নবী মানবে না তারা মুসলমান নয় কাফির। যে মির্যার সমালোচনা করবে তারা জাহান্নামি, কুকুর শুয়রের চেয়ে নিকৃষ্ট। তাদের উপর অভিসম্পাত। তার কয়েকটি কুফরী আক্বিদা নিম্নরূপ ঃ

আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি (মির্যা) স্বয়ং খোদা। আমি বিশ্বাস করে ফেলি যে, আমি তাই অর্থাৎ খোদাই।

(আইনাই কামালাতে ইসলাম, ৫৬৪ পৃষ্ঠা, কিতাবুল বারিয়া ৭৮ পৃঃ)

"আমার প্রভু আমার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন।"

(দাফেউল বালা ৬ পৃষ্ঠা)

'তুমি আমার কাছে আমার (খোদার) সন্তান তুল্য। আল্লাহ তায়ালা আমাকে এ বলে সম্বোধন করেছেন, হে আমার বৎস ..... ।'

(আল বুশরা, '১ম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

'খোদা কাদিয়ানে অবতীর্ণ হবেন'।

(আল বুশরা, '১ম খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা)

'নবী নাম পাওয়ার আমিই একমাত্র উপযোগী। অন্য কেউ এর উপযুক্ত নয়।'

(হাকীকাতুল ওহী, ৩৯১ পৃষ্টা)

'আমি স্বতন্ত্র শরীয়তধারী নবী। আমার শরীয়তে আমরও রয়েছে, নেহীও রয়েছে।'

(আরবাঈন, ৭ পৃষ্টা)

'সর্বশ্রেষ্ট নবীর প্রকাশের মাধ্যম আমিই- আমিই সেই প্রতিশ্রুত জ্যোতি।'

(খুতবায়ে ইলহামিয়া - ১৭৭-১৭৮ পৃঃ)

আমাদের নবী থেকে নিজেকে শ্রেষ্ট দাবী করে লিখেছে- *তার জন্য চন্দ্র গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে আর আমার জন্য চন্দ্র সূর্য উভয়কে। এখনো তুমি অস্বীকার করবে?*

(এজাযে আহমদী ৭১ পৃষ্টা)

ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে লিখেছে- *তার পূর্ব পুরুষগণ ধার্মিক ও নির্দোষ ছিলেন? তার তিন পিতৃসংক্রান্ত পিতামহী এবং মাতৃ সংক্রান্ত মাতামহী বেশ্যা ও বীরাঙ্গনা ছিলেন এবং সেই রক্তই তিনি ধারণ করেছেন।*

(আনজামে আথম, পৃষ্টা ৭।)

আমাদের প্রিয় নবীর সম্পর্কে লিখেছে, *'পবিত্র নবীর তিন হাজার মুযিযা ছিল, অথচ আমার মুযিযা দশ লক্ষ'।*

(বারাহীনে আহমদিয়া, পৃষ্টা ৩৬)

সে আরো লিখেছে, 'পবিত্র নবী (আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খৃষ্টানদের তৈরী শুকরের চর্বি নির্মিত পনির আহার করতেন'।

(আল ফযল, সংখ্যা ২২, ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ সন)

এভাবে আরো অগণিত কুফরি বক্তব্যে তার গ্রন্থসমূহ ভরপুর।

ইমাম আহমদ রেযা কাদিয়ানীর এমন লেংটা করে ছাড়েন যে, ভবিষ্যতে কেউ মিথ্যা নবী দাবীর দুঃসাহস দেখাবে না।

নিম্নে কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে ইমাম আহমদ রেযার কিঞ্চিত বক্তব্য এবং তাদের মতবাদ খণ্ডনে তার অবদান তুলে ধরা হলো ঃ

Scanned by CamScanner

কাদীয়ানীদের নিজ গড়া খোদা ঃ

ইমাম আহমদ রেযা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'বাতিল ও ভ্রষ্ট সম্প্রদায় এবং কাফিররা আল্লাহ তায়ালাকে সত্য বলে স্বীকার করেনা। যে খোদার কথা তারা বলে, তা তাদের নিজগড়া খোদা'। তিনি বলেন, 'কুফর কি? (কুফর হলো) ঐ কথার অস্বীকৃতি যা আল্লাহ তায়ালা অকাট্য ও নিশ্চিত রূপে ইরশাদ করেছেন। এখন এ অস্বীকারকারী যদি তা আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার না করে, তাহলে সে এমন একজনকে খোদা বলে স্বীকৃতি দেয়, যা তাঁর (খোদার) বাণী নয়। খোদা তিনিই যার বাণী এটিই। সুতরাং সে খোদা চিনলো কিভাবে? আর যদি তাঁর বাণী স্বীকার করেও অস্বীকার করে, তাহলে সে এমন খোদা চিনলো যাকে অস্বীকার করা বৈধ। খোদা এ থেকে পাক-পবিত্র এবং এর বহু উর্দ্ধে। সুতরাং সে খোদাকে জেনেছে কবে? সারাংশ এই হলো, 'সে নিজের নফসকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে'।

(ফতোয়ায়ে রেযভিয়া ১ম খণ্ড, ৭৪৮ পৃঃ)

কাদীয়ানীদের মনগড়া খোদার বৈশিষ্টাবলী কি কি?

এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আ'লা হযরত বলেন- 'কাদিয়ানী তাকেই খোদা বলে যে চারশ' মিথ্যাবাদীকে তার খোদা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের থেকে মিথ্যা সাক্ষী নিয়েছে। সে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে এমন মহা রাসুল বানিয়েছে যে,যার নবুয়তের কোন প্রমাণ নেই।' বরং তার নবুয়ত অস্বীকৃতির উপর প্রমাণ রয়েছে। যিনি জারজ সন্তান ছিলেন, যার দাদী-নানী সবই ব্যাভিচারী, জেনাকারী ও বেশ্যা ছিলেন? (নাউজুবিল্লাহ্) সে তাকে খোদা বলে বিশ্বাস করে যে একজন (ছুতার) মিস্ত্রীর ছেলেকে কেবল মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে যে, আমি তাকে বাপ বিহীন সৃষ্টি করেছি এবং এর উপর অহংকারের এ অভিমানও শুরু করে দিয়েছে যে, এটা আমার কুদরতের কেমন চমৎকার সুস্পষ্ট নিদর্শন?

কাদিয়ানী তাকেই খোদা বলে বিশ্বাস করে যে একজন দুশ্চরিত্র ও লম্পটকে স্বীয় নবী করেছে। যে, (তার খোদা) একজন ইহুদী, সন্ত্রাসী, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীকে রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছে এবং যার প্রথম ফিতনা সমগ্র দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সে তাকে খোদা মানে যে (হযরত ঈসাকে আলাইহিস সালামকে একবার দুনিয়াকে প্রেরণ করে পুনরায় পাঠাতে অক্ষম। যে একজন বিখ্যাত প্রতারক ও অসভ্যের যাদু মিশ্রিত অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত রীতিনীতি এবং আদর্শহীন অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল হীন-মিথ্যা উক্তিকে সুস্পষ্ট আয়াত বলে স্বীকৃতি দিয়েছে"।

(ফতোয়ায়ে রেযভিয়া ১ম খণ্ড ৪৮৩ পৃঃ)

মির্জার চাঁদ এমন ছেলে যার থেকে বাদশাহ বরকত হাসিল করবে ঃ

মির্জা তাকেই খোদা বলে স্বীকার করে যে স্বীয় সর্বশ্রেষ্ট ও প্রিয় প্রতারক 'খাতামুন্নবীয়্যিন'কে কাদিয়ানে প্রেরণ করে। কিন্তু নিজে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ঠাট্টা-পরিহাস ও ভাঁড়ামি করে তার সাথে থাকেনি। (ঐ প্রবঞ্চক খোদা) তাকে এ বলে বঞ্চনা দেয় যে, তোমার পত্নীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্ম লাভ করবে, যে নবীদের চাঁদ হবে। তার পোষাক-পরিচ্ছদ হতে বাদশাহ্ বরকত হাসিল করবে। বেচারা কাদীয়ানী তার ফাঁদে পড়ে ঐ পাগলামী উক্তিগুলো ইস্তিহারের (বিজ্ঞপ্তি) মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করে। (বুঝে উঠতে পারেনি যে, সে কি করতে যাচ্ছে।) প্রকৃতপক্ষে, (তার ঐ বানানো খোদা) তাকে সারা জীবন মিথ্যাচার, অপমান, অসম্মান, ক্রোধ এবং ঘৃণার অগ্নি জামা পরিধান করার জন্য এ প্রতারণা দিয়েছে এবং তার পূর্বোক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাকে পুরুষ সন্তানের পরিবর্তে একটি মেয়ে সন্তান উপহার দিয়েছে। প্রতারক মির্জা বেচারাও তার এ ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হয়। আর এখন সে দ্বিতীয় সন্তানের অপেক্ষায় রইলো। এবারও তার

Scanned by CamScanner

সাথে এ উপহাস যে, সন্তানের নিশ্চয়তা ও আশা দিলো ঠিকই কিন্তু আড়াই বছরের মাথায় তার সন্তানের নিঃশ্বাস বের করে নিলো। অর্থাৎ মৃত্যু দিয়ে দিলো। তার সন্তানকে না নবীদের চাঁদ হতে দিলো, না বাদশাহগণকে তাঁর সন্তানের পোষাক থেকে বরকত নিতে দিলো। মোট কথা, নিজ ফাঁদে পড়ে (মির্জাকে) প্রবঞ্চক, প্রতারক এবং ধূর্তবাজ হতে হলো। আরো মজার ব্যাপার এ যে, আরশের উপর বসে তার মনগড়া খোদা তার এ তামাসা দেখতে লাগলো।

(আহকামে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ১২৮পৃঃ)

মোহাম্মদী বেগমের বিবাহ্ কি আল্লাহ তায়ালা করিয়ে দিয়েছেন?

মির্জা কাদিয়ানীর মিথ্যা নবুয়ত মুহাম্মদী বেগমের কারণে কঠোর প্রতারণা বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। মির্জা গোলাম আহমদের উক্তি মতে- 'তার নিকট ইলহাম হয়েছে যে, তার নিজ আত্মীয়ের বোন আহমদী বেগমের মেয়ে মুহাম্মদী বেগমের সাথে বিবাহের গয়গাম পাঠাও'। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তার এ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। মির্জা সাহেব ভীতি প্রদর্শন করলো যে. তার বিয়ে যদি অন্যস্থানে দেয়া হয় তবে আড়াই বছরের মধ্যে তার পিতার মৃত্যু হবে আর তিন বছরের মধ্যে তার স্বামী মৃত্যুবরণ করবে অথবা এর বিপরীত হবে। এখন এর পূর্বে ইমাম আহমদ রেযার বর্ণনা প্রত্যক্ষ করুন ঃ

এখন কাদিয়ানীর বানানো ও কৃত্রিম খোদার আরেকটি প্রতারণা প্রত্যক্ষ করুন। তার ধোকবাজ খোদা (মির্জাকে) ওহী প্রেরণ করে যে, মুহাম্মদী বেগমের সাথে আমি তোর বিবাহ করিয়ে দিলাম (তার ধোকাবাজ খোদা) এখন তার হৃদয়ে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিলো যেন এ শয়তান (মির্জা) বিশ্বাস করে যে, (মুহাম্মদী বেগম সে বিয়ে করতেই পারবে) মুহাম্মদী বেগম এখন যাবে কোথায়? এ প্রতারণা ও বঞ্চনা দিয়ে প্রবঞ্চকের (মির্জা) মুখ থেকে তাকে নিজের বিবাহিত স্ত্রী বলে প্রচার ও প্রকাশ করে দিয়েছে যেন সে চরমভাবে অপমান হয়, এমনভাবে অপমান যা একজন চামারের ও সহ্য হবে না যে, তার স্ত্রী ও সহধর্মীনী অপরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ রয়েছে। এটা মৃত্যুর সময় এ ধূর্তের ললাটের উপর কঞ্চির টিকা (প্রতিষেধক) হয় এবং দুনিয়া অবশিষ্ট থাকা অবধি বেচারার অপমান, অসম্মান, দুঃখ, ঘৃণা এবং মিথ্যাচার সারা জগতে প্রচার হয়ে যায়। এ দিকেতো উপাসনাকারী (কাদিয়ানী) ও উপাস্যের (তার বানানো খোদা) এ অহীবাজী হলো, ঐ দিকে সুলতান মুহাম্মদ এসে তাদের নির্দেশের সম্পূর্ণ বিপরীত করলো। তিনি না তার (কাদিয়ানী) কথা রাখলেন। না তার উপাস্যের। প্রতারকের (কাদিয়ানী) পত্নীকে বিয়ে করে নিয়ে গেলেন। এখন তার এ কুলও শেষ ঐ কুলও শেষ। তিন /সাড়ে তিন বছরের মধ্যে মৃত্যুর অঙ্গীকার ছিলো, তাও মিথ্যায় পরিণত হলো। উল্টো ঐ প্রবঞ্চককে মাটির নীচে ঢুকতে হলো অর্থাৎ আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিলেন। এ হলো তার অভিশপ্ত কর্মকান্ড এবং এগুলোই কাদিয়ানী ও তার মনগড়া খোদার তামাশা।

(আহকামে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ১১২পৃঃ)

মির্যায়ীদের আহকাম

ইমাম আহমদ রেযা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, কাদিয়ানী মুরতাদ এবং মুনাফিক। আর মুরতাদ ও মুনাফিক সেই হতে পারে যে উপস্থিত ক্ষেত্রে ইসলামের কলেমা পাঠ করে। নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করে। অতঃপর তারা আল্লাহ্ তায়ালা অথবা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা কোন নবী-রাসুলের কুৎসা রটায় কিংবা দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির কোন একটি অস্বীকার করে।

(আহকামে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ১১২পৃঃ)

Scanned by CamScanner

কাদিয়ানী অনুসারীদের পেছনে নামাজ পড়ার প্রশ্নই উঠেনা।

(প্রাগুক্ত ১২৭পৃঃ)

কাদিয়ানীদের জাকাত প্রদান করা অকাট্যভাবে হারাম তাদের জাকাত দিলে তা আদায় হবে না ।

(প্রাগুক্ত ১২৯পৃঃ)

'কাদিয়ানী মুরতাদ। তার জবেহকৃত পশু অপবিত্র ও মৃত। আর তা খাওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম'।

(প্রাগুক্ত ১২২পৃঃ)

মুসলমানদের বয়কটের দরুণ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের মজলুম উক্তিকারী এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, মেলা-মেশা ইত্যাদিকে জুলুম ও নাহক উক্তিকারী ইসলাম থেকে বহির্ভূত(মুরতাদ)।

(প্রাগুক্ত- ১৭৭পৃঃ)

১৩৩৬হিজরীতে একটি ফতোয়া ইমাম আহমদ রেযা সমীপে পেশ করা হলো। তাতে লিখা ছিলো, এক ব্যক্তি নিজ মেয়ের বিয়ে এক মির্জায়ির সাথে করে দিলো, অথচ তাঁর জানা ছিলো যে, সকল ওলামায়ে কিরাম ফতোয়া দিয়েছেন যে, মির্যার অনুসারীরা মুরতাদ ও কাফির। ইমাম আহমদ রেযা এর উত্তরে বলেন, যদি প্রমাণিত হয় যে, মেয়ের পিতা মির্জায়ীদের মুসলমান হিসেবে জানে এবং এ ভিত্তিতে সে তার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছে, তাহলে সেও মুরতাদ এবং কাফের। হেরমাঈন শরীফাঈনের সকল ওলামা কেরাম কাদিয়ানী সম্পর্কে বলেছেন-

مَنْ شَكَّ فِيْ عَذَابِهٖ وَ كُفْرِهٖ فَقَدْ كَفَرَ-

(যে তার কাফের হওয়ার উপর সন্দেহ পোষণ করে সে নিজেও কাফির।)

সুতরাং এ অবস্থায় অকাট্য ভাবে ফরয যে, যেন প্রত্যেক মুসলমান মৃত্যু ও জীবদ্দশায় তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাদেরকে রোগাক্রান্ত হলে দেখতে যাওয়াও হারাম। যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার জানাজা পড়তে যাওয়া, তাদের মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা এবং তার কবরে যাওয়াও হারাম।

(ফতোয়ায়ে রেযভিয়া ৬খন্ড, ৫১পৃঃ)

১৩৩৫ হিজরী সনে মুহাম্মদ আবদুল ওয়হেদ খান বোম্বাই থেকে ফতোয়া চান যে, কাদিয়ানীদের সাথে কোন্ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে? এর জবাবে বলেন, তাদের সাথে আলোচনা করার প্রথম পন্থা হলো. প্রথমে তাদের কুফরী বাক্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেগুলোতে তারা সরাসরি জড়িত এবং যা তাদের প্রণীত গ্রন্থসমূহে বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন হযরাতে আম্বিয়ায়ে কিরামের কুৎসা রটনা, ঈসা আলাইহিস সালামকে গালি প্রদান, তার মায়ের প্রতি মিথ্যাপবাদ, আশালিন উক্তি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা।

দ্বিতীয় পন্থা হলো, এ ভ্রষ্টের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ নিয়ে আলোচনা করা। যার মধ্যে খুবই স্পষ্ট ও উজ্জল অক্ষরে লেখার ন্যায় এ দুটি ঘটনা বর্ণনা করা যায়, যদ্বারা তার ভন্ডতা সহজে প্রকাশ পাবে।

১। সে ভ্রষ্ট শয়তানের ছেলে হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা করেছিলো এবং তা চতুর্দিকে প্রচারও করেছিলো কিন্ত জন্ম হয়েছে মেয়ে। অথচ নবীর কথা কখনো মিথ্যা হয়না। বুঝা গেলো সে মিথ্যাবাদী।

২। মুহাম্মদী বেগমের সাথে বিবাহের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো, কিন্ত মুহাম্মদী বেগম ও তাঁর অভিবাকরা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। সুতারাং তাও মিথ্যায় পরিণত পর্যবশিত হয়।

Scanned by CamScanner

মোটকথা, তাঁর কুফর ও মিথ্যা গনণাতীত যেগুলোর উত্তর সে কিয়ামত অবধি দিতে পারবে না বরং তার কল্যাণকামীরা ঐ উক্তিগুলোকে পরিত্যাগ করবে। তারা আলোচনা করতে চাইবে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম এর মৃত্যু সর্ম্পকে তুমি কি বলো, তাকে স্বশরীরে উঠানো হয়েছে নাকি শুধু তাঁর আত্মাকে উঠানো হয়েছে? মাহদী ও ঈসা আলাইহিস সালাম এক ব্যক্তি কিনা? আসলে এগুলো হচ্ছে তাদের প্রতারণা। এতগুলো কুফরীর (যা উপরে বর্ণনা করেছি) সম্মুখে এ সহজ কথাগুলোর আলোচনা অবান্তর।

(সংক্ষেপিত প্রাগুক্ত ৪৮৩পৃঃ)

র্মিযা কি মোজাদ্দেদ হতে পারে?

১৩৩৯ হিজরীতে আবদুল গফুর নামক এক ব্যক্তি ফতোয়া চেয়ে একটি পত্র পাঠান যে, একজন মির্জায়ী কাদিয়ানীর প্রশ্ন হলো, ইবনে মাজা শরীফের হাদীসে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, প্রত্যেক শতাব্দীর পর একজন মোজাদ্দেদের আগমন অবশ্যই ঘটবে। মির্জা সাহেবও সমকালীন মোজাদ্দেদ। তিনিই লাহোরী পর্টির ইমাম। জবাবে ইমাম আহমদ রেযা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন- 'মোজাদ্দেদের জন্য কমপক্ষেতা মুসলমান হওয়াই চাই। আর কাদিয়ানীতো কাফির ও মুরতাদই ছিলো। হেরামাঈন শরীফাইনের ওলামা কিরামতো এমন ফতোয়াও দিয়েছেন -

مَنْ شَكَّ فِيْ عَذَابِهٖ وَ كُفْرِهٖ فَقَدْ كَفَرَ-

অর্থাৎ যে তার কাফের হওয়া ও (পরকালে) শাস্তি পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে সেও কাফের। নেতৃত্ব দেবার প্রতিযোগিতাকারীরা একটি অপবিত্র পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছে, যারা মুশরিক গান্ধি ধর্মের অনুসারী। তারা গান্ধীকে তাদের ইমাম ও পেশাওয়া (পুরোহিত) মানে। সুতরাং তারা পুরোহিত হতে পারে, পেশাওয়া, (পুরোহিত) হতে পারে কিন্তু মোজাদ্দেদ হতে পারে না। মির্জার অবস্থাও অনুরূপ।

(ফতোয়ায়ে রেযভিয়া ৬ষ্ট খন্ড ৮১পৃঃ)

কাদিয়ানি মতবাদ খন্ডনে আলা হযরতের কয়েকটি গ্রন্থ

"আল মুতামেদুল মুসতানিদ" ১৩২০ হিজরীতে মাওলানা শাহ ফযলে রসুল বাদায়ুনী রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর আক্বায়েদ সংক্রান্ত গ্রন্থ। 'আল মুতামেদুল মুসতানিদ' লিখন ও প্রকাশনার কাজ অব্যাহত ছিলো। এরই মধ্যে মাওলানা শাহ ওসী আহমদ মুহাদ্দেস সুরতী রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু উক্ত কিতাবটির পাদটিকা লেখার জন্য ইমাম আহমদ রেযার নিকট আবেদন করেন। তিনি আরবীতে এ পাদটিকা লিখে পাঠান। সেখানে সমকালীন ভ্রান্ত সম্প্রদায় ও বেদআতীতের উল্লেখ ছিলো। এতে কাদীয়ানীদের সর্ম্পকে উল্লেখ করেন- 'তম্মধ্যে মির্জায়ী সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত। আমি তাদের গোলাম আহমদ কাদীয়ানীর দিকে সর্ম্পকের দরুণ গোলামীয়া সম্প্রদায়ই বলি। সে এ যুগে জন্ম লাভকারী একজন দাজ্জাল। সে প্রথমেতো মসীহের সাদৃশ হওয়ার দাবী করেছিলো, প্রকৃতপক্ষে সে সত্যি বলেছে, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সে মসীহে দজ্জাল কাযযাবের সাদৃশ্যপূর্ণ। অতঃপর সে উন্নতি লাভ করেছে এবং তার কাছে অহী আসে বলে দাবী করে বসে। আল্লাহর শপথ এটাও সত্য। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ -

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا-

অর্থাৎ এভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানব ও দানবদের থেকে শয়তান বানিয়েছি। যেন তন্মধ্যে কোন একজন অপ্রকাশ্যভাবে মিথ্যাকথা অন্যজনের মধ্যে বিদ্ধ ও ইলকা করে তাদের ধোকা দেয়া।

সুতরাং যেখানেই ওহীর সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালার দিকে করা এবং তার পুস্তক বরাহীনে গোলামীয়া (বরাহীনে আহমদিয়া)কে আল্লাহ তায়ালার কালাম ও গ্রন্থ বলে স্বীকৃতির সম্পর্ক, সেখানে এটা অবশ্যই ইবলিশ শয়তানের ওহী ও ইলকা যে, (হে গোলাম আহমদ এগুলো আমার

Scanned by CamScanner

(ইবলিশ) থেকে হাসিল করো এবং আল্লাহর দিকে অর্থ্যাৎ তার কালাম বলে প্রচার করো।

অতঃপর সে নবুয়ত ও রেসালতের মিথ্যা দাবী করলো এবং বললো, আল্লাহ তায়ালা ঐ সত্ত্বা যিনি কাদীয়ানে রাসুল প্রেরণ করেন। সে আরো বল্‌লো, আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট এ অহী নাজিল করেন -

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بِالْقَادِ يَانِ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ-

(নিশ্চয়ই আমি তাকে কাদিয়ানে প্রেরণ করি এবং সে সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়)।

সে বলে আমিই সে আহমদ যার সু-সংবাদ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাই উল্লেখ করেন -

مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِىْ اِسْمُهٗ اَحْمَدُ-

সে বলে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বলেন, তুমিই হচ্ছো এ আয়াতের প্রত্যক্ষ প্রমাণ -

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ-

অতঃপর সে নিজেকে অনেক নবীদের থেকে উত্তম বলতে আরম্ভ করে। বিশেষতঃ 'কালেমাতুল্লাহ' এবং 'রাসুলুল্লাহ' ইত্যাদি। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে নিজেকে উত্তম বলে দাবী করে বসেছে। সে বলে, 'ইবনে মরিয়মের আলোচনা ত্যাগ করো তার চেয়েও অতি উত্তম গোলাম আহমদ'।

যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো, তুমি যে নিজেকে ঈসা আলাইহিস সালাম এর ন্যায় দাবী করছো, তাহলে তোমার কাছে ঐ সুস্পষ্ট মুজিযা কোথায় যা ঈসা আলাইহিস সালাম এর নিকট ছিলো যেমন মৃতকে জীবিত করা, অন্ধকে আরোগ্য করা এবং কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করা, মাটিকে পাখি বানানো, তাতে ফুঁক দেয়া এবং আল্লাহর হুকুমে তা উড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

তখন সে উত্তরে বললো, ঈসা আলাইহিস সালাম এসব কিছু ধোকা, প্রতারণা ও যাদুর ভিত্তিকে করতেন। যদি আমি এগুলো অপছন্দ না করতাম তাহলে আমিও এগুলো করে দেখতাম। গোলাম আহমদের আরো অনেক কুফরী উক্তি বর্ণনার পর শেষ পর্যায়ে ইমাম আহমদ রেযা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, 'এছাড়া এদের আরো অনেক অভিশপ্ত কুফরী উক্তি রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের তার এবং অন্যান্য দজ্জালদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

(আল মুতামিদুল মুসতানিদ বেনায়ে নাজাতুল আবদ ৭, ৯, ২১ পৃঃ)

হুসসামুল হারামাঈন

১৩২৪ হিজরী সনে ইমাম আহমদ রেযা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ফতোয়ার একটি অনুলিপি মদীনা ও মক্কার ওলামা কিরামের খেদমতে পেশ করেন। যাতে কয়েকটি বক্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন ছিলো যে, এগুলো কুফরী উক্তি কিনা এবং এ উক্তিকারীদের উপর শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী কুফরের নির্দেশ জারী করা যাবে কিনা? আর এতে মির্জায়ীদের ভ্রান্ত ও কুফরী উক্তিরও উল্লেখ ছিলো।

ইমাম আহমদ রেযা এ ফতোয়ার জবাবে হেরমাইন শরীফাইনের ওলামা কেরাম মির্জা ও তার অনুসারীদের কাফির ফতোয়া দেন। এমন কি যারা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তাদেরও কাফির বলে ফতোয়া প্রদান করেন। যেমন পূর্বেও উক্ত হয়েছে।

(হুসসামুল হারমাঈন ৭-১৫ পৃঃ)

এসব ফতোয়া ছাড়া তিনি খতমে নবুয়ত এবং কাদিয়ানীর ভ্রান্ত উক্তি খণ্ডনে আরো কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

Scanned by CamScanner

জাযাউল্লাহি আদুয়্যাহ বেআবায়ি খতমিন নবুয়্যাহ্

এটি 'খতমে নবুয়ত' সম্পর্কে ইমাম আহমদ রেযার একটি অমূল্য ও বিখ্যাত গ্রন্থ। যা বর্তমানে খতমে নবুয়ত নামে আপনাদের সম্মুখে বাংলা ভাষায় আমি (আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানী) অনুবাদ করেছি। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি (ইমাম আহমদ রেযা) উল্লেখ করেন, 'আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্তহীনভাবে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে কোন নবী নেই' বলে উল্লেখ করেছেন। নতুন শরীয়ত ইত্যাদির কোন শর্ত তাতে প্রয়োগ করা হয়নি। বরং সুস্পষ্ট রূপে খাতেম শব্দের অর্থ শেষ বলে উল্লেখ করেন। 'মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে এর বর্ণনাসমূহ উক্ত হয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত সকল উম্মতের এ সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য, সাধারণ শর্তহীন, ব্যাপক, স্বয়ং সম্পূর্ণ, প্রকৃত এবং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দে ঐক্যমত্য পোষন করেন যে, হুজুর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবীদের শেষ এবং এরই ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মাযহাবের ইমামগণ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে প্রতিটি নবুয়ত দাবীকারীদের কাফির বলে ঘোষণা করেন। হাদীস, তাফসীর, আক্বায়েদ এবং ফিক্বহর গ্রন্থসমূহ এসব বর্ণনায় ভরপুর।

আলা হযরত বলেন, নগন্য বান্দা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমার গ্রন্থ "জাযাযুল্লাহি আদুয়্যাহ বেআবয়িহি খাতমিন নবুয়াতে" (আল্লাহর শত্রুর 'খতমে নবুয়ত অস্বীকারে আল্লাহর শাস্তি) ১৩১৭ হিজরীতে লিখিত গ্রন্থে এ ঈমানী মর্মার্থ ও ব্যাখ্যার সমর্থনে হাদীসের গ্রন্থসমূহ, সুনান, মাসানিদ, মায়াজীম ও জাওয়ামে গ্রন্থ থেকে একশত বিশটি হাদীস এবং খতমে নবুয়তের স্বীকৃতির উপর ইমাম, ওলামা কেরাম এবং পূর্ববর্তী বুজর্গদের বক্তব্য এবং হাদীস, আকায়েদ এবং উসুলে ফিকহ্ থেকে ত্রিশটি 'উজ্জল প্রমাণ' স্থির করেছি। আল্লাহরই জন্য প্রশংসা।

(ফতোয়ায়ে রেযভিয়া ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৯ পৃঃ)

আল মুবীনু খাতামুন নবীয়্যিন

১৩২৬ হিজরীতে 'বিহার' থেকে মাওলানা আবু তাহের নবী বখশ একটি ফতোয়া চেয়ে আবেদন করেন। যাতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কতেক লোক 'খাতামুন্নবীয়্যিন' আয়াতে 'আলিফ লামকে' 'আহাদে খারেজী' বলেই ব্যাখ্যা করে থাকে। অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতেক নবীদেরই শেষ) আবার কেউ কেউ 'আলিফ লামকে' 'ইস্তগরাক্বী' বলে থাকেন (তাদের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবীদের শেষ)। এখানে কার অভিমত সঠিক?

ইমাম আহমদ রেযা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু এ প্রশ্নের জবাবে এ পুস্তিকা রচনা করেন। তাতে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি 'খাতামুন্নবীয়্যিন' আয়াতে 'আন্নাবিয়্যিন' শব্দকে উমুম ও ইস্তিগরাক (ব্যাপক ও শর্তহীন অর্থবোধক) স্বীকার করেনা, বরং তা কোন খাস করনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তার কথা শুধুমাত্র পাগলের বিলাপ কিংবা বাতুলতা মাত্র। তাকে কাফির বলাতে নিষেধাজ্ঞার কিছু নেই। কারণ, সে কুরআনী নসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। যে সম্পর্কে উম্মতের সকলেই একমত। তাতে তাভীল ও তাখসীস (বিশ্লেষণ ও খাসকরণ) বলতে কিছুই নেই"।

(ফতোয়ায়ে রেযভিয়া ৬ষ্ঠ খণ্ড / ৫৮ পৃঃ),

অতঃপর 'খাতামুন্নবীয়্যিন' শব্দে তাভীলের অপচেষ্টাকারীদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'আজকাল কাদীয়ানীরা আজে-বাজে বকছে যে, 'খাতামুন্নবীয়্যিন' দ্বারা 'নতুন শরীয়তধারী শেষ নবীই' উদ্দেশ্য। যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে কোন নবী তাঁর পবিত্র শরীয়তের অনুসারী হয়ে আগমন করে থাকেন তাহলে এতে কোন ক্ষতি নেই। এভাবে এ ভ্রষ্ট ও মুরতাদ নিজ নবুয়তকে সুদৃঢ় করতে চায়'।

(প্রাগুক্ত - ৫৮ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

ক্বাহরুদ দায়্যানি আলা মুরতাদে বক্বাদিয়ানি

এ পুস্তিকাটি ও ইমাম আহমদ রেযার লিখিত একটি অমূল্য ও অকাট্য গ্রন্থ। এতে খতমে নবুয়তের অস্বীকারকারী 'কলেমাতুল্লাহ' হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর শত্রু, মিথ্যুক মসীহ, মুরতাদ কাফির মির্জা কাদিয়ানীর শয়তানী উক্তি প্রাঞ্জল ভাষায় অনেক প্রমাণ ও দলীল সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে এবং ইসলামের সম্মানকে উজ্জ্বল করা হয়েছে।

আস্ সুয়ুল ইক্বাব

১৩২০ হিজরীতে আমুরতস থেকে মুহাম্মদ আবদুল গণি একটি প্রশ্ন প্রেরণ করেন। তাতে ফতোয়া চাওয়া হয়েছিলো যে, এক মুসলমান একজন মুসলিম রমনীকে বিবাহ করলো। দীর্ঘদিন ঘর-সংসার করার পর পুরুষটি মির্জায়ী হয়ে গেলো। এখন তার স্ত্রী কি তার বিবাহ থেকে ছিন্ন হয়ে যাবে? অমৃতসরের কতেক ওলামা কেরামের জবাবও সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হলো। এর জবাবে ইমাম আহমদ রেযা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু 'আস-সুয়ুল ইক্বাব আলাল মসীহিল কায্যাব' (মিথ্যুক মসীহের উপর শাস্তি ও পীড়ন) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যাতে দশটি কারণে মির্জা কাদীয়ানীর কুফর বর্ণনা করে ফতোয়ায়ে জহিরিয়্যাহ তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া, হদীকায়ে নদীয়া, বুরজনদী শরহে নিকায়াহ্ এবং ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া (আলমগীরী) এর উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর বলেন, 'এরা দ্বীন ইসলামের বহির্ভূত এবং হুকুমও মুরতাদদের হুকুমের ন্যায়"।

অতঃপর প্রশ্নের জবাব এভাবে উল্লেখ করেন, 'স্বামী কুফর করার সাথে সাথেই স্ত্রী তার বিবাহ থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। এখন যদি পুর্নবার মুসলমান না হয় এবং তার ঐ মাযহাবকে ত্যাগ না করে অথবা নতুন ইসলাম গ্রহণের পর ও তাওবার পর নতুনভাবে বিবাহ না করে তার সাথে সহবাস করে তাহলে শুধু জেনাই হবে আর যে সন্তান প্রসব হবে তাও জারজ সন্তান বলে বিবেচিত হবে। এ আহকাম খুবই সুস্পষ্ট এবং সকল কিতাবেই উক্ত রয়েছে।

(৫-৬ পৃঃ)

আল-যুরাজুদ দায়্যানী

এ গ্রন্থটি ইমাম আহমদ রেযার অন্তিম লেখা। 'পলিভেত থেকে শাহ মীর খান কাদেরী, ৩ মহর্‌রম ১৩৪০ হিজরী সনে এক ইস্তিফতা (ফতোয়া) প্রেরণ করেন, যার জবাবে তিনি এ গ্রন্থ 'আল যুরাজুদ দায়্যানী 'আলা মুরতাদিল কাদিয়ানী' (মুরতাদ কাদীয়ানীর উপর আল্লাহ তায়ালার খুরধার তরবারী) (প্রণয়ন করেন।

২৫শে সফর, ১৩৪০ হিজরী তিনি ইনতিকাল করেন।

প্রশ্নকর্তা একটি আয়াত এবং একটি হাদীস পেশ করেছিলেন, যদ্বারা কাদিয়ানী হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম এর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রমাণ করে এবং জিজ্ঞেস করেছিলেন তার এ দলীলের জবাব কি?

ইমাম আহমদ রেযা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু প্রথম আপত্তির জবাবের আগে সাতটি উপকারিতা ব্যক্ত করেন। যাতে সুস্পষ্টরূপে বিধৃত করেন - মির্জায়ীরা কেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর 'হায়াতের' মাসয়ালা নিয়ে উৎসুক? প্রকৃতপক্ষে মির্জা সাহেবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কুফরসমূহ ধামাচাপা দেয়ার জন্য তারা এমন একটি মাসয়ালা নিয়ে জড়িয়ে পড়ছে যাতে মতবিরোধ হওয়া একেবারেই সহজ ও স্বাভাবিক। তবুও এ মাসয়ালায় তাদের কোন উপকার হবে না'। অতঃপর সাতটি কারণ বর্ণনা করে উল্লেখ করেন যে, 'এ আয়াত কাদীয়ানীদের পক্ষে দলীল হতে পারে না।' আর হাদীসকে দলীলরূপে দাঁড় করানোর দু'টি অকাট্য জবাব দেয়া হয়েছে।

Scanned by CamScanner

তাঁর শাহজাদা হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামেদ রেযা খাঁন বেরলভী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু ১৩১৫ হিজরীতে একটি প্রশ্নের জবাবে 'আস-সারেমুর রাব্বানী' নামক একটি পুস্তক রচনা করেন। তাতে তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর 'হায়াত' সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন এবং এতে মির্জার মসীহ্ এর ন্যায় হওয়ার ভ্রান্ত উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু এ গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেন - 'এ মিথ্যুকের দাবী (মির্জা মসীহের ন্যায় হওয়া) সম্পর্কে সাহরানপুর থেকে প্রশ্ন এসেছিলো, যার একটি বিস্তৃত জবাব প্রিয় ছেলে সুশিক্ষিত নবীন লেখক মওলভী হামেদ রেযা খান (আল্লাহ তায়ালা তাকে হেফাজত রাখুন) লিপিবদ্ধ করেছে এবং এর ঐতিহাসিক নাম 'আসসারেমুর রব্বানী 'আলা ইসরাফে কাদিয়ানী' রেখেছে। এ গ্রন্থটি সুন্নাতের রক্ষক, ফ্যাসাদ বিধ্বংসী এবং সত্যের দিশারী।

কাজী আবদুল ওয়াহীদ সাহেব হানফী ফেরদৌসী তা প্রকাশ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ এ নগরে মির্জা ফিতনা কখনো আসেনি। আর সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কখনো এ ফিতনা এখানে আনবেন না।'

(আস্‌সুয়ুল ইক্বাব ৫-৬ পৃঃ)

এভাবে ইমাম ইমাম আহমদ রেযা তাঁর অসংখ্য রচনাবলীর মাধ্যমে বাতিলদের কবর রচনা করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি ইমাম আহমদ রেযার একটি ঐতিহাসিক বিখ্যাত অতুলনীয় গ্রন্থ। গ্রন্থটি সকলের নিকট সুখপাঠ্য হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে আশা রাখি।

তারিখ ঃ ২৮. ০৪. '০২
চট্টগ্রাম।

সালামান্তে -
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানী

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا- يَا مَنْ يُّصَلِّيْ عَلَيْهِ- هُوَ وَ مَلٰئِكَتُهٗ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا اٰمِيْنَ- رَبِّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَ اَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَاتَمِ الْمُرْسَلِيْنَ اَوَّلُ الْاَنْبِيَاءِ خَلْقًا وَ اٰخِرُهُمْ بَعْثًا وَ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَالتَّابِعِيْنَ وَ لَعْنٌ وَ قُتِلَ وَاُخْزِيَ مُرَدَةَ الْجِنِّ وَ شَيٰطِيْنِ الْاِنْسِ وَ اَعَاذَنَا اَبَدًا مِنْ شَرِّهِمْ اَجْمَعِيْنَ اٰمِيْنَ-

---

মাসয়ালা ঃ খোদা বখশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, মহল্লা সুয়ীগিরীকীপুল ১৯শে রজব ১৩১৭ হিজরী।
ওলামা কিরাম এবং শরীয়তেরমুফতীগণ এ মাসয়ালায় কী বলেন যে, ওলীদ মাশহদের অধিবাসী, সে নিজেকে সৈয়দ বলে দাবী করে। সে এ আক্বীদা পোষণ করে যে, হযরত আলী, ফাতেমা এবং হাসানায়ন করীমায়ন রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমকে নবী এবং রাসুল বলা প্রমাণিত রয়েছে এবং এর প্রমাণ হাদীসসমূহে রয়েছে বলে ধারণাপোষণ করে। এমন আকীদা পোষণকারী মুসলমান, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং কামিল অলীদের অন্তর্ভুক্ত, না গালী রাফেযী কাফের শয়তান ওলীদের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি কুফরী আক্বীদা রাখে সে সৈয়দ হতে পারে কিনা? শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে সৈয়দ বলা বৈধ কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

Scanned by CamScanner

মহান আল্লাহ তায়ালা সত্য এবং তাঁর বাণীও সত্য। মুসলমানের উপর যেভাবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) স্বীকার করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালাকে اَحَدٌ صَمَدٌ لَا شَرِيْكَ لَهٗ (আহাদ-সামাদ-লা শরীকালাহু) জানা সর্বপ্রথম ফরয এবং ঈমানের উৎস, তেমনি مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে খাতামুন্নবীয়্যিন মানা, তাঁর যুগে বা তাঁর পরে কোন নতুন নবী প্রেরণকে নিশ্চিত - অকাট্যভাবে অসম্ভব এবং বাতিল-ভ্রান্ত জানা ফরযে আজল এবং জুযয়ে ইয়াকীন। এ আয়াতটি -

وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ -

(তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী) কুরআনের অকাট্য নস বা প্রমাণ। এর অস্বীকারকারী বরং এতে সন্দেহ পোষণকারী, সামান্য সন্দেহ পোষণ দ্বারা সন্দেহের বিরুদ্ধচারী অকাট্য নিশ্চিতরূপে সকলের ঐক্যমত্যে কাফের, মালউন এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী। কেবল সেই কাফেরই নয় বরং তার এ মালউন আকীদা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাকে যে কাফের স্বীকার করবে না সেইও কাফের। যে তার কাফের হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয়কে প্রশ্রয় দেবে সেও কাফির বায়নাল কাফির জালিউল কুফরান। অপবিত্র ওলীদ যার কথা প্রশ্রাব থেকেও নিকৃষ্টতর অপবিত্র প্রশ্নে উল্লিখিত অবশ্যই ওলী নিশ্চয়ই অবশ্যই কিন্তু সে রহমানের ওলী নয় বরং আবদুর রহমান ওলিয়ুশ শয়তান। যেটা আমি বলছি, সেটা আমার ফতোয়া নয় বরং আল্লাহ ওয়াহিদ কাহ্হার-এর ফতোয়া। খাতেমুল আম্বিয়ায়িল আখইয়ার-এর ফতোয়া। আলী মুরতযা, বতুলে যাহরা, হাসান মুজতবা এবং শহীদে কারবালা ও সকল পবিত্র ইমামগণের ফতোয়া। 'শিফা শরীফ' এবং 'আ'লাম বেকাওয়াতেয়িল ইসলামে' রয়েছে -

يَكْفُرُ اَيْضًا مَنْ كَذَبَ بِشَيْءٍ مِّمَّا صَرَّحَ فِي الْقُرْاٰنِ مِنْ حُكْمٍ اَوْ خَبَرًا اَوْ اَثْبَتَ مَا نَفَاهُ اَوْ نَفٰى مَا اَثْبَتَهٗ عَلٰى عِلْمٍ مِّنْهُ بِذٰلِكَ اَوْ شَكَّ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ-

অর্থাৎ ঃ যে ব্যক্তি কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ, ঘটনাবলী বা কোরআন যা প্রমাণ করেছে অথবা যা নিষেধ করেছে, তাতে সন্দেহ পোষণ করা কুফর।

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী রচিত 'ফতোয়ায়ে হাদীসিয়াহ' গ্রন্থে রয়েছে

اَلتَّرَدُّدُ فِي الْمَعْلُوْمِ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ كَالْاِنْكَارِ-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী অস্বীকার করবে সে কাফের।

'শেফা শরীফে' উল্লেখ আছে -

وَقَعَ الْاِجْمَاعُ عَلٰى تَكْفِيْرِ كُلِّ مَنْ دَافَعَ نَصَّ الْكِتَابِ اَوْنَصَّ حَدِيْثٍ مُجْمَعًا عَلٰى نَقْلِهٖ مَقْطُوْعًا بِهٖ مُجْمَعًا عَلٰى حَمْلِهٖ عَلٰى ظَاهِرِهٖ وَ لِهٰذَا يَكْفُرُ مَنْ لَمْ يَكْفُرْ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْاِسْلَامِ اَوْ وَقَفَ فِيْهِمْ اَوْ شَكَّ (فِيْ كُفْرِهِمْ) اَوْصَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ وَ اِنْ اَظْهَرَ الْاِسْلَامَ وَ اَعْتَقَدَهٗ وَ اَعْتَقَدَ اِبْطَالَ كُلِّ مَذْهَبٍ سِوَاهُ فَهُوَ كَافِرٌ بِاِظْهَارِ مَا اُضْمِرَ مِنْ خِلَافِ ذٰلِكَ اه مُخْتَصَرًا مَزِيْدًا مِنْ نَسِيْمِ الرِّيَاضِ مَابَيْنَ الْهِلَالَيْنِ-

অর্থাৎ সকলের ঐক্যমতে কুরআনের সুস্পষ্ট নস কিংবা হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে যে অস্বীকার করবে বা তাতে সন্দেহ পোষণ করবে কিংবা তাদের কুফরের ব্যাপারে যে সংশয় প্রকাশ করবে সে অবশ্যই কাফের। সকল মাযহাবের ইমামগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এতে আরো উল্লেখ আছে -

اَجْمَاعٌ عَلٰى كُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ كُلَّ مَنْ فَارَقَ دِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ وَقَفَ فِيْ تَكْفِيْرِهِمْ اَوْ شَكَّ-

অর্থাৎ সকলের ঐক্যমতে তারা কাফের। যে ব্যক্তি তাদের কাফের বলবেনা সে দ্বীন ইসলামের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতে চায় অথবা যে

Scanned by CamScanner

ব্যক্তি তাদের কাফের বলবেনা অথবা তাদের কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করবে সে সকলের ঐক্যমতে কাফের।

'বায্যারিয়া' এবং 'দুররে মুখতার' ইত্যাদিতে রয়েছে -

مَنْ شَكَّ فِىْ كُفْرِهٖ وَ عَذَابِهٖ فَقَدْ كَفَرَ-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাদের কুফর এবং শাস্তির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে সেও কাফের।

বরং উপরোক্ত ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন এবং আবশ্যক যে, সে নিজেই নিজের কুফর, অবিশ্বাস, বিশ্বাস-ঘাতক, জিন্দিক, মুরতাদ এবং ধর্মত্যাগের ফতোয়া লিখে। অবশেষে এটাতো অকাট্যভাবে প্রয়োজন এবং আবশ্যকভাবে পক্ষ-বিপক্ষীয় এমনকি কাফের-মুশরিক সবারই জানা এবং সবার নিকট স্বতসিদ্ধ যে, হযরত হাসনায়ন এবং তাদের বুযর্গ পিতামাতা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু' মুসলমান ছিলেন। তারা কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতেন নিঃসন্দেহে সেটাকে আল্লাহর কালাম বলে জানতেন। এটার এক একটি অক্ষরকে হক ও সত্য জানতেন। আর এ কুরআনের ইরশাদ যে, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খাতামুন্নবীয়্যিন' তাহলে নিঃসন্দেহে, নিশ্চিতভাবে এবং অকাট্যভাবে তিনিও হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'খাতামুন্নবীয়িন' বিশ্বাস করতেন। সুতরাং অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে নিজেকে কখনো নবী ও রাসূল জানতেন না এবং এ মালউন দাবীকে বাতিল ও মালউনই জানতেন। কেননা, স্ববিরোধী কথা কোনো জ্ঞানবান থেকে কাম্য নয়। অথচ এ ব্যক্তি তাকে নবী ও রাসূল স্বীকার করেছে এবং স্বয়ং নিজ গড়া রাসূলদের মিথ্যুক এবং ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেছে। আর রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন কুফর যা সুস্পষ্ট, পরিস্কার ও প্রকাশমান রয়েছে। সুতরাং স্বয়ং নিজের আকীদার দৃষ্টিতেই সে কাফের। মোট কথা, তাকে রাসূল বলে খতমে নবুয়তের আক্বীদায় সত্য জেনেছে। সুতরাং সে এ ঈমানী আকীদার

অস্বীকারকারী হয়ে কাফির হয়েছে এবং মিথ্যা মেনেছে। সুতরাং নিজ গড়া রাসূলদের মিথ্যাপন্ন করে কাফির হয়েছে। প্রতারক এখন কোন্ দিকে?

ওলীদের নিকট হাদীস এবং প্রাচীন আলেমগণের নসসমূহ এবং হাদীসের কি মর্যাদা রয়েছে, যে (গোয়াঁর) কুরআনের অকাট্য নসকে স্বীকার করে না, সে হাদীস ও আলেমদের মর্যাদা কি বুঝবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার প্রশংসায় মুসলমানদের জন্য এতে অনেক উপকার ও কল্যাণ প্রকাশ ও বিকাশমান রয়েছে। কুরআন ও হাদীস উভয় মুমিনের ঈমান। হাদীসসমূহের বারংবার যিকর / পুনরাবৃত্তি তাদের অন্তরে ঈমানের ভিত্তি স্থাপন করবে। আয়াতে কারীমায় অভিশপ্ত নজদী শয়তানদের কতেক কুমন্ত্রণাসমূহ মূলোৎপাঠন করবো। খতমে নবুয়ত এবং খাতেমুন্নবিয়্যিনের বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট ও পরিস্কার অর্থ বর্ণনা করবো। কাসেমপন্থীদের কতেক কুফর এবং মাতলামিপূর্ণ আবিস্কারকে মরদুদ, পরিত্যক্ত ও অভিশপ্ত হিসাবে প্রমাণ করবো।

অপবিত্র ওলীদের শয়তানী ও খবিছ দাবী হাদীস দ্বারা খন্ডন করে দেখাবো। আইম্মা-কিরামদের নস দ্বারা ঈমানদারদের ফতোয়ার বিশুদ্ধতার উপর অধিকতর নিশ্চয়তা এবং নির্ভরতা আসবে। এর সাথে মাহবুবের যিকর কলবের শান্তি ও আরামদায়ক। সেগুলোর স্মরণ দ্বারা মুসলমানদের অন্তর সান্ত্বনা পাবে।

Scanned by CamScanner

শেষ নবী সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণের বর্ণনা

আদম সন্তান এবং খতমে নবুয়ত

তাবরাণী 'মুজামে কবীরে' বিশুদ্ধ সূত্রে, বায়হাকী 'দালায়েলুন নবুয়তে' আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক আজম রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন আদম আলায়হিস সালাম থেকে পদস্খলন হয়েছিলো তখন তিনি নিবেদন করেন-

يَا رَبِّ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اِنْ غَفَرْتَ لِيْ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাধ্যম বানিয়ে প্রার্থনা করছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

ইরশাদ হয়েছে, হে আদম! মুহাম্মদকে কিভাবে চিনেছো? অথচ আমি তাকে এখনো সৃষ্টিই করেনি। নিবেদন করেন, ইলাহী! যখন আপনি আমাকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং আমার মধ্যে নিজ রুহ ফুঁকে দিয়েছেন, তখন আমি মাথা উঠিয়ে দেখি, আরশের পায়ে লেখা দেখতে পায় -

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ -

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ) তখন আমি জানি, তুমি তারই নাম নিজের পবিত্র মুবারক নামের সাথে মিলায়েছো, যা তোমার কাছে সমগ্র জাহানের চেয়েও প্রিয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -

صَدَقْتَ يَا اٰدَمُ اَنَّهٗ لَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَيَّ وَ اِذْ سَاَلْتَنِيْ بِحَقِّهٖ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَ لَوْلَا مُحَمَّدٍ مَا خَلَقْتُكَ زَادَ الطَّبْرَانِيُّ وَ هُوَ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ -

অর্থাৎ হে আদম! তুমি সত্য বলেছো। নিশ্চয়ই তিনি আমার কাছে

অধিক প্রিয়। আর যখন তুমি আমাকে তার মাধ্যম দিয়ে প্রশ্ন করেছো তখন আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। যদি মুহাম্মদ না হতো, তাহলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না। তিনি তোমার সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

হযরত মুসা আলায়হিস সালাম এবং খতমে নবুয়ত

আবু নাঈম হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِنَّ مُوْسٰى لَمَّا اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ التَّوْرَاةُ وَ قَرَأَهَا وَ جَدَ فِيْهَا ذِكْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ فَقَالَ يَا رَبِّ اِنِّيْ اَجِدُ فِي الْاَلْوَاحِ اُمَّةً هُمُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ فَاجْعَلْهَا اُمَّتِيْ قَالَ تِلْكَ اُمَّةُ اَحْمَدَ -

অর্থাৎ যখন মুসা আলায়হিস সালাতু ওয়াসসালামের উপর তাওরিত অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি তা পাঠ করেন। তিনি তাতে তার উম্মতের উল্লেখ পান। নিবেদন করেন, হে আল্লাহ! আমি ঐসব তখতিসমূহে একজন উম্মত দেখতে পাচ্ছি। তিনি যুগের মধ্যে সর্বশেষ যুগের। আর মর্যাদার মধ্যে সবার উর্ধ্বে। তুমি এটাকে আমার উম্মতে পরিণত করো। আল্লাহ বলেন, এ উম্মত হলো আহমদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত। যারা সর্বশেষে প্রেরিত হবে।

হযরত আদম এবং ছরকারে দু'আলম

ইবনে আসাকির হযরত আবু হুরায়রা'র সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ اَخْبَرَهٗ بِنَبِيِّهٖ فَجَعَلَ يَرٰى فَضَائِلَ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ فَرَاٰنِيْ اَشْفَلَهُمْ فَقَالَ يَا رَبِّ مِنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِبْنُكَ اَحْمَدُ هُوَ

Scanned by CamScanner

اَلْاَوَّلُ وَ هُوَ الْاٰخِرُ وَهُوَ اَوَّلُ شَافِعٍ وَ اَوَّلُ مُشَفَّعٍ-

অর্থাৎ যখন আল্লাহ তায়ালা আদম আলায়হিস সালামকে সৃষ্টি করেন, তাকে তার সন্তানদের সম্পর্কে অবগত করান। তিনি তাদের মধ্যে একজনের উপর অপরজনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পান। আমাকে তিনি তাদের সবার শেষে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং আলোকিত নূর হিসাবে দেখতে পেয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ ইনি কে? বলেন, ইনি তোমার সন্তান আহমদ। তিনি প্রথম, তিনি শেষ এবং তিনিই সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী এবং তিনি সর্বপ্রথম শাফাআত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

খাতামুন্নবীয়্যিন

হযরত আবু যুবায়র হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন -

بَيْنَ كَتِفَيْ اٰدَمَ مَكْتُوْبٌ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ-

অর্থাৎ আদম আলায়হিস সালামের দু'স্কন্ধের মধ্যখানে কুদরতের কলমে লিপিবদ্ধ আছে-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খাতামুন্নবীয়্যিন) অর্থাৎ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালাম এবং জান্নাতের দরজা

ওবাই ইবনে শায়বাহ 'মুসান্নাফে' মাসআব বিন মালেক হযরত কা'ব আহবার রাদিআল্লাহু আনহুমা'র সূত্রে বর্ণনা করেন -

اَوَّلُ مَنْ يَّاْخُذُ حَلْقَةَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ لَهٗ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ اٰيَةً مِّنَ التَّوْرَاةِ اُخْرِيَاقَدَمَايَا الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ

অর্থাৎ তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতের দরজার শিকলে হাত রাখবেন অতঃপর তাঁর জন্য জান্নাতের দ্বার খোলা হবে তিনি হলেন 'মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর তিনি পবিত্র তাওরীতের এ আয়াত পড়েন - "সর্বপ্রথম অধিকারী এবং সর্বশেষ প্রেরিত উম্মত হলো উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

খাতেমুল আম্বিয়ার সু-সংবাদ

হযরত ইবনে মাসউদ আমের শা'বী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সৈয়দুনা ইব্রাহীম আলায়হিস সালাতু ওয়াত্তাসলীমের 'সহীফায়' ইরশাদ হয়েছে -

اِنَّهٗ كَائِنٌ مِنْ وُلْدِكَ شُعُوْبٌ وَ شُعُوْبٌ حَتّٰى يَاْتِيَ النَّبِيُّ الْاُمِّيُّ خَاتِمُ الْاَنْبِيَاءِ-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার বংশধর সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায়, জাতির পর জাতি হবে অবশেষে নবীউল উম্মী খাতেমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনবেন।

ইয়াকুব আলায়হিস সালাম এবং খাতেমুল আম্বিয়া

হযরত মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরযী হতে বর্ণিত -

اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى يَعْقُوْبَ اَنِّيْ اَبْعَثُ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مُلُوْكًا وَ اَنْبِيَاءَ حَتّٰى اَبْعَثُ النَّبِيَّ الْحَرَمِيَّ الَّذِيْ تُبْنٰى اُمَّتُهٗ هَيْكَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَ هُوَ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَ اِسْمُهٗ اَحْمَدُ-

অর্থাৎ আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা ইয়াকুব আলায়হিস সালামের নিকট ওহী পাঠিয়েছেন, আমি তোমার বংশধর থেকে বাদশাহ এবং নবী প্রেরণ করতে থাকবো, অবশেষে সেই হেরমের সম্মানিত নবীকে প্রেরণ করবো, যার উম্মত বায়তুল মুকাদ্দাসের সুউচ্চ ভিত্তি স্থাপন করবে।

Scanned by CamScanner

তিনি সর্বশেষ নবী এবং তাঁর নাম 'আহমদ' সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

শা'ইয়া এবং আহমদ মুজতবা

ইবনে আবী হাতেম ওহাব বিন মুনিব্বাহ হতে বর্ণনা করেন -

قَالَ اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى شُعْيَا اِنِّى بَاعِثٌ نَبِيًّا اُمِّيًّا اَفْتَحُ بِهٖ اٰذَانًا صُمًّا وَ قُلُوْبًا غُلْفًا وَ اَعْيُنًا عُمْيًا مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ وَ مُهَاجِرُهٗ بِطَيْبَةَ وَ مُلْكُهٗ بِالشَّامِ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ فِيْهِ الْكَثِيْرَ الطَّيِّبَ مِنْ فَضَائِلِهٖ وَ شَمَائِلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم (الى ان قال) وَ لَاجْعَلَنَّ اُمَّتَهٗ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَ ذَكَرَ صِفَاتِهِمْ (الى ان قال) اُخْتِمُ بِكِتَابِهِمُ الْكُتُبَ وَ بِشَرِيْعَتِهِمُ الشَّرَائِعَ وَ بِدِيْنِهِمُ الْاَدْيَانَ الحديث الجليل الجميل-

অর্থাৎ মহান আল্লাহ শা'ইয়া আলায়হিস সালামের উপর ওহী প্রেরণ করেন যে, আমি উম্মী (আসল) নবী প্রেরণকারী। তাঁর কারণে বধির কান, অমনোযোগী-অলস অন্তর এবং অন্ধের চক্ষু খুলে দেবো। তাঁর জন্ম স্থান মক্কায়, হিজরত মদীনায় আর তাঁর তখতের স্থান সিরিয়া। নিঃসন্দেহে তাঁর সব উম্মত থেকে যাদের মানুষের (কল্যাণের) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠ-উত্তম করবো। আমি তাঁর উপর কিতাবসমূহ, তাঁর শরীয়তের উপর শরীয়তসমূহ এবং তাঁর দ্বীনের উপর সব দ্বীন শেষ করবো।

আসমানী কিতাবসমূহে ইসমে মুহাম্মদ

ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন -

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُسَمّٰى فِى الْكُتُبِ الْقَدِيْمَةِ اَحْمَدُ وَ مُحَمَّدٌ وَ الْمَاحِىْ وَالْمُقَفِّىْ وَ نَبِىُّ الْمَلَاحِمِ وَ حِمْطَايَا وَ فَارْقَلِيْطَا وَ مَاذْمَاذْ-

অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর এ নামসমূহ ছিলো যে, আহমদ, মুহাম্মদ, মাহী, (শিরক ও কুফর উচ্ছেদকারী), মাকফী (নবীদের মধ্যে সর্বশেষ তাশরীফ আনয়নকারী) নবীয়ুল মুলাহিম (জিহাদের নবী) হিমতায়া (আল্লাহর হেরমের সাহায্যকারী) ফারকালীতা (সত্যকে মিথ্যা থেকে বিচ্ছিন্নকারী) মাযমায (পবিত্র পরিস্কার) (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

খাতেমুল আম্বিয়া

হযরত সালমান ফারেসী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত -

هَبَطَ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ قَدْ خَتَمْتُ بِكَ الانبياء وَ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَكْرَمَ عَلَىَّ مِنْكَ وَ قَرَنْتُ اِسْمَكَ مَعَ اِسْمِىْ فَلَا اُذْكَرُ فِىْ مَوْضِعٍ حَتّٰى تُذْكَرَ مَعِىْ وَ لَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَ اَهْلَهَا لِاُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَ مَنْزِلَتَكَ عِنْدِىْ وَ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا هٰذَا مختصر-

অর্থাৎ জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম উপস্থিত হয়ে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করেন, হুযুর আপনার রব বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমার উপর নবীদের শেষ করেছি অর্থাৎ তিনি সর্বশেষ নবী, আর কাউকে এমন তৈরী করেনি যারা তোমার থেকে আমার নিকট অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান। তোমার নাম আমি নিজের নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছি যে, যতোক্ষণ আমার সাথে তোমাকে স্বরণ করা না হয় ততক্ষণ আমার স্মরণ হবে না। নিশ্চয়ই

Scanned by CamScanner

আমি দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী সবাইকে এজন্য বানিয়েছি যে, তোমার ইজ্জত ও সম্মান এবং আমার দরবারে তোমার মাহাত্ম্য - মর্যাদা তাঁদের উপর প্রকাশ করবো। আর যদি আপনি না হতেন তাহলে আমি আসমান-জমিন এবং এর মধ্যখানে যা কিছু রয়েছে তা মূলতঃ কিছুই সৃষ্টি করতাম না। (সাল্লাল্লাহু আলায়কা ওয়াসাল্লাম।)

সর্বশেষ নবী

খতীবে বাগদাদী হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

لَمَّا اُسْرِىَ بِىْ قَرَّبَنِىْ رَبِّىْ حَتّٰى كَانَ بَيْنِىْ وَ بَيْنَهٗ كَقَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى وَ قَالَ لِىْ يَا مُحَمَّدُ هَلْ غَمَّكَ اَنْ جَعَلْتُهُمْ اٰخِرَ الْاُمَمِ قُلْتُ لَا قَالَ اَخْبِرْ اُمَّتَكَ اِنِّىْ جَعَلْتُهُمْ اٰخِرَ الْاُمَمِ لَا فَضْحَ الْاُمَمَ عِنْدَهٗ وَ لَا اَفْضَحُهُمْ عِنْدَ الْاُمَمِ-

অর্থাৎ শবে মিরাজে আমাকে আমার রব এতোই নিকটবর্তী করেছেন যে, আমি এবং তার মধ্যখানে দু'ধনুক বরং এর চেয়েও কম ফাঁক ছিলো। তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি কি এতে পেরেশান হয়েছো যে, আমি তোমাকে সর্বশেষ নবী করেছি। আমি নিবেদন করি, না। বলেন, তোমার উম্মত কি এতে কষ্ট পেয়েছে যে, আমি তাদের সর্বশেষে পাঠিয়েছি। আমি নিবেদন করি, না। বলেন, তোমার উম্মতদের সংবাদ দিয়ে দাও যে, আমি তাদের সর্বশেষে এ জন্যে পাঠিয়েছি যে, অন্যান্য নবীর পাপী উম্মতদের তাদের সম্মুখে অপমান করবো। আর আমি তাদের অন্যান্যদের সামনে অপমানিত করা থেকে নিরাপদ রাখবো। ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

রাহ[illegible]তুল্লিল আলামীন

ইবনে [illegible]রীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুভিয়া, বায্যার, আবু ইয়ালা [illegible]এবং বায়হাকী আবুল আলীয়ার পদ্ধতিতে হযরত আবু হুরায়রা রাদি[illegible]াহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে আসরা সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করে[illegible]

ثُمَّ لَقِىَ اَرْوَاحَ الْاَنْبِيَاءِ فَاَثْنَوْا عَلٰى رَبِّهِمْ فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ ثُمَّ مُ[illegible] ثُمَّ دَاوٗدُ ثُمَّ سُلَيْمٰنُ ثُمَّ عِيْسٰى ثُمَّ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى [illegible] وَ سَلَّمَ اَثْنٰى عَلٰى رَبِّهٖ فَقَالَ كُلُّكُمْ اَثْنٰى عَلٰى رَبِّهٖ وَ اِنِّىْ مُثْنٍ عَ[illegible] اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْسَلَنِىْ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ وَ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِ[illegible] وَ نَذِيْرًا وَ اَنْزَلَ عَلَىَّ الْفُرْقَانَ فِيْهِ تِبْيَانُ لِكُلِّ شَىْءٍ وَ جَعَلَ اُمَّتِىْ [illegible] اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَ جَعَلَ اُمَّتِىْ هُمُ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ فَاتِ[illegible] خَاتِمًا فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بِهٰذَا فَضَّلَكُمْ مُحَمَّدٌ صلى الله تعالى عل[illegible] سلم اِنْتَهٰى اِلَى السِّدْرَةِ فَكَلَّمَهٗ تَعَالٰى عِنْدَ ذَالِكَ فَقَالَ لَهٗ [illegible] اِتَّخَذْتُكَ خَلِيْلًا وَ هُوَ مَكْتُوْبٌ فِى التَّوْرَاةِ حَبِيْبُ الرَّحْمٰنِ وَ رَفَ[illegible] لَكَ ذِكْرَكَ فَلَا اُذْكَرُ اِلَّا اَنْ ذَكَرْتَ مَعِىْ وَ جَعَلْتُ اُمَّتَكَ [illegible] الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ وَ جَعَلْتُكَ اَوَّلَ النَّبِيِّيْنَ خَلْقًا وَ اٰخِرَهُمْ بَعْثًا جَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا هٰذَا مختصر ملتقط-

অর্থাৎ অতঃপর হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবীগণের আত্মাসমূহের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নবীগণ স্বীয় রবের প্রশংসা করেন। ইব্রাহীম অতঃপর মুসা, এরপর দাউদ, সুলায়মান অতঃপর হযরত ঈসা আলায়হিমুস সালাতু ওয়াস্সালাম ক্রমান্বয়ে আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। আর এরই মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব, ফযিলত এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। সবার পর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

Scanned by CamScanner

আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মহান রবের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, তোমরা সবাই স্বীয় রবের প্রশংসা করেছো আর এখন আমি নিজ রবের প্রশংসা করবো। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সমগ্র জাহানের জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আর সকল মানুষের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আর আমার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যাতে প্রতিটি বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। আর আমার সকল উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। তাদের ন্যায়পরতা, সাম্য ও মধ্যপন্থা উম্মত করেছেন আর তাদের প্রথম এবং তাদের শেষ করেছেন আর আমার কারণে আমার যিকর সুউচ্চ করেছেন আর আমাকে দেওয়ানে নবুয়তের ফাতেহা (প্রথম) এবং দফ্তরে রেসালাতের খাতেমা (শেষ) করেছেন। ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম বলেন, ঐসব কারণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদের থেকে উত্তম হয়েছে।

অতঃপর হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সিদরাহ পর্যন্ত পৌছেছেন, সে সময় রব তায়ালা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং বলেছেন, আমি তোমাকে নিজের বিশেষ একনিষ্ট প্রিয় বানিয়েছি আর তোমার নাম তাওরীতে হাবীবুর রহমান রেখেছি। আমি তোমার জন্য তোমার যিকর উঁচু করেছি। কেননা, আমার যিকর ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে তোমার স্মরণ না আসে। আর আমি তোমার উম্মতকে এ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি যে, তারাই সর্বপ্রথম এবং তারাই সর্বশেষ। আর আমি তোমাকে সকল নবীদের পূর্বে সৃষ্টি করেছি আর সবার পরে প্রেরণ করেছি আর তোমাকে বিজয়ী এবং সর্বশেষ করেছি। (সাল্লাল্লাহু আলায়কা ওয়াসাল্লাম।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী, ফেরেস্তা এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতে আলেমদের বাণী

হাদীসে শাফাআত

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তায়ালাসী দীর্ঘকারে আর ইবনে মাজা সংক্ষিপ্তাকারে, আবু ইয়ালা হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা'র সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'শাফায়াতে কুবরা'র দীর্ঘ হাদীসে বলেন -

فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَقُوْلُ اِنِّى لَسْتُ هُنَاكُمْ اِنِّى اتَّخَذْتُ اِلٰهًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ اَنَّهٗ لَا يَهْمِنِىْ الْيَوْمَ اِلَّا نَفْسِىْ وَ لٰكِنْ اِنْ كُلُّ مُتَاعٍ فِىْ وَعَاءٍ مَخْتُوْمٍ عَلَيْهِ اَكَانَ يَقْدِرُ عَلٰى مَا فِىْ جَوْفِهٖ حَتّٰى يُفَضَّ الْخَاتَمُ فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقُوْلُ اِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيَأْتُوْنِىْ فَاَقُوْلُ اَنَا لَهَا فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَصْدَعَ بَيْنَ خَلْقِهٖ نَادٰى مُنَادٍ اَيْنَ اَحْمَدُ وَ اُمَّتُهٗ فَنَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ نَحْنُ اٰخِرُ الْاُمَمِ وَ اَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ فَتَفْرُجُ لَنَا الْاُمَمُ عَنْ طَرِيْقِنَا الحديث هذا امختصر-

অর্থাৎ যখন লোকেরা অন্যান্য নবীগণের নিকট হতে নৈরাশ হয়ে ফিরে যাবে, তখন সৈয়দুনা ঈসা আলায়হিস সালামের নিকট উপস্থিত হয়ে শাফাআত চাইবে, মসীহ বলবে - আমি এ মর্যাদার নয়, আমাকে লোকেরা আল্লাহ ছাড়া খোদা বানিয়েছিলো। আমি এখন নিজের চিন্তায় রয়েছি। কিন্তু কথা হলো এই যে, মোহর আবৃত যে কোনো জিনিস বরতনে রাখা হলে তা কি মোহর উঠানো ছাড়া পাওয়া যাবে। লোকেরা বলবে, না। তিনি বলবেন - মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও, তিনি সর্বশেষ নবী। লোকেরা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে

Scanned by CamScanner

শাফাআত চাইবে, আমি বলবো, আমিই শাফাআতের জন্য। অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাখলুক বিষয়ে ফয়সালা করতে চাইবেন এক আহবানকারী আহবান করবে কোথায় আহমদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মত। সুতরাং আমরা শেষ এবং আমরা প্রথম, আমরা সর্বশেষ উম্মত এবং সবার আগে আমাদের হিসাব হবে। আর সব উম্মত হাশরে আমাদের জন্য রাস্তা করে দেবে।

নবীদের শাফাআতের আকাঙ্খা

আহমদ, বুখারী, মুসলিম এবং তিরমিযী শাফাআত সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীসে আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ-

প্রথম এবং শেষ সকলই হুযুর খাতেমুন নবীয়ীন আফযালুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এসে নিবেদন করবেন, হুযুর! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং সকল নবীদের শেষ, আমাদের শাফাআত করুন।

হযরত আদম এবং প্রথম আযান

আবু নাঈম 'হুলিয়াতুল আওলিয়া'য় এবং ইবনে আসাকির 'আতার পদ্ধতিতে হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

نَزَلَ اٰدَمُ بِالْهِنْدِ وَ اَسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ فَنَادٰى بِالْاَذَانِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ- اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ- اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ- اَشْهَدُ اَنَّ محمدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ- قَالَ اٰدَمُ مَنْ مُحَمَّدٌ قَالَ اٰخِرُ وَلَدِكَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ-

অর্থাৎ যখন আদম আলায়হিস সালাম বেহেস্ত থেকে হিন্দুস্থানে অবতীর্ণ হয়ে ভয় পেয়ে যান। জিব্রাঈল আমীন আলায়হিসসালাম অবতরণ করে আযান দেন। যখন হুযুরের নাম আসে, তখন আদম আলায়হিস সালাম জিজ্ঞেস করেন, মুহাম্মদ কে? বলেন, আপনার বংশধরদের মধ্যে সর্ব শেষ নবী।

বক্ষ বিদীর্ণ

আবু নাঈম 'দালায়েলে' ইউনুস বিন মায়সারা বিন হালবাসের সূত্রে মুরসাল পদ্ধতিতে, দারমী এবং ইবনে আসাকির ইউনুস বিন মায়সারার পদ্ধতিতে, তিনি আবি ইদ্রিস আলখাওলানী আবদুর রহমান বিন গানম আশয়ারী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে 'মাওসুল' হিসাবে বর্ণনা করেন। এটা হাদীসে মুরসালের বক্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফেরেস্তা স্বর্ণের পাত্র নিয়ে আসেন আর আমার পেট মোবারক বিদীর্ণ করে পবিত্র অন্তর বের করেন আর এটা ধোঁয়ে এর ভেতর কিছু ঢুকিয়ে দেন। অতঃপর বলেন-

اَنْتَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْمُقَفّٰى الْحَاشِرُ الحديث هذا مختصر-

অর্থাৎ, হুযুর আপনি আল্লাহর রাসূল। সব নবীদের পর তাশরীফ আনয়নকারী এবং সমগ্র পৃথিবীকে হাশর দানকারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।)

হাদীসে মুত্তাসিলে এভাবে রয়েছে, জিব্রাঈল অবতীর্ণ হয়ে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পেট মুবারক বিদীর্ণ করেন। অতঃপর বলেন, শক্তিশালী ও সুদৃঢ় অন্তর। তাতে রয়েছে দু'টি কান-যা শ্রবণ করে আর দু'টি চক্ষু রয়েছে যা প্রত্যক্ষ করে আর মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, নবীদের শেষ এবং সৃষ্টিসমূহকে হাশর প্রদানকারী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

হাদীসের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

قَلْبٌ وَ كِيْعٌ فِيْهِ اُذْنَانِ سَمِيْعَتَانِ وَ عَيْنَانِ بَصِيْرَتَانِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْمُقَفّٰى الْحَاشِرُ الحديث-

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ, শক্তিশালী ও সুদৃঢ় অন্তর। তাতে রয়েছে দুটি কান-যা শ্রবণ করে দুটি চক্ষু রয়েছে যা দেখে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। নবীদের শেষ এবং সৃষ্টিসমূহকে হাশর প্রদানকারী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

রাসূলের মীলাদের সুসংবাদ

আবু নাঈম শাহর বিন হুসাবের সূত্রে এবং ইবনে আসাকির মুসায়্যাব বিন রাফে' প্রমুখের সূত্রে হযরত কাব বিন আহবার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার পিতা তাওরাতের জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা মুসা আলায়হিস সালামকে যে তাওরাত দান করেছেন, তাঁর ন্যায় কেউ এর জ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি তাঁর জ্ঞান থেকে কোনো কিছু আমার থেকে গোপন রাখতেন না। মৃত্যু শয্যায় তিনি আমাকে ডেকে বলেন, হে আমার প্রিয় বৎস! তোমার জানা রয়েছে যে, আমি আমার জ্ঞান থেকে কোনো কিছুই তোমার কাছে গোপন করে রাখিনি। কিন্তু দু'পৃষ্ঠা লুকিয়ে রেখেছি, তন্মধ্যে একজন নবীর বর্ণনা রয়েছে, যার প্রেরণের সময় নিকটে এসেছে। আমি এ আশংকার কারণে তোমাকে এ দু'পৃষ্ঠার সংবাদ দেয়নি যেন কোন মিথ্যা দাবীদার বের হয়ে না যায়, আর তুমি তার অনুসারী হয়ে যাবে। এ তাক তোমার সম্মুখে রয়েছে, আমি তাতে ঐ পৃষ্ঠাসমূহ রেখে উপর থেকে মাটি লেগে দিয়েছে। এখন এ ব্যাপারে আপত্তি করো না, আর তা দেখবেওনা। যখন ঐ নবী আগমন করবে, যদি আল্লাহ তায়ালা তোমার কল্যাণ চায় তখনতো তুমি তাঁরই অনুসারী হয়ে যাবে। এটা বলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তার দাফন থেকে পৃথক হই। আমার ঐ দু'পৃষ্টা দেখার আগ্রহ প্রত্যেক বস্তু থেকে বেশি ছিলো। আমি তাক খুলে পৃষ্ঠা বের করি, কি দেখছি! তাতে লেখা আছে -

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَ مُهَاجِرُهُ بِطَيْبَةَ الحديث-

অর্থাৎ, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে কোনো নবী নেই। তাঁর জন্মস্থান মক্কায় এবং হিজরত মদীনায়। (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।)

পাদ্রীর জিজ্ঞাসাবাদ

বায়হাকী, তাবরাণী, আবু নাঈম এবং খারায়েতী কিতাবুল হাওয়াতেফে' খলীফা বিন আবদুহু থেকে বর্ণনা করেন- আমি 'মুহাম্মদ বিন আদী বিন রাবীআ' থেকে জিজ্ঞেস করি, জাহেলিয়া যুগে তখনো ইসলাম আসেনি, তোমার পিতা তোমার নাম মুহাম্মদ কিভাবে রাখলো? বলেন, আমি আমার পিতা থেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি জবাব দেন, বনী তামীম থেকে আমরা চার ব্যক্তি সফরে গিয়েছিলাম। আমি সুফিয়ান বিন মুজাশে' বিন দারেম, ওমর বিন রবীআ' এবং ওসামা বিন মালেক। সিরিয়া পৌছে একটি গির্জায় বিশ্রাম নেই, যার পাশে ছিলো একটি বৃক্ষ। একজন পাদ্রী আমাদেরকে দূর থেকে অবলোকন করছে এবং তিনি বলেন, তোমরা কে? আমরা বলি, আমরা মুদিরের বংশধর কতেক লোক। তিনি বলেন-

اَمَا اَنَّهٗ سَوْفَ يَبْعَثُ مِنْكُمْ وَ شَيْكًا نَبِيًّا فَسَارِعُوْا اِلَيْهِ وَ خُذُوْا بِحَظِّكُمْ مِنْهُ تَرْشُدُوْا فَاِنَّهٗ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ-

অর্থাৎ জেনে রাখো! অতি শীঘ্রই তোমাদের মধ্য থেকে একজন নবী প্রেরিত হবেন, তোমরা তাঁর দিকে দৌড়ে যাবে, তাঁর খেদমত এবং আনুগত্য দ্বারা গৌরবান্বিত হবে। কেননা, তিনি হলেন সর্বশেষ নবী। আমরা জিজ্ঞেস করি, তাঁর পবিত্র নাম কি হবে? বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। যখন আমরা নিজ গৃহে ফিরে আসি সবার একেকজন সন্তান হয়েছে যাদের নাম রেখেছি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

Scanned by CamScanner

বেলাদতের পূর্বে ঈমানের সাক্ষ্য

যায়েদ বিন ওমর বিন নফীল যিনি দশজন বেহেস্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীদের একজন সৈয়দুনা সাঈদ বিন যায়েদের (রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু) পিতা ছিলেন যারা দু'জন জাহেলিয়া যুগেও একত্ববাদী ও মুমিন ছিলেন। তিনি ইসলামের রবি উঠার আগেই ইনতিকাল করেছেন। কিন্তু ঐ যুগেই আল্লাহর তাওহীদ এবং রাসূলে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ দিতেন। ইবনে সা'দ এবং আবু নাঈম হযরত আমের বিন রবীআ' রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আমি হযরত যায়েদ রাদিআল্লাহু তায়লা আনহু'র সাথে সাক্ষাৎ করে মক্কা মোয়াজ্জমা থেকে হেরা পর্বত যাচ্ছিলাম। তিনি কুরায়শের বিরুদ্ধাচারণ এবং তাদের বাতিল ও ভ্রান্ত মাবুদসমূহ থেকে পৃথক হয়ে বসবাস করেছিলেন। এরই উপর ভিত্তি করে তাঁর এবং কুরায়শদের মধ্যে কতেক যুদ্ধও সংগঠিত হয়েছিলো। আমাকে দেখে তিনি বলেন, হে আমের! আমি নিজ সম্প্রদায়ের বিরোধী এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী। আমি তাকেই মাবুদ হিসাবে মানি যাকে ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম পুঁজা করতেন। আমি একজন নবীর অপেক্ষায় রয়েছি, যিনি ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম এবং আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের থেকে হবে। যার পবিত্র নাম আহমদ। আমার ধারণা আমি তাঁর যুগ পাবো। আমি এখনই তার উপর ঈমান আনছি। তাঁর নবী হওয়ার স্বীকৃতি দিচ্ছি, তাঁর নবুয়তের সাক্ষ্য দিচ্ছি। যদি তোমরা ততোদিন জীবিত থাকো যে, তার সাক্ষাৎ পাবে, তাহলে তাকে আমার সালাম পৌছে দেবে। হে আমের! আমি তোমাকে তার গুণাগুণ, সিফত এবং বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিচ্ছি। তুমি ভালো করে জেনে নাও! তিনি মাঝারি আকৃতির, মাথার চুল বেশী এবং কমের মধ্যে সাম স্যপূর্ণ। তাঁর চোখে সব সময় লালিমা ভাসতে থাকবে। তাঁর কাঁধের মধ্যখানে 'মোহরে নবুয়ত' রয়েছে। তাঁর নাম আহমদ। এ শহর তাঁর জন্মস্থান। এখানে তাঁর রেসালাতের প্রকাশ পাবে। তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মক্কায় থাকতে দেবে না। তাঁর দ্বীন তাদের নিকট অপছন্দনীয় হবে। তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে যাবেন। সেখান থেকে তাঁর দ্বীন

জাহির এবং বিজয়ী হবে। দেখো! তোমরা কোন ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার স্বীকার হয়ে তাঁর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হয়ো না।

فَانِّىْ بَلَغْتُ الْبِلَادَ كُلَّهَا لِطَلَبِ دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَ كُلُّ مَنْ اَسْاَلُ مِنَ الْيَهُوْدِ وَ النَّصَارٰى وَ الْمَجُوْسِ يَقُوْلُ هٰذَا الدِّيْنُ وَرَاءَكَ وَ يَنْعَتُوْنَهٗ مِثْلَ مَا نَعَتَّهٗ لَكَ وَ يَقُوْلُوْنَ لَمْ يَبْقَ نَبِىٌّ غَيْرُهٗ-

অর্থাৎ আমি দ্বীনে ইব্রাহীমের তালাশে শহরে-শহরে প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘোরাফেরা করেছি। ইহুদ, নাসারা এবং অগ্নিপূজক যাদেরই জিজ্ঞাসা করেছি সবাই এ জবাব দিয়েছে যে, এ দ্বীন তোমার পরেই আসছে। আর নবীর ঐ গুণাগুণ বর্ণনা করেছে যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি। আর সবাই বলতো, তারপরে কোনো নবী অবশিষ্ট নেই।

আমের রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, যখন হুযুর খাতেমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত প্রকাশ পেলো, আমি যায়েদ রাদিআল্লাহু আনহু'র এ কথা হুযুরের নিকট নিবেদন করি। হুযুর তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করেন এবং ইরশাদ করেন -

قَدْ رَاَيْتُهٗ فِى الْجَنَّةِ يَسْحَبُ ذَيْلَهٗ-

অর্থাৎ আমি তাকে জান্নাতে আনন্দিত দেখেছি।

খতমে নবুয়ত অস্বীকারের কারণসমূহ

ঐ যুগের ইহুদী, নাসারা এবং অগ্নিপুজকরাতো এক বাক্যে নির্দ্বিধায় হুযুর আকদাস সল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর নবুয়ত শেষ হয়ে যাওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে। তাঁকে শেষ নবী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। আর বর্তমান কালের মিথ্যুক, প্রতারক, লাগামহীন- দুর্দান্ত ইসলাম দাবীদারগণ এ ঝগড়া বের করেছে কিন্তু কথা হলো এই যে, সে সময় পর্যন্ত ঐ সম্প্রদায়সমূহের না হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা এবং হিংসা ছিলো, না নিজেদের

Scanned by CamScanner

কোনো বিশ্বাস ঘাতক গুরুর কথাকে উপেক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিলো, আর না খাতেমিয়াতের নূর প্রকাশের পর নিজ বাপ-দাদার নবী হওয়া দাবী করেছে। তারা কেনো মিথ্যা বলবে? বরং তারা আলেম, পণ্ডিত ও রাহবার-জ্ঞানীদের থেকে নবীর যেসব পরিচয় লাভ করেছিলো সব পরিষ্কার বলতো। ইসলাম প্রকাশের পর ঐসব মালাউনদের অন্তরে হিংসা-দ্বেষ এবং শত্রুতার সৃষ্টি হয় এবং ঐসব ইসলাম দাবীদারদের উপর এ গজব, কহর ও অভিশাপ পড়ে যে, কোনো খবীছ, নাপাক এবং অপবিত্রের গুরু অপবিত্র হতভাগা মাআজাল্লাহ! এ আয়াত কারীমা خاتم النبيين এ আল্লাহর মিথ্যা বলা সম্ভব লিখে দিয়েছে। এখন সে যতোক্ষণ পর্যন্ত নিজের সিনাজোরী দ্বারা মনগড় কিছু গড়ে না দেখায়, তাহলে গুরুজী পেশাওয়ার খেদমত হবে কিভাবে? যদি সে নতুন নবুয়তের ঠিকাদারী না নিত তাহলে কিভাবে খতমে নবুয়তের সুস্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত অর্থকে অস্বীকার এবং সন্দেহ করতে পারে?

কুরআনের ভাষায়-

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ -

অর্থাৎ অতিসত্তর জালিমেরা জানতে পারবে যে, তারা কি পরিবর্তন করেছে।

وَ لَاحَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ-

(ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লহিল আলিয়্যিল আজিম)

মিসরের বাদশাহ মকুকশ-এর সত্যায়ন

ইমাম ওয়াকেদী এবং আবু নাঈম হযরত মুগীরা বিন শোবা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে দীর্ঘ হাদীসে মিশরের বাদশাহ মকুকশের সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করেন। যখন আমরা এ খৃষ্টান বাদশাহর কাছে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও সত্যায়ন

শুনেছি। তার কাছ থেকে ঐ কথা শুনে উঠে পড়ি যে আমাদের মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে অপমান করেছে। আমরা বলি, আজমের বাদশাহগণ তাঁর সত্যায়ন করছে এবং তাঁকে ভয় করছে অথচ তাঁর সাথে তাদের কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। আর আমরাতো তাঁর নিকটাত্মীয় এবং তাঁর প্রতিবেশী। তিনি আমাদের ঘরে আমাদের দ্বীনের প্রতি আহবান করতে এসেছেন। আর আমরা এখনো তাঁর অনুসারী হয়নি। অতঃপর আমি ইস্কান্দরিয়ায় থামি। কোনো গীর্জা, কোনো পাদরী, কিবতী কিংবা রোমী কাউকেও বাদ রাখিনি যেখানে গিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের গুণাগুণ সিফত যা তারা নিজ কিতাবে পেয়েছে জিজ্ঞেস করেনি। তন্মধ্যে একজন কিবতী পাদ্রী যিনি বড়ো মুজতাহিদ ছিলেন। তার থেকে জিজ্ঞাসা করি-

هَلْ بَقِىَ اَحْمَدُ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ-

(নবীদের থেকে কেউ কী অবশিষ্ট আছে?) তিনি বলেন-

نَعَمْ! وَ هُوَ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عِيْسٰى نَبِىٌّ قَدْ اَمَرَ عِيْسٰى بِاَتْبَاعِهٖ وَ هُوَ النَّبِىُّ الْاُمِّىُّ الْعَرَبِىُّ اِسْمُهٗ اَحْمَدُ

অর্থাৎ, হ্যাঁ; একজন নবী অবশিষ্ট আছেন। তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁর এবং ঈসার মধ্যখানেও কোনো নবী নাই। ঈসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের উপরও তাঁকে অনুসরণের নির্দেশ রয়েছে। ঐ নবী উম্মী-আরবী। তাঁর পবিত্র নাম আহমদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

অতঃপর তিনি হুলিয়া মোবারক এবং অন্যান্য সুক্ষ্ম মর্যাদা বর্ণনা করেন। মুগীরা বলেন, আরো বর্ণনা করুন। তিনি আরো বর্ণনা করেন এবং উপসংহারে বলেন -

يُخَصَّ بِمَا لَمْ يُخَصَّ بِهِ الْاَنْبِيَاءَ قَبْلَهُ كَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ وَ بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً-

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ তাঁর ঐসব বিশেষত্ব অর্জিত হবে যা কোনো নবীরও অর্জন হবে না। প্রত্যেক নবী নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়। তিনি সমগ্র লোকদের দিকে প্রেরিত হয়েছে।

মুগীরা বলেন, আমি এসব কথা খুব ভালো করে স্মরণ রেখেছি এবং ওখান থেকে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছি।'

মিলাদুন্নবীর বিশেষ নক্ষত্র উদিত

আবু নাঈম হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত আনসারী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি সাত বছরের ছিলাম। একদিন শেষ রাত্রে এমন বিকট আওয়াজ আসে যে, এমন দ্রুত ও বিদ্যুৎ গতির আওয়াজ আমি কখনো শোনিনি। দেখি, মদীনার একটি উঁচু টিলায় এক ইহুদী হাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে চিৎকার করছে। তার চিৎকারে লোকেরা জড়ো হয়ে যায়। তিনি বলেন -

هذا كوكب احمد قد طلع هذا كوكب لا يطلع الا بالنبوة و لم يبق من الانبياء الا احمد-

অর্থাৎ এটা আহমদের নক্ষত্র উদিত হয়েছে। এ নক্ষত্র কোনো নবীর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জন্মের সময় উদিত হয়। এখন নবীদের মধ্যে আহমদ ছাড়া কোনো নবী অবশিষ্ট নেই।

ইহুদী আলেমদের নিকট বেলাদতের বর্ণনা

ইমাম ওয়াকেদী এবং আবু নাঈম হযরত হুয়ায়সা বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন -

قال كنا ويهود فينا كانوا يذكرون نبيا يبعث بمكة اسمه احمد و لم يبق من الانبياء غيره هو فى كتبنا الحديث-

অর্থাৎ আমার বাল্যকালে ইহুদ আমাদের মধ্যে একজন নবীর বর্ণনা করতো যিনি মক্কায় প্রেরিত হবেন। তাঁর নাম পাক আহমদ। এখন তিনি ব্যতীত কোনো নবী অবশিষ্ট নেই। এটা আমাদের কিতাবে লেখা রয়েছে।

ইহুদী আলেমদের নিকট নবীর প্রশংসা

আবু নাঈম সা'দ বিন সাবেত থেকে বর্ণনা করেন -

قَالَ كَانَ اَحْبَارُ يَهُوْدِ بَنِىْ قُرَيْظَةَ وَ النَّضِيْرِ يَذْكُرُوْنَ صِفَةَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا طَلَعَ الْكَوْكَبُ الْاَحْمَرِ اَخْبَرُوْا اَنَّهٗ نَبِىٌّ وَ اَنَّهٗ لَا نَبِىَّ بَعْدَهٗ اِسْمُهٗ اَحْمَدُ وَ مُهَاجِرِهٖ اِلٰى يَثْرِبَ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَ نَزَلَهَا اَنْكَرُوْا وَحَسَدُوْا وَ بَغَوْا-

অর্থাৎ ইহুদ বনী কোরায়যা এবং বনী নযীরের আলেমদের কাছে হুযুর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করতো। যখন লাল নক্ষত্র উদিত হয়, তখন তিনি সংবাদ দেন, তিনি নবী। তারপর কোনো নবী নাই। তাঁর নাম পাক আহমদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তাঁর হিজরতস্থল মদীনায়। যখন হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তাইয়্যেবা তাশরীফ নিয়ে যান তখন ইহুদ হিংসা-দ্বেষ এবং শত্রুতা বশতঃ অস্বীকার করেন।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ-

মদীনাবাসীকে মীলাদুন্নবীর সু-সংবাদ

যিয়াদ বিন লাবীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনা তৈয়্যবায় এক টিলার উপর ছিলাম। অগত্যা এক আওয়াজ শুনি যে, কোনো

Scanned by CamScanner

আহবানকারী বলেন -

يَا اَهْلَ يَثْرِبَ قَدْ ذَهَبَ وَ اللّٰهِ نُبُوَّةُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ هٰذَا نَجْمٌ قَدْ طَلَعَ بِمَوْلِدِ اَحْمَدُ وَ هُوَ نَبِىٌّ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَ مُهَاجِرِهٖ اِلٰى يَثْرِبَ-

অর্থাৎ হে মদীনাবাসী! খোদার শপথ! বনী ইসরাঈলের নবুয়ত চলে গেছে। আহমদের তারকা উদিত হয়েছে। তিনি সর্বশেষ নবী। মদীনার দিকে তিনি হিজরত করবেন। সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

ইয়শা'র মুখে রাসূলের প্রশংসা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, আমি মালেক বিন সিনান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'কে বলতে শুনেছি, আমি একদিন বণী আবদুল আশহলে কথাবার্তা বলতে গেছি। ইয়ুশা ইহুদী বলেন, এখন একজন নবীর জন্মের সময় এসে গেছে। যার নাম 'আহমদ' সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তিনি হারাম থেকে তশরীফ আনবেন। তাঁর হুলিয়া, বৈশিষ্ট্য ও প্রশংসা এরকম হবে, আমি তার কথা শুনে আশ্চার্যান্বিত হয়েছি, নিজ সম্প্রদায়ে এসেছি, সেখানেও এক ব্যক্তিকে এমনই বর্ণনা করতে পাই। আমি বনু কোরায়যায় গিয়ে দেখি, সেখানেও এক সম্মেলনে নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যিকর হচ্ছিলো, তন্মধ্যে যুবায়র বিন বাতা বলেন -

قَدْ طَلَعَ الْكَوْكَبُ الْاَحْمَرِ الَّذِىْ لَمْ يَطْلَعْ الا الخُرُوْجَ نَبِى وَ ظُهُوْرِهٖ وَ لَكَ اَجِدُ اِلَّا اَحْمَدُ وَ هٰذِهٖ مُهَاجِرِهٖ-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই লাল নক্ষত্র উদিত হয়েছে। এ নক্ষত্র কোনো নবীরই বেলাদত এবং প্রকাশের সময় উদিত হয়। আর বর্তমানে আমি আহমদ ছাড়া কোনো নবী দেখছি না। আর এ শহর তাঁর হিজরতস্থল। সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

ইবনে সা'দ, হাকেম, বায়হাকী এবং আবু নাঈম হযরত উম্মুল মুমেনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা'র সূত্রে বর্ণনা করেন। মক্কা মুয়াজ্জমায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে এক ইহুদী বসবাস করতো। যে রাত্রে হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুভাগমন করেন সে রাতে তিনি কুরায়শের মজলিশে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মাঝে কি আজ কোনো সন্তান জন্ম নিয়েছে? তারা বলেন, আমাদের জানা নাই।

اِحْفَظُوْا مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وُلِدَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ نَبِىُّ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الامة اَلْاَخِيْرَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلَامَةُ الْحَدِيْثِ-

অর্থাৎ আমি তোমাদের বলছি তোমরা তাকে হেফাজত করো। আজ রাত এ সর্বশেষ উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর স্কন্ধের মধ্যখানে নিদর্শন রয়েছে। (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

Scanned by CamScanner

হুযুর খাতামুল আম্বিয়া আলায়হিস সালাম'র পবিত্র বাণীসমূহ

(এতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক সম্পর্কিত বর্ণনায় খতমে নবুয়ত সম্পর্কিত কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে)

নবীর নামসমূহ

যুগের ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তায়ালসী, ইবনে সা'দ, তাবরাণী, হাফেজ বায়হাকী এবং আবু নাঈম প্রমুখ হযরত জুবায়র বিন মুতয়িম রাদিআল্লাহু আয়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন -

اِنَّ لِیْ اَسْمَاءً اَنَا مُحَمَّدٌ وَ اَنَا اَحْمَدُ وَ اَنَا الْمَاحِیْ الَّذِیْ یَمْحُوْ اللّٰہُ بِیَ الْکُفْرَ وَ اَنَا الْحَاشِرُ الَّذِیْ یَحْشُرُ النَّاسُ عَلٰی قَدَمِیْ وَ اَنَا الْعَاقِبُ اَلَّذِیْ لَیْسَ بَعْدَہٗ نَبِیٌّ۔

অর্থাৎ আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি আহমদ, আমি মুহাম্মদ এবং আমি মাহী। আল্লাহ তায়ালা আমার কারণে কুফর মিঠিয়ে দেন। আমি 'হাশের', আমার কদমের উপর লোকদের হাশর হবে। আমি আকেব আর আকেব হলো - যার পর কোনো নবী নাই। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

'সাবআহ আখিরাহ ইল্লা আত্তাবরানী' গ্রন্থে- খাতেম শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে অর্থাৎ আমি হলাম খাতেম বা সর্বশেষ নবী (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

আমি আহমদ - আমি মুহাম্মদ

ইমাম আহমদ 'মুসনাদ', ইমাম মুসলিম 'সহীহ' এবং তাবরাণী 'মুজামে কবীরে' হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদিআল্লাহু'র সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন –

اَنَا مُحَمَّدٌ وَ اَحْمَدُ وَ الْمُقَفِّیْ و الْکَاشِرُ وَ نَبِیُّ التَّوْبَۃِ وَ نَبِیُّ الرَّحْمَۃِ۔

অর্থাৎ আমি মুহাম্মদ, আহমদ এবং সব নবীদের পর আগমনকারী, মাখলুকসমূহকে হাশর প্রদানকারী এবং রহমতের নবী (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।)

রাসূলে খোদার নাম মোবারক 'নবীয়ে তাওবা' অনেক গুণের ধারক-বাহক, অপূর্ব বিস্ময়কর এবং এতে রয়েছে অগণিত উপকার। এর তেরোটি কারণ ও ব্যাখ্যা রয়েছে। অধম (আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুক) শরহে সহীহ মুসলিম কৃতঃ ইমাম নবভী এবং শিফা'র ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ কৃতঃ মোল্লা আলী ক্বারী, খাফাজী, মেরকাত এবং আশয়াতুল লুমআত, মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থসমূহ, তায়সীর, সিরাজুল মুনীর হানফী শুরুহে জামে সগীর, জামউল ওসায়েল শরহে শামায়েল, মুতালেউল মুসাররাত এবং মাওয়াহিব শরহে যুরকানী এবং মাজমাউল বিহার থেকে উদ্ধৃতি করেছি। আল্লাহ তায়ালার তাওফীকে আর চারটি নিজ পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করেছি- - সব মিলে সতেরো হয়েছে। একটি অপরটি থেকে চমৎকার, সুন্দর এবং অপূর্ব।

খাসায়েসে মুস্তাফা

১। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের হেদায়ত দ্বারা বিশ্ববাসী তাওবা এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের সম্পদ পেয়েছেন। হুযুরের আওয়াজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অগণিত উম্মত মহান আল্লাহ তায়ালার দিকে ফিরে এসেছে। মুতালেয়ুল

Scanned by CamScanner

মুসাররাত, মোল্লা আলী ক্বারী শরহে শেফায়, শেখ মুহাক্কেক আশয়াতুত লুমআতে এটা বর্ণনা করেন। এসব পবিত্র ও মহান নামের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমি মাওয়াহেবে লাদুনিয়া এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ যুরকানীকে যথেষ্ট মনে করেছি।

ذَكَرَهُ فِىْ مُطَالِعُ الْمُسَرَّاتِ وَ قَارِىُ فِىْ شَرْحِ الشِّفَاءِ وَالشَّيْخُ الْمُحَقِّقِ فِىْ اَشِعَةِ اللُّمْعَاتِ وَ عَلَيْهِ اِقْتَصَرَ فِىْ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِيَّه شَرْحِ الْاَسْمَاءِ الْعُلِيَّةِ وَ قَبْلَهُ شَارِحُهَا الزَّرْقَانِىْ عِنْدَ سَرْدِهَا-

২। তাঁর বরকতে মাখলুকের তাওবা নসীব হয়। শেখ মুহাক্কেক লুমআত এবং আশয়াতে বর্ণনা করেন -

اَقُوْلُ وَ لَيْسَ بِالْاَوَّلِ فَاِنَّ الْهِدَايَةَ دَعْوَةُ وَارِاثَةِ وَ بِالْبَرَكَةِ تَوْفِيْقِ الْوُصُوْلِ-

৩। তাঁর পবিত্র হাতে যে অগণিত বান্দা তাওবা করেছেন অন্য কোনো নবীর উপর তা হয়নি। লুমআ'তে শেখ মোহাক্কেক তা উল্লেখ করেন। আশ্আতেও এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর তিনি আরো বলেন -

ایں صفت در جمیع انبیاء مشترک ست و در ذات شریف ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازھمہ بیشتر ووافر وکامل ترست-

অর্থাৎ বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত দিবসে এ উম্মত সব উম্মত থেকে গণনার দিক দিয়ে বেশী হবে, কেবল পৃথক পৃথক উম্মত থেকে নয় বরং সকল উম্মত থেকে। জান্নাতবাসীর *একশো বিশটি* গুণাগুণ হবে যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসায় *আশিটি আমাদের*, আর চল্লিশটি অবশিষ্ট সব উম্মত রয়েছে। *সকল প্রশংসা আল্লাহ* তায়ালার।

৪। তিনি তাওবার হুকুম নিয়ে এসেছেন। ইমাম নবভী শরহে মুসলিমে মোল্লা আলী কারী জামউল ওসায়েল এবং যুরকানী শরহে মাওয়াহেবে বর্ণনা করেন।

৫। আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে তাওবা কবুলের সুসংবাদ নিয়েছেন। (শারহুল মাওয়াহিব এবং মানাভী কৃতঃ তায়সীর)।

৬। আমি বলছি, বরং এটাতো ব্যাপকভাবে নিয়েছে, প্রত্যেক নবী কেবল নিজ সম্প্রদায়ের জন্য তাওবা নিয়ে এসেছেন আর তিনি (আমাদের নবী) সকল জাহানকে তাওবা করার জন্য এসেছেন (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

৭। বরং তাওবার হুকুম এটাই নিয়ে এসেছেন যে, নবীগণ আলায়হিমুস সালাতু ওয়াস সালাম সবাই তাঁর প্রতিনিধি। সুতরাং প্রথম দিবস থেকে আজ পর্যন্ত এবং আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যে তাওবা সৃষ্টি থেকে তলব করা হয়েছে কিংবা করা হবে, সংঘটিত হয়েছে কিংবা সংঘটিত হবে, সবার নবী হলেন আমাদের নবী, যিনি তওবার নবী (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

اَلْفَاسِىْ فِىْ مُطَالِعُ الْمُسَرَّاتِ فَجَزَاهُ اللّٰهُ مَعَانِىْ الْمُبَرَّاتِ و عَوَالِىْ اَلْمُسَرَّاتِ-

৮। তাওবা দ্বারা উদ্দেশ্য তাওবাকারী-

اَىْ عَلٰى وَزَانَ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاَسْئَلِ الْقَرْيَةَ —

তাওবাকারীদের নবী। আমি বলছি, এখন সমতা বিধান এই যে, তাওবা দ্বারা উদ্দেশ্য ঈমান যেমন মানাভী বর্ণনা করেন, অতঃপর আযীযি শরুহ আল-জামেউস সাগীরে রয়েছে। মোট কথা এই যে, (আমাদের নবী) সকল ঈমান ওয়ালাদের নবী।

৯। তাঁর উম্মত অধিক তাওবাকারী, তাওবার গুণাগুণে সকল উম্মত থেকে পৃথক। কুরআন তাদের সিফত আত্তায়েবুন বলছে (জামউল ওসায়েল) তারা যখন গুনাহ করে তখন তাওবা করে

Scanned by CamScanner

নেয়। এটা এ উম্মতের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। আর উম্মতের সব শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর নবীর দিকে প্রত্যাবর্তিত। (মোতালে')

১০। তাঁর উম্মতের তাওবা সব উম্মতদের থেকে অধিক কবুল হয়েছে। (হানাফী আলাল জামেউস সগীর) কেননা, তাঁর তাওবায় নির্জনে বসে নিজেকে তিরস্কার করা, তাঁর রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা নিজের অস্তিত্বকে আল্লাহর মধ্যে বিলীন করা এবং ইচ্ছা শক্তির বিলুপ ইত্যাদি পাওয়া যায়। নবীয়ে রহমাত সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের বোঝা উঠিয়ে নিয়েছেন, অতীত উম্মতগণের ন্যায় কঠোরতা আসতে দেয়নি। পূর্বের লোকদের তাওবা কঠিন কঠিন শর্তাদি দ্বারা শর্তান্বিত করা হয়েছিলো। গো বৎস পূজা করার কারণে বনী ইসরাঈলীদের তাওবা নিজেদের প্রাণ বধ করার মাধ্যমে হয়েছিলো যেমন কুরআনের নস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। একাধারে সত্তর হাজার হত্যার পর তাদের তাওবা কবুল হয়েছে।

شَرْحُ الشِّفَا لِلْقَارِيْ وَ الْمِرْقَاة نَسِيْمِ الرِّيَاضِ وَ الْفَاسِيْ و مَجْمَعُ الْبَحَارِ بِرُمْزِ (ن) لِلْاِمَامِ النَّوَوِيْ وَالَّذِيْ رَاَيْتُهُ فِيْ مِنْهَا جِهٖ مَاقَرَمْت فَحَسِبْ-

শরহুশ শেফা লিলক্বারী, মিরক্বাত, নাসীমুর রিয়াদ, আলফাসী, মাজমাউল বিহার।

১১। তিনি স্বয়ং অধিক তাওবাকারী। সহীহ বুখারীতে রয়েছে - আমি দৈনিক একশোবার আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবা করি। (শরহে শেফা, মিরকাত, লুমআত, তিবী কৃতঃ মাজমা বরমুযে (তোয়া) এবং যুরকানী ইত্যাদি।) প্রত্যেকের তাওবা তার উপযোগী। حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّاٰتِ الْمُقَرَّبِيْنِ হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি মুহূর্তে নৈকট্যের স্তর ও মাকামসমূহের উন্নতি এবং মুশাহিদায় রয়েছেন। কুরআন করীমে আছে وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌا لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى অর্থাৎ আপনার জন্য

পরকাল ইহকাল হতে উত্তম। যখন একটি সুউচ্ছ ও সুহান স্তরে তারাক্কী করেন অতীত স্তরকে এর তুলনায় একটি সামান্য শ্রেণী জ্ঞান করে নিজ রবের সম্মুখে তাওবা ও ইস্তিগফার করতেন। সুতরাং তিনি সব সময় তরক্কী, সবসময় উন্নতি-কামিয়াবী এবং সবসময় অসীম তাওবার মধ্যে রয়েছেন। (মোতালে' এবং আমার পক্ষ থেকে কিছু বৃদ্ধিসহ)

১২। তাওবার দরজা ঃ তাঁর উম্মতের শেষ যুগে তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে (শরহে শেফা কৃতঃ মোল্লা আলী ক্বারী) পূর্বের নবীদের মধ্যে যদি কেউ কোনো নবীর হাতে তাওবাকারী না হতো, তাহলে সম্ভাবনা থাকতো যে, অন্য কোনো নবী আসলে তাঁর হাতে তাওবা করবে। এখানে নবুয়তের দরজা বন্ধ এবং মিল্লাতের যবনিকার উপর তাওবাও বন্ধ। সুতরাং যে তাঁর পবিত্র হাতে তাওবা করেছেন তার জন্য কোথাও তাওবা নাই।

اِفَادَةِ الْفَاسِيْ وَبِهٖ اِسْتَقَامَ كَوْنِهٖ مِنْ وُجُوْهِ التَّسَمِّيْ بِهٰذَا الْاِسْمِ الْعَلِيِّ السَّمِيِّ-

১৩। তাওবার দরজা উন্মুক্তকারী ঃ তিনি তাওবার দরজা উন্মুক্তকারী। সবার মধ্যে প্রথমে সৈয়দুনা আদম আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম তাওবা করেছেন। এটা তাঁরই ওসীলায় ছিলো। সুতরাং এটাই আসল তাওবা এবং এটাই তাওবার ওসীলা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (মুতালে')।

১৪। কা'বের রক্ত ঃ তিনি তাওবা কবুলকারী। তাঁর দয়ার দরজা তাওবাকারী এবং প্রার্থনাকারীদের জন্য সর্বদা খোলা। যখন সৈয়্যদুল আম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'ব বিন যুহায়র রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর রক্ত (তিনি খৃষ্টান থাকার সময়ে তাকে হত্যা করা) মুবাহ করে দিয়েছেন, তার ভাই জুবায়র বিন যুহায়র রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তার (যুহায়র) কাছে চিঠি লেখেন - طُرَّ اِلَيْهِ فَاِنَّهٗ لَا يَرُدُّ مَنْ جَاءَ تَائِبًا (তাঁর দরবারে এসে

Scanned by CamScanner

যাও। যিনি তার সামনে তাওবা করে উপস্থিত হয় তিনি কখনো তাকে ফিরিয়ে দেন না। (মুতালেয়ুল মুসাররাত) এ ভিত্তিতে কা'ব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু যখন (হুযুরের সম্মুখে) উপস্থিত হন রাস্তায় কসীদায়ে না'তিয়া বানাত সুআ'দ লেখেন। যাতে তিনি নিবেদন করেন -

أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْعَدَنِيْ
وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَأْمُوْلٌ
إِنِّيْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ مُعْتَذِرًا
وَالْعُذْرُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَقْبُوْلٌ

অর্থাৎ আমি সংবাদ পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা ওয়াসাল্লাম আমাকে শাস্তির নির্দেশ জারি করেছেন। আমি হুযুরের সম্মুখে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হয়েছি আর হুযুরের দরবারে ওজর গ্রহণযোগ্য ও কবুল হয়।

পবিত্র তাওরাতে রয়েছে- لَا يَجْزِئُ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ

অর্থাৎ আহমদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে দেননা বরং তিনি ক্ষমা করে দেন।

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَالدَّارِمِيِّ وَابْنَا سَعْدٍ وَعَسَاكِر عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَالْاٰخِيْرُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَابْنُ اَبِيْ حَاتِم عَنْ وَهَبْ بن مُنَبِّهٍ وَاَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ বিন ওমর, দারমী, ইবনে সা'দ এবং ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে, আখির আবদুল্লাহ বিন সালাম, ইবনে হাতেম, ওহাব বিন মুনিব্বাহ্'র সূত্রে, আবু নাঈম কা'ব আহবার রাদিআল্লাহু তায়ালা

আনহুম আজমাঈন- এর সূত্রে বর্ণনা করেন। সুতরাং হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নাম আফবুন, গাফুরুন, ক্ষমাকারী-মাফকারী। সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

১৫। তাওবার নবী ঃ আমি বলছি, তিনি তাওবার নবী। বান্দাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যে, তার দরবারে উপস্থিত হয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করবে। আল্লাহতো প্রতিটি স্থানে শুনেন, তাঁর জ্ঞান, তাঁর কিরণ এবং তাঁর উপস্থিতি সর্বত্র সমান। কিন্তু তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, আমার তাওবা পেতে চাইলে আমার মাহবুবের দরবারে হাযির হও। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন -

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থাৎ তারা যখন নিজেদের উপর জুলম করে এবং হে মাহবুব! আপনার দরবারে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং রাসূলও যদি তাদের জন্য সুপারিশ (ক্ষমা প্রার্থনা) করেন। তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী এবং মেহেরবানরূপে পাবে। জীবদ্দশায় হুযুর প্রকাশমান ছিলেন। আর এখন মাযারে উপস্থিত আছেন। আর যেখানে এটাও (প্রকাশ্য) হুযুর থেকে প্রার্থনা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তরে হুযুরের দিকে তাওয়াজ্জুহ, হুযুরের নিকট থেকে তাওয়াচ্ছুল, ইস্তিগফার, ফরিয়াদ-শাফাআত প্রার্থনা করবে। কেননা, হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এখনো প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত রয়েছেন। আল্লামা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'শরহে শেফা শরীফে' বলেন -

رُوْحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضِرَةٌ فِيْ بُيُوْتِ اَهْلِ الْاِسْلَامِ-

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের রূহ প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত রয়েছে।

Scanned by CamScanner

১৬। আমি বলছি, তিনি তাওবা প্রদানকারী। তাওবা কবুলও করেন- দানও করেন। তিনি তাওবা প্রদান না করলে কেউ তাওবা করতে পারবে না। তাওবা একটি মহান নি'মাত। বরং মহা অনুগ্রহ। মুতাওয়াতির নস, আওলিয়ায়ে কিরাম, আইম্মা ইজাম এবং বিশ্বের ওলামা কিরামগণ থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, প্রতিটি নি'মাত কম হোক কিংবা বেশী, ছোট হোক কিংবা বড়, শারিরিক হোক বা রূহানী, দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবী, জাহেরী হোক বা বাতেনী প্রথম দিবস থেকে এখন পর্যন্ত, এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত, কিয়ামত থেকে আখেরাত পর্যন্ত, আখেরাত থেকে আবদ পর্যন্ত, মুমিন কিংবা কাফের, আনুগত্যকারী কিংবা ফাজির, ফেরেস্তা অথবা মানুষ, জ্বিন কিংবা জন্তু বরং আল্লাহ ছাড়া সকলে যার যা অর্জিত হয় কিংবা অর্জিত হবে সবগুলোই তাঁর (হুজুরের) মহা অনুগ্রহে উন্মুক্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। তাঁর হাতেই বন্টন করেছেন এবং করছেন। তিনি সিরুরুল ওজুদ, আসলুল ওজুদ এবং খলীফাতুল্লাহিল আজম, ওলীয়ে নিমাতে আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তিনি স্বয়ং ইরশাদ করেন -

اَنَا اَبُوالْقَاسِمِ اَللّٰهُ يُعْطِيْ وَاَنَا اَقْسَمُ

অর্থাৎ আমি বন্টনকারীর পিতা, আল্লাহ তায়ালা দান করেন আর আমি বন্টনকারী। ইমাম হাকেম 'মুসতাদরাকে' এটা বর্ণনা করেন। তিনি এটাকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মহান রব ইরশাদ করেন - وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ আমি আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। এ অধম (আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করুন)! এসব বর্ণনা আমার সালতানুতুল মোস্তফা ফী মালাকুতে কুল্লুল ওয়ারাহ'য় উল্লেখ করেছি। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ'র জন্য যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

১৭। আমি বলছি, তিনি তাওবার নবী। গুনাহসমূহ থেকে তার দিকে তাওবা করা হয়। তাওবায় তাঁর পবিত্র নাম মহান আল্লাহর সাথে

নেয়া হয়। এভাবে যে, আমি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে তাওবা করছি। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে, উম্মুল মুমেনীন সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা নিবেদন করেন -

اَللّٰهُ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ مَاذَا اَذْنَبْتُ -

অর্থাৎ আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের দিকে তাওবা করছি, আমার যা ভুল-ত্রুটি হয়েছে তা থেকে।

মু'জামে কবীরে হযরত সাওবান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু বকর, ওমর ফারুক প্রমুখ চল্লিশজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবা কিরাম রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুম হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিকে দাঁড়িয়ে হাত প্রশস্থ করে কেঁপে কেঁপে হুযুরের কাছে নিবেদন করেন-

تُبْنَا اِلَى اللّٰهِ وَ اِلٰى رَسُوْلِهٖ -

অর্থাৎ আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে তাওবা করছি।

অধম এ হাদীসসমূহ রহস্য ও সূক্ষ্মতত্ত্বও সহ আমার

اَلْاَمَنُ وَ الْعُلٰى لِنَا عَتِى الْمُصْطَفٰى بِدَا فِعِ الْبَلَا -

'আল-আমান ওয়াল উলা লেনায়াতিল মুস্তফা বদাফেয়িল বালা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

আমি বলছি, তাওবা অর্থ নাফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসা যার অবাধ্য সে হয়েছে। এ থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে তাকে রাজী ও সন্তুষ্ট করা। আর কুরআনের অকাট্য নস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহান আল্লাহর প্রতিটি গুনাহগার বান্দা হুযুর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গুনাহগার। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন -

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَيَلْزَمُهٗ عَكْسُ النَّقِيْضِ مَنْ لَمْ يُطِعِ اللّٰهَ لَمْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ ۔ معني قولنا مَنْ عَصَى اللّٰهَ فَقَدْ عَصَى الرَّسُوْلَ -

Scanned by CamScanner

আর কুরআন কারীম নির্দেশ দিচ্ছেন, আল্লাহ ও রাসুলকে সন্তুষ্ট করো। আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন–

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ–

অর্থাৎ সবচেয়ে অধিক রাযী করার উপযোগী হলো আল্লাহ ও রাসূল, যদি তারা ঈমান আনে।

نَسْأَلُ اللّٰهَ الْاِيْمَانَ وَالْاَمْنَ وَالْاِمَانَ وَرِضَاهُ وَرِضَى رَسُوْلِهُ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيْمُ–

এ সুক্ষ্ম উপকারসমূহ হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে চলে এসেছে যা হেফজ করার উপযোগী এ পুস্তিকা ব্যতীত পাওয়া যাবে না।

هر گلے را رنگ و بوئے دیگر ست

(একেক ফুলের সুগন্ধ একেক রকম)

কিন্তু আমি আশা করছি, অধমের এ তিনটি হলো আল্লাহর প্রশংসায় শেষ ব্যাখ্যা।

তাওবা কবুলকারী নবী

ইমাম আহমদ, ইবনে সা'দ, ইবনে আবী শায়বাহ এবং ইমাম বুখারী 'তারীখে' আর তিরমিযী 'শামায়েলে' হযরত হুযায়ফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন, মদীনা তাইয়্যেবার এক রাস্তায় হুযুর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি ইরশাদ করেন -

اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَاَنَا الْمُقْفِيْ وَاَنَا الْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ –

অর্থাৎ আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি রহমতের নবী, আমি তাওবার নবী, আমি সর্বশেষ নবী ও হাশর দানকারী নবী এবং আমি জিহাদসমূহের নবী। সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

লেওয়ায়ে হামদের মালিক

তাবরাণী 'মু'জামে কবীরে' এবং সাঈদ বিন মানসুর 'সুনানে' হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিআল্লা তায়ালা আনহুমা'র সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান -

اَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ اَحْشَرُ النَّاسَ عَلٰى قَدَمِيْ وَاَنَا مَاحِيْ الَّذِيْ يَمْحُوا اللّٰهَ بِيَ الْكُفْرَ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ كَانَ عَقْدُ لِوَاءِ الْحَمْدِ مَعِيْ وَكُنْتُ اِمَامَ الْمُرْسَلِيْنَ وَصَاحِبَ شَفَا –

অর্থাৎ আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি হাশরের ময়দানে লোকদের নিজ কদমে হাশর প্রদান করবো, আমি মাহি - আল্লাহ তায়ালা আমার কারণে কুফর মিটিয়ে দেন। কিয়ামত দিবসে লেওয়ায়ে হামদ আমার হাতে থাকবে, আমি সব নবীদের ইমাম এবং তাঁদের শাফাআতের মালিক হবো (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

তাঁর পবিত্র বরকতময় নামসমূহে 'খাতেম', 'আকিব' এবং 'মাহী' নামগুলো খতমে নবুয়তের সুস্পষ্ট দলীল। ওলামা কিয়াম বলেন, তাঁর পবিত্র নাম হাশেরও এদিকে ইঙ্গিতবহ। ইমাম নাবভী শরহে সহীহ মুসলিমে বলেন -

قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَا هُمَا (اَيْ مَعْنٰي رَوَايَتِي قَدَمِيْ بِالتَّثْنِيَةِ والافراد) يَحْشُرُوْنَ عَلٰى اَثَرِيْ وَزَمَانِ نُبُوَّتِيْ وَرِسَالَتِيْ وَلَيْسَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ –

ওলামায়ে কিরাম বলেন, এ শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন নবী, তাঁর রেসালতের পর কোন রছুলের আগমন ঘটবে না। আর তারপর কোনো নবী নেই। 'তায়সীর' গ্রন্থে রয়েছে -

اَيْ عَلٰى اَثَرِ نُبُوَّتِيْ اَيْ زَمَنِهَا اَيْ لَيْسَ بَعْدَهٗ نَبِيٌّ –

অর্থাৎ তাঁর পর কোন নবী নেই।

Scanned by CamScanner

'জামউল মাসায়েলে' রয়েছে-

قَالَ الْجَزَرِيّ اَيْ يَحْشُرُ النَّاسَ عَلٰي اِثْرِ زَمَانِ نَبُوَّتِيْ لَيْسَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ-

অর্থাৎ আমার যুগে আমার পর কোন নবী নেই।

দশটি মোবারক নামসমূহ

ইবনে মারদুভিয়া 'তাফসীর' এবং আবু নাঈম 'দালায়েলে', ইবনে আদী, ইবনে আসাকির এবং দায়লমী হযরত আবুত তোফায়েল রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, -

لِيْ اَسْمَاءٌ عِنْدَ رَبِّيْ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَالْفَاتِحُ وَالْخَاتِمُ وَاَبُوالْقَاسِمُ وَالْحَاشِرُ وَالْعَاقِبُ وَالْمَاحِيْ وَيٰسٓ وَطٰهٰ -

অর্থাৎ আমার রবের কাছে আমার দশটি নাম রয়েছে - মুহাম্মদ, আহমদ, ফাতেহ, খাতেম, আবুল কাসেম, হাশের এবং খাতেমুন্নবীয়্যিন (সর্বশেষ নবী), মাহীয়ে কুফর, ইয়াসিন, তাহা (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

ইবনে আদী 'কামলে' হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন -

اِنَّ لِيْ عِنْدَ رَبِّيْ عَشَرَةَ اَسْمَاء -

অর্থাৎ আমার রবের কাছে আমার জন্য দশটি নাম রয়েছে - মুহাম্মদ, আহমদ, মাহী, হাশের, আকিব অর্থাৎ খাতমুল আম্বিয়া, রাসূলে রহমত, রাসূলে তাওবা, রাসূলে মালাহিম উল্লেখ করে বলেন-

وَاَنَا الْمُقْفِيْ قَفَيْتُ النَّبِيِّيْنَ عَامَّةً وَاَنَا قُثَمٌ -

অর্থাৎ আমি মাহী সকল নবীর পরে এসেছি এবং আমি কামিল, পরিপূর্ণ এবং একত্রকারী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

পরিশিষ্ট ঃ

এ হাদীস ইবনে আদী মাওলা আলী এবং উম্মুল মুমেনীন আয়েশা সিদ্দিকা, উসামা বিন যায়েদ এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুম থেকেও রেওয়ায়ত করেন। 'মোতালেয়ুল মোসাররাতে' রয়েছে -

فِيْ مَطَالِعُ الْمُسَرَّاتِ فَاِنَّ كَانَ فِيْ كُلِّهَا عَاقِبٌ اَوْ مُقْفٍ وَنَحْوُهُمَا كَانَتْ خَمْسَةَ اَحَادِيْثٍ -

মুতালেয়ুল মুসাররাতে রয়েছে, আকিব এবং মুকফী ইত্যাদি শব্দসমূহ আরো পাঁচটি হাদীসে রয়েছে।

হাশের এবং আকেব

হাকেম 'মুসতাদরাকে' বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত আওফ বিন মালেক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুম থেকে বর্ণনা করেন। সৈয়্যদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কানিসায়ে ইহুদে তাশরীফ নিয়ে যান। আমি হুযুরের রেকাবধারী ছিলাম। হুজুর ইরশাদ ফরমান- হে ইহুদ সম্প্রদায়! আমাকে এমন বারো ব্যক্তি দেখাও যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাক্ষ্য দানকারী হবে। আল্লাহ তায়ালা সব ইহুদীদের থেকে নিজ গযব ও অসন্তুষ্টি (অর্থাৎ যাতে তারা মুসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের যুগ থেকে নিপাতিত রয়েছে। যেমন কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَبَاؤُا بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ فَبَاؤُا بِغَضَبٍ عَلٰي غَضَبٍ-

উঠিয়ে নেবে, ইহুদীরা শুনে নিশ্চুপ থাকে। কেউ জবাব দেয়নি। হুযুর ইরশাদ করেন -

اَبَيْتُمْ فَوَاللّٰهِ لَاَنَا الْحَاشِرُ وَاَنَا الْعَاقِبُ وَاَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفٰي اٰمَنْتُمْ اَوْكَذَّبْتُمْ-

তোমরা মাননি। আল্লাহর শপথ! আমি হাশের এবং খাতেমুল আম্বিয়া আর আমি নবীয়ে মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তোমরা মানো আর না মানো - বিশ্বাস করো আর না করো। অবশ্যই আমি আল্লাহর শেষ নবী ও রাসূল।

রাসূলে জিহাদ

ইবনে সা'দ মুজাহেদে মক্কী থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ اَنَا رَسُوْلُ الرَّحْمَةِ اَنَا رَسُوْلُ الْمُلْحَمَةِ اَنَا الْمُقَفِّيْ وَالْحَاشِرُ -

অর্থাৎ আমি মুহাম্মদ ও আহমদ, আমি রাসূলে রহমত, রাসূলে জিহাদ এবং খাতেমুল আম্বিয়া, আমি লোকদের হাশর দানকারী (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি জাহের এবং তিনি বাতেন

وهى هيں اول وهى هيں اخر وهى هيں باطن وهے هيں ظاهر

انهيں سے عالم كى ابتدا هے وهى رسولوں كى انتها هيں

সহীহায়নে* আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ -

অর্থাৎ আমি সর্বশেষ যুগে প্রেরিত এবং কিয়ামতে সর্ব প্রথমে উত্থিত হবো।

ইমাম মুসলিম এবং ইবনে মাজা আবু হুরায়রা ও হুযায়ফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا وَالْاَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ -

অর্থাৎ আমি দুনিয়াতে সবার পরে এবং আখেরাতে সবার পূর্বে। সমগ্র জাহানের পূর্বে আমার জন্য হুকুম হবে।

দারমী ইবনে মাকতুম রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন -

اِنَّ اللّٰهَ اَدْرَكَ بِيَ الْاَجَلَ الْمَرْجُوَّ اِخْتَارَ فِيْ اِخْتِيَارِ اَفَنَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ وَنَحْنُ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমাকে শেষ যুগ এবং শেষ সময়ের অপেক্ষায় পৌছিয়েছেন এবং আমাকে নির্বাচন করে পছন্দ করেছেন।

---

* বুখারী ও মুসলিম

Scanned by CamScanner

সুতরাং আমাকে সবার পর পাঠিয়েছেন এবং আমাকে কিয়ামত দিবসে সবার আগে উত্তিত করবেন। (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।)

এ হাদীসের শব্দ বিভিন্ন ভাবে উক্ত হয়েছে। এক বর্ণনায় আছে -

إِنَّ اللّٰهَ اَدْرَكَ بِيَ الْاَجَلَ الْمَرْحُوْمَ وَاخْتَصَرَلِيْ -

অর্থাৎ আমাকে আল্লাহ তায়ালা কেবল রহমতের সময় পৌছিয়েছেন এবং আমার জন্য পরিপূর্ণ ইখতিয়ার দান করেছেন।

এ 'ইখতিয়ারের' ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাঁচটি আলোকিত ও উজ্জ্বল কারণ অধম স্বীয় পুস্তিকা

تَجَلِّيُ الْيَقِيْنُ بِاَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ -

'তাজাল্লিয়ুল ইয়াকিন বেআন্না নবিয়্যিনা সাইয়্যেদুল মুরসালীনে' বর্ণনা করেছি।

শেষ যুগ এবং কিয়ামতের দিবসের প্রথম দিবসসমূহ

ইসহাক বিন রাহেভিয়াহ মাসনদ এবং আবু বকর বিন আবু শায়বাহ উস্তাদ বুখারী ও মুসলিম 'মুসান্নাফে' মাকহুল থেকে বর্ণনা করেন। আমীরুল মুমেনীন রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সাথে একজন ইহুদীর বন্ধুত্ব ছিলো। একদিন তিনি তার থেকে কি আনার জন্য তাশরীফ নিয়ে যান এবং বলেন -

لَا وَالَّذِيْ اصْطَفٰى مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ لَا اُفَارِقُكَ -

অর্থাৎ তারই শপথ। যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সকল মানুষের নিকট থেকে নির্বাচন করেছেন। আমি তোমাকে ছাড়বো না।

ইহুদী বলেন- আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তায়ালা তাকে সকল মানুষ থেকে উত্তম করেননি। আমীরুল মুমেনীন তাকে চপেটাঘাত করেন।

সে রিসালাতের দরবারে নালিশ নিয়ে আসে। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওমর এ চপেটাঘাতের পরিবর্তে তুমি তাকে রাযী করো (অর্থাৎ সে হলো জিম্মী)। আর হে ইহুদী জেনে রাখ! আদম সফীউল্লাহ, ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ, নুহ নজীউল্লাহ, মুসা কলীমুল্লাহ, ঈসা রুহুল্লাহ আর আমি হলাম হাবীবুল্লাহ এবং আমি আল্লাহর প্রিয়। হে ইহুদী! আল্লাহ স্বীয় দুটি নামের সাথে আমার উম্মতের নাম রেখেছেন। আল্লাহ হলেন সালাম। আর আমার উম্মতের নাম মুসলেমীন। আল্লাহ মুমিন আর আমার উম্মতদের মুমেনীন উপাধি দিয়েছেন। হে ইহুদী! তোমরা যুগে প্রথম

نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

আর আমি যুগে পরে। আর কিয়ামতে সবার আগে। হে ইহুদী! অন্যান্য নবীদের উপর জান্নাত হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জান্নাতে প্রবেশ না করি। আর অন্যান্য নবীর উম্মতের উপর জান্নাত হারাম যতোক্ষণ আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করে (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

রহমতের সমুদ্র

বায়হাকী 'শোয়াবুল ঈমানে' আবু কালাবা থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

بُعِثْتُ فَاتِحًا وَّخَاتِمًا -

অর্থাৎ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে রহমতের সমুদ্র খোলার এবং নবুয়ত ও রেসালাত শেষ করার জন্য।

সর্বশেষে প্রেরণ

ইবনে আবী হাতেম, বাগাভী, ছালাবী 'তাফাসীর' এবং আবু ইসহাক যুজানী 'তারীখ', আবু নাঈম 'দালায়েলে' আদীদার পদ্ধতিতে হযরত

Scanned by CamScanner

কাতাদাহ থেকে, তিনি হযরত হাসান থেকে আর তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে মাসনাদ সূত্রে, ইবনে সা'দ 'তাবকাতে' এবং ইবনে লাল 'মাকারেমুল আখলাকে' কাতাদাহ থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত করীমা -

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ –

এর ব্যাখ্যায় বলেন - كُنْتُ اَوَّلَ النَّبِيِّيْنَ فِي الْخَلْقِ وَاٰخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ

অর্থাৎ আমি সকল নবীদের পূর্বে সৃষ্টি হয়েছি এবং আমাকে সর্বশেষে প্রেরণ করা হয়েছে।

কাতাদাহ বলেন, -فبدا به قبلهم এ জন্য রাব্বুল ইয্যাত তাবারাক ওয়াতায়ালা এ আয়াত কারীমায় পূর্বোক্ত নবীদের পূর্বে হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম মোবারক নিয়েছেন।

পরিশিষ্ট

আবু সাহল কাতান তার আমালীতে সাহল বিন সালেহ হামদানী থেকে বর্ণনা করেন। আমি সৈয়দুনা হযরত ইমাম বাকের রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে জিজ্ঞেস করি, নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষে প্রেরিত হয়েছেন, তিনি সর্বপ্রথম কিভাবে হবেন? তিনি বলেন –

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمَّا اَخَذَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَنْ قَالَ بَلٰى وَلِذٰلِكَ صَارَ يَتَقَدَّمُ الْاَنْبِيَاءَ وَهُوَ اٰخِرُ مَنْ بُعِثَ

অর্থাৎ যখন আল্লাহ তায়ালা মানুষের পিট থেকে তাদের সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করেন, তখন তাদের থেকে অঙ্গীকার নেন এবং তাদের স্বয়ং এর উপর সাক্ষ্য হওয়ার জন্য বলেন। তিনি বলেন, আমি কি তোমার রব নই? তখন সর্বপ্রথম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'বালা' বা 'হ্যাঁ' বলেন। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সকল নবীর উপর অগ্রগণী হয়েছেন, অথচ হুযুর সবার পরে এসেছেন। (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

হযরত ফারুকের বেসালের পর আহবানের পদ্ধতি

'শেফা শরীফ' কৃতঃ ইমাম কাযী আয়ায, 'আহইয়াউল উলুম' কৃতঃ ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম গায্যালী, 'মাদখাল' ইমাম ইবনুল হাজ, 'ইকতিবাসুল আনোয়ার' কৃতঃ আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী রুশাতী, 'শরহুল বুরদাহ' আবুল আব্বাস কুসার, মাওয়াহেবে লাদুনিয়া কৃতঃ ইমাম কুস্তলানী ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে রয়েছে, আমীরুল মুমেনীন ওমর ফারুক আযম রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হুযুর সৈয়দুল কায়েনাত আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের ওফাতের পর তাঁর মহা মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে যে সব আহবান এবং খেতাব করে হুজুরকে আহ্বান করেছেন। তার কয়েকটি এভাবে-

بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ اَنَّ بَعَثَكَ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَذِكْرُكَ فِيْ اَوَّلِهِمْ فَقَالَ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ –

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসুল! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে এতই বেশী যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সকল নবীদের পর প্রেরণ করেছেন এবং তাদের সবার পূর্বে আপনার যিকর করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'স্মরণ করো যখন আমি নবীদের থেকে অঙ্গীকার

Scanned by CamScanner

নিয়েছি এবং হে মাহবুব! আপনার থেকে এবং নুহ, ইব্রাহীম, মুসা এবং ঈসা বিন মারইয়াম আলায়হিমুস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি'।

হযরত জিব্রাঈল হুজুরকে যেভাবে সালাম বলেন

আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আবী বকর বিন মারযুক তিল্‌মসানী শরহে 'শেফা শরীফে' হযরত সৈয়দুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- জিব্রাঈল উপস্থিত হয়ে আমাকে এভাবে সালাম করেন -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ظَاهِرُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَاطِنُ -

আমি বলি, হে জিব্রাঈল! এ সব গুণাবলীতো আল্লাহ তায়ালার। এগুলো তাঁরই জন্য উপযোগী। এটা মাখলুকের জন্য কিভাবে হতে পারে? জিব্রাঈল নিবেদন করেন, আল্লাহ তায়ালা হুযুরকে এসব মাহাত্ম্য দান করেছেন। তাঁর নিজ নাম এবং গুণ থেকে হুযুরের নাম এবং গুণ বের করেছেন।

وَسَمَّاكَ بِالْاَوَّلِ لِاَنَّكَ اَوَّلُ الْاَنْبِيَاءِ خَلْقًا وَسَمَّاكَ بِالْاٰخِرِ لِاَنَّكَ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ فِي الْعَصْرِ وَخَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ اِلٰى اٰخِرِ الْاُمَمِ -

আপনার নাম রেখেছেন প্রথম। কেননা, সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আপনি হলেন সর্ব প্রথম। আর আপনার নাম রেখেছেন শেষ। কেননা, আপনার যুগ সব নবীদের পরে। আর আপনার উম্মত হলেন সর্বশেষ উম্মত। আপনার নাম রেখেছেন বাতিন। এমনকি আল্লাহ তায়ালা আপনার নাম তাঁর নামের সাথে নূরানী অক্ষরে আহমদ লিপিবদ্ধ করেছেন আদম সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে। অতঃপর আমাকে হুযুরের উপর দরুদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি হুযুরের উপর হাজার বছর

দরুদ প্রেরণ করেছি অবশেষে আল্লাহ তায়ালা হুযুরকে প্রেরণ করেছেন সু- সংবাদ দাতা, ভীতি প্রদর্শন কারী এবং আল্লাহ তায়ালার দিকে আহবানকারী, তার নির্দেশক্রমে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। আপনার নাম জাহের রেখেছেন। কেননা, আপনার দ্বীন সকল দ্বীনের উপর প্রকাশমান এবং বিজয়ী। আর আপনার শরীয়ত এবং মাহাত্ম্যকে সকল আসমান এবং জমিনের উপর জাহের এবং প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এমন কেউ অবশিষ্ট নেই, যিনি হুযুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করেনি। আল্লাহ তায়ালা হুযুরের উপর দরুদ প্রেরণ করেছেন।

فَرَبُّكَ مَحْمُوْدٌ وَاَنْتَ مُحَمَّدٌ وَرَبُّكَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَاَنْتَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ-

অতএব, হুযুরের রব মাহমুদ আর হুযুর মুহাম্মদ। হুযুরের রব প্রথম,শেষ, জাহের এবং বাতিন। আর হুযুরও আদি, অন্ত, প্রকাশ্য - অপ্রকাশ্য।

সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنِيْ عَلٰى جَمِيْعِ النَّبِيِّيْنَ حَتّٰى فِيْ اِسْمِيْ وَصِفَتِيْ -

অর্থাৎ ঃ সকল প্রশংসা সেই মহান সত্ত্বার জন্য যিনি আমাকে সকল নবীদের উপর মর্যাদা দান করেছেন। এমনকি তার নিজের নামে আমার নাম, আর তাঁর গুণাবলী আমার গুণাবলী করেছেন।

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি 'শরহে শিফায়' এ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ হাদীসটি ইমাম তিলমিসানী হযরত আব্বাস রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম যুরকানীও শরহে মাওয়াহেবে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে এ হাদীস বর্ণনা করেন।

Scanned by CamScanner

খতমে নবুয়তের বিশেষ নসসমূহ

সহীহ মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণিত আছে -

فُضِّلْتُ عَلَي الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَاُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا وَاُرْسِلْتُ اِلَي الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ -

অর্থাৎ সকল নবীদের উপর আমাকে ছয়টি কারণে বিশেষত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমাকে পরিপূর্ণ কথা প্রদান করা হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে আমার ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য গণিমত হালাল করা হয়েছে। আমার জন্য জমিনকে পবিত্র এবং নামাযের স্থান স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আমি সমগ্র জাহানে আল্লাহ ব্যতীত সবার রাসূল হয়েছি আর আমার মাধ্যমেই নবী আসা বন্ধ হয়েছে।

খাতামুন্নবীয়্যিন

দারমী তাঁর 'সুনানে' বিশুদ্ধ সনদ সহকারে, বুখারী 'তারিখে', তাবরাণী 'আওসাতে', বায়হাকী 'সুনানে' আর আবু নাঈম হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

اَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ وَلَا فَخْرَ -

অর্থাৎ আমি সমগ্র রাসূলদের নেতৃত্ব দানকারী। আমি সকল নবীদের শেষ। এটা আমার গর্ব নয়। আমি সর্বপ্রথম শাফাআতকারী এবং সবার পূর্বে আমার শাফাআত কবুল করা হবে। এটা আমি গর্ব করে বলছি না। (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

আহমদ, হাকেম, বায়হাকী এবং ইবনে হাববান ইরবায বিন সারিয়া রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনাকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

اِنِّيْ مَكْتُوْبٌ عِنْدَ اللّٰهِ فِيْ اُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ وَاِنْ اٰدَمُ لَمُنْجَدِلٌ فِيْ طِيْنَتِهٖ -

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে নিশ্চিতভাবে আমি আল্লাহর নিকট লাওহে মাহফুজে সর্বশেষ নবী হিসাবে লিখিত ছিলাম আর সে সময় আদম মাটির মধ্যে ছিলো।

آدم سروتن بآب وگل داشت
کو حکم تملك جان و دل داشت

লাওহে মাহফুজে খতমে নবুয়তের সাক্ষ্য

মাওয়াহেবে লাদুনিয়া এবং মুতালেয়ুল মুসাররাতে রয়েছে -

خَرَّجَ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهٖ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلْقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ فَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَي الْمَاءِ وَمِنْ جُمْلَةِ مَاكَتَبَ فِي الذِّكْرِ وَهُوَ اُمُّ الْكِتَابِ اَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ -

অর্থাৎ সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা'র সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লাহ আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টির তাকদীর লিখেছেন আর তার আরশ পানির উপর ছিলো। এসব লেখায় লিপিবদ্ধ ছিলো মুহাম্মদ খাতামুন্নবীয়্যিন বা সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

Scanned by CamScanner

আহমদ, বুখারী, মুসলিম এবং তিরমিযী হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে আর আহমদ এবং শায়খায়ন হযরত আবু হুরায়রা থেকে, আহমদ ও মুসলিম হযরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে, আহমদ ও তিরমিযী হযরত ওবাই বিন কা'ব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমের সূত্রে বর্ণনা করেন। হুযুর খাতেমুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

مِثْلُ وَمِثْلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمِثْلِ قَصْرٍاَحْسَنَ بُنْيَانُهُ تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لِبْنَةٍ فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ اِلَّا مَوْضِعُ تِلْكَ الْاَبْنَةِ فَكُنْتُ اَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ وَفِيْ لَفْظٍ لِلشَّيْخَيْنِ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ-

অর্থাৎ আমি এবং সমগ্র নবীদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন একটি সুন্দর অট্টালিকা তৈরী করা হলো। আর তাতে একটি ইটের জায়গা খালি থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা এর চারপাশে ঘুরাফেরা করছে এবং এর নির্মাণ শৈলী ও সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে থাকে কিন্তু ঐ একটি ইটের জায়গা খালি থাকায় দেখতে দৃষ্টিকটু দেখায়। আমি আগমন করে ঐ জায়গাটা বন্ধ করে দিয়েছি। আমার দ্বারা এ অট্টালিকা পূর্ণ করা হয়েছে। আমার দ্বারা রাসূলগণের সমাপ্তি হয়েছে। আমি নবুয়তের অট্টালিকার ঐ সর্বশেষ ইট। আমিই সকল নবীদের খাতেম অর্থাৎ সর্বশেষ নবী।

ইমাম তিরমিযী, হাকিম আরেফ বিল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী 'নাওয়াদেরুল উসূলে' সৈয়দুনা হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

اَوَّلُ الرُّسُلِ اٰدَمُ وَاٰخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ সর্বপ্রথম রাসূল আদম আর সর্বশেষ রাসূল হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

তাবরাণী 'মু'জামে আওসাত', 'মুজামে সগীর' এবং ইবনে আদী 'কামিল', হাকেম কিতাবুল মু'জেযাত, বায়হাকী 'দালায়েলুন নবুয়ত' এবং ইবনে আসাকির 'তারিখে' আমীরুল মুমেনীন ওমর ফারুক আজম রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সমাবেশে তাশরিফ আনেন। বনী সলীম গোত্রের একজন জঙ্গলী হুযুরের দরবারে জংলী জানোয়ার শিকার করে এসে তা হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে রেখে দেন এবং বলেন, লাত-ওজ্জার শপথ! এ ব্যক্তি আপনার উপর ঈমান আনবেনা যতোক্ষণ এ জংগলী জানোয়ার ঈমান আনবেনা। হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ জানোয়ারকে আহবান করেন, ঐ জানোয়ার সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ আরবীতে বলে উঠে -

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَازَيْنُ مَنْ وَا فِيْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ –

অর্থ্যাৎ আমি খেদমত ও বন্দিগীতে উপস্থিত হে হাশর সমাবেশের সকল উপস্থিতগণের সৌন্দর্য।

উপস্থিত সবাই তার কথা সুস্পষ্টভাবে শুনেছেন এবং বুঝেছেন। হুযুর ইরশাদ করেন من تعبد তোমার মাবুদ কে? নিবেদন করেন-

اَلَّذِيْ فِي السَّمَاءِ عَرْشُهٗ وَ فِيْ الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَ فِيْ الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَ فِيْ النَّارِ عَذَابُهٗ-

অর্থ্যাৎ তিনিই যার আরশ আসমানে এবং সালতানাত জমিনে, রাস্তা সমুদ্রে, রহমত জান্নাতে এবং শাস্তি দোযখে।

আরো নিবেদন করেন -

اَنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ قَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ –

Scanned by CamScanner

আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রাসূল এবং রাসূলদের খাতেম বা শেষ। যিনি হুযুরের সত্যায়ন করেন, তারা সফলকাম হয়েছে, আর যারা মানেনি তারা সফলকাম হয়নি।

বেদুইন বললো, এখন স্বচক্ষে দেখার পর কী সন্দেহ থাকতে পারে? আল্লাহর শপথ! আমি যে সময় উপস্থিত হয়েছি, আমার নিকট তাঁর (হুযুরের) চেয়ে বেশী শত্রু কেউ ছিলো না। আর এখন তিনি আমার কাছে নিজ পিতা এবং নিজের প্রাণ থেকেও অধিক প্রিয়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি -

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ –

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল।

এটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আর হাদীসে এথেকেও অধিক উত্তম এবং সুন্দর বর্ণনা রয়েছে।

এ হাদীস আমীরুল মুমেনীন মাওলা আলী, উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমের রেওয়ায়তেও বর্ণিত হয়েছে । যেমন জামে কবির, খাসায়েসে কুবরাসহ আরো চারটি হাদিসগ্রন্থেও এ হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট-১

তিরমিযী দীর্ঘ হাদীসে 'হুলিয়ায়ে আকদাসে' আমীরুল মুমেনীন মাওলা আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারীম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন–

بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَ هُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ –

অর্থাৎ হুযুরের দু'কাঁধের মাধ্যখানে 'মোহরে নবুয়ত' রয়েছে। আর হুযুর হলেন খাতেমুন নবীয়্যিন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

তাবরাণী মু'জাম, আবু নাঈম 'আওয়ালী', সাঈদ বিন মানসুর আমীরুল মুমেনীন মাওলা আলী কাররামাল্লাহু তায়ালা ওয়াজহাহু থেকে দরুদ শরীফের একটি সুস্পষ্ট সিগাহ বর্ণিত হয়েছে। যাতে তিনি বলেন -

اِجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَاتِكَ وَنَوَامِيْ بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةِ تَحْنُّكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ اَلْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْفَاتِحِ لِمَا اُغْلِقَ –

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার পবিত্র দরুদ, বরকত এবং রহমতের মোহর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর, যিনি আপনার বান্দা অতীত রাসূলগণের শেষ এবং মুসকিলসমূহ উন্মুক্তকারী। (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

'নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে, 'বন্ধ হয়ে গেছে'। 'যখন থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে নবুয়ত অর্জিত হয়েছে, অন্য কারো অর্জিত হয়নি'। এ পরিচ্ছেদে এটাই বর্ণিত হয়েছে।

আমার পর নবী নেই

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيل تَسُوْسُهُمُ الاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَلَانَبِيَّ بَعْدِيْ –

অর্থাৎ নবীগণ বনী ইসরাঈলদের রাজত্ব করেন। যখন একজন নবী তাশরীফ নিয়ে যেতেন, দ্বিতীয়জন এরপর আসতেন। আর আমার পর কোনো নবী নাই। সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম বিশুদ্ধ সনদে এবং ইমাম মুসলিম হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ

Scanned by CamScanner

সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই রিসালাত ও নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে। এখন না আমার পরে নবী আছে, না রাসূল (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ -

অর্থাৎ নবুয়তের কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকেনি, কেবল ভালো স্বপ্নসমূহ এবং সুসংবাদ অবশিষ্ট রয়েছে।

তাবরাণী মু'জামে কবীরে হযরত হুযায়ফা বিন উসায়দ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ فَلَا نُبُوَّةَ بَعْدِي إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ الرُّؤْيَا يَرَاهَا الرَّجُلُ أَوْ تُرَى لَهُ-

অর্থাৎ নবুয়ত চলে গেছে। আমার পর নবুয়ত নেই কিন্তু সুসংবাদ রয়েছে উত্তম স্বপ্নের। কেননা মানুষ স্বপ্ন দেখে কিংবা তাকে দেখানো হয়।

আহমদ, ইবনে মাজা, খুযায়মা ও হাববান হযরত উম্মে কারয রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে হাসান সনদে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ -

অর্থাৎ নবুয়ত চলে গেছে। সুসংবাদ বাকী রয়েছে।

সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ এবং সুনানে ইবনে মাজায় হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা'র সূত্রে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় রোগের

সময় যে গোত্রে পবিত্র বেসাল সংঘটিত হয়েছে। তিনি পর্দা উঠিয়ে দেখেন এ সময় তিনি মাথা মোবারকে পট্টি বাঁধেছিলেন। লোকেরা সিদ্দিকে আকবর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র পেছনে কাতারবন্দী ছিলেন। হুযুর ইরশাদ করেন -

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ -

অর্থাৎ হে লোকেরা! নবুয়তের সুসংবাদসমূহ থেকে কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। কিন্তু সত্যস্বপ্ন যা মুসলমান দেখে কিংবা তার জন্য অন্যকে দেখানো হয়, সেটা অবশিষ্ট রয়েছে।

আমার পর যদি কেউ নবী হতো, তাহলে ওমরই হতো

আহমদ, তিরমিযী, হাকেম বিশুদ্ধ সনদে, রুয়ানী, তাবরাণী এবং আবু ইয়ালা হযরত ওকবা বিন আমের এবং তাবরাণী, ইবনে আসাকির আর খতীব 'কিতাব রুয়াতে মালেকে' হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর থেকে, তাবরাণী হযরত আসমা বিন মালেক এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুম হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَوْكَانَ بَعْدِىْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ-

অর্থাৎ আমার পর যদি কেউ নবী হতো তাহলে ওমর ফারুকই হতো।

পরিশিষ্ট-১

সহীহ বুখারীতে ইসমাঈল বিন আবু খালেদ থেকে বর্ণিত আছে-

قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَرَأَيْتَ إِبْرَاهِيْمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ صَغِيْرًا وَ

Scanned by CamScanner

لَوْ قَضٰي اَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ عَاشَ اِبْنُهُ اِبْرَاهِيْمَ -

অর্থাৎ আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আবী আওফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে জিজ্ঞাসা করি - তিনি হযরত ইব্রাহীম (রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সন্তানকে) দেখেছিলেন। তিনি বলেন, তিনি বাল্যকালে ইনতিকাল করেন। যদি তাকদীরে থাকতো যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়সাল্লামের পর কোনো নবী হতো তাহলে হুযুরের সাহেবজাদা ইব্রাহীম জীবিত থাকতো কিন্তু হুযুরের পর কোনো নবী নাই।

ইমাম আহমদের রেওয়ায়ত তাঁর থেকে এ শব্দযুগলে রয়েছে - আমি হযরত ইবনে আবী আওফা'কে বলতে শুনেছি -

لَوْكَانَ بَعْدَ النبي صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ مَامَاتَ اِبْنُهُ اِبْرَاهِيْمَ-

অর্থাৎ যদি হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর কোনো নবী হতো, তাহলে হুযুরের শাহজাদা ইব্রাহীম ইন্তিকাল করতেন না।

পরিশিষ্ট-২

ইমাম আবু ওমর ইবনে আবদুল বার ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান সুদ্দী হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন -

كَانَ اِبْرَاهِيْمُ قَدْ مَلَاءُ الْمَهْدِ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ نَبِيًّا لٰكِنْ لَمْ يَكُنْ لِيَتَّقِي فَاِنَّ نَبِيَّكُمْ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ-

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম এতোই বড় হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর শরীর মোবারক পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। যদি তিনি জীবিত থাকতেন,

তাহলে নবী হতেন। কিন্তু তিনি জীবিত ছিলেন না। কেননা, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খাতেমুল আম্বিয়া।

পরিশিষ্ট-৩

এর ভিত্তি বিভিন্ন হাদীসে মারফু থেকে প্রমাণিত রয়েছে। মাওয়ারদী হযরত আনাস, ইবনে আসাকির হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং আবদুল্লাহ বিন আবী আওফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

لَوْعَاشَ اِبْرَاهِيْمُ لَكَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا-

অর্থাৎ যদি ইব্রাহীম জীবিত থাকতো, তাহলে সিদ্দিক এবং নবী হতো।

Scanned by CamScanner

যে কারো জন্য নবুয়ত দাবী করবে সে দাজ্জাল, কায্যাব এবং লা'নত ও শাস্তির উপযোগী

ইমাম বুখারী হযরত আবু হুরায়রা, আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজা হযরত সাওবান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। (এটা হলো হাদীসে সাওবান) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন -

اِنَّهٗ سَيَكُوْنَ فِيْ اُمَّتِيْ كَذَّابُوْنَ ثَلٰثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ نَبِيٌّ وَاَنَا خَتْمُ النَّبِيِّيْنَ لَانَبِيَّ بَعْدِيْ وَلَفْظُ الْبُخَارِيُّ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلٰثِيْنَ -

অর্থাৎ অতিসত্তর এ উম্মতের মধ্যে প্রায় ত্রিশজন মিথ্যুক, দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে নবী অথচ আমি সর্বশেষ নবী। আমার পর কোনো নবী নেই। (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

কায্যাব এবং দাজ্জাল

ইমাম আহমদ, তাব্‌রাণী এবং যিয়া হযরত হুযায়ফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে উক্ত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

فِيْ اُمَّتِيْ كَذَّابُوْنَ وَدَجَّالُوْنَ سَبْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ مِنْهُمْ اَرْبَعَةٌ نِسْوَةٌ وَاَنِّيْ خَتْمُ النَّبِيِّيْنَ لَانَبِيَّ بَعْدِيْ -

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে (মুমিন-কাফির সবাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) সাত জন দাজ্জাল ও কায্যাবের আবির্ভাব হবে। তন্মধ্যে চারজন মহিলা অথচ আমিই সর্বশেষ নবী। আমার পরে কোনো নবী নেই। (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

মিথ্যা নবুয়ত দাবীদার

ইবনে আসাকির 'আলা বিন যিয়াদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর সূত্রে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ ثَلَاثُوْنَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ نَبِيٌّ اَلْحَدِيْثُ -

অর্থাৎ কিয়ামত ততোক্ষণ সংঘটিত হবেনা, যতোক্ষণ না ত্রিশজন মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।

পরিশিষ্ট ঃ

আবু ইয়ালা 'মাসনাদে' হাসন সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়র রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন -

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابُوْنَ مِنْهُمْ مُسَيْلَمَةُ وَالْعَنْسِيُّ وَالْمُخْتَارُ -

অর্থাৎ কিয়ামত ততোক্ষণ সংঘটিত হবে না, যতোক্ষণ না ত্রিশজন মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তন্মধ্যে মুসায়লামা, আসওয়াদ আনসী এবং মুখতার সাকাফীও রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা তাদের অপমান করুক। আল্লাহ তায়ালা মহা অনুগ্রহে এ তিনজন অপবিত্র কুকুর ইসলামের বীরদের হাতে মারা গেছে। আসওয়াদ মারদুদ স্বয়ং পবিত্র যুগে, মুসায়লমা মালউন হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়র রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা'র যুগে মারা গেছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

Scanned by CamScanner

হযরত আলী এবং খতমে নবুয়ত

বিশেষ করে হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারীম সম্পর্কে মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে যে, 'নবুয়ত সমাপ্ত হয়েছে, নবুয়তে তার কোনো অংশ নেই'।

ইমাম আহমদ মুসনাদে, বুখারী-মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা 'সিহাহে', ইবনে আবী শায়বাহ 'সুনানে', ইবনে জরীর 'তাহযীবুল আসারে' বিভিন্ন পদ্ধতিতে সা'দ বিন আবী ওকাস থেকে, হাকেম বিশুদ্ধ সনদে 'মুস্তাদরাকে', তাবরাণী 'মু'জামে কবীর' ও 'আওসাতে', আবু বকর আকুলী 'ফাওয়ায়েদে' ইবনে মারদুভিয়া মাতুওয়ালান, বাযযার আবদুল্লাহ বিন ওবাইয়ের পদ্ধতিতে, তিনি হাকীম বিন জুবায়র, তিনি হাসান বিন সা'দ মাওলা আলী থেকে আর ইবনে আসাকির আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আকীল, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা আকীল থেকে, তিনি আমীরুল মুমেনীন মাওলা আলী থেকে, আহমদ, হাকেম, তাবরাণী ও আকীলী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে, আহমদ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া, আহমদ, বাযযার ও আবু জাফর বিন মুহাম্মদ তাবারী, আবু বকর মোতায়রী, হযরত আবু সাঈদ খুদুরী, তিরমিযী হাসান পদ্ধতিতে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে মুসনাদ পদ্ধতিতে, হযরত আবু হুরায়রা থেকে তালিক পদ্ধতিতে,তাবরাণী 'কবীরে', খতীব 'কিতাবুল মুত্তাফিক ওয়াল মুতাফারিরক' হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর থেকে, আবু নাঈম 'ফযায়েলুস সাহাবায়' হযরত সাঈদ বিন যায়দ থেকে, তাবরাণী 'কবীরে' হযরত বরা বিন আজেব থেকে, যায়েদ বিন আরকাম, হাবীশ বিন জুনাদাহ, জাবের বিন সামুরাহ, মালেক বিন হুয়ায়রাস, উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা, আমীরুল মুমেনীন আলীর বিবি হযরত আসমা বিনতে আসীম রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

তাবুক যুদ্ধে তশরীফ নিয়ে যাওয়ার সময় আমীরুল মুমেনীন মাওলা আলী কাররামাল্লাহু তায়ালা ওয়াজহাহুল করীমকে মদীনায় ছেড়ে এসেছেন। আমীরুল মুমেনীন নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে মহিলা এবং শিশুদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন? তিনি ইরশাদ করেন-

مَا تَرْضٰي اَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰي غَيْرَ اَنَّهٗ لَانَبِيَّ بَعْدِيْ-

অর্থাৎ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার কাছে এমন পর্যায়ের যেমন মুসা আলায়হিস সালাম যখন স্বীয় রবের নিকট কথা বলতে গিয়েছিলেন, তখন হারুন আলায়হিস সালামকে তার স্থলাভিষিক্তরূপে ছেড়ে গিয়েছিলেন। তবে পার্থক্য এই যে, হারুন নবী ছিলেন কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই।

মুসনাদ ও মুসতাদরাকে হাদীসে ইবনে আব্বাস এভাবে রয়েছে -

اَلَا تَرْضٰي اَنْ تَكُوْنَ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰي اِلَّا اَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ

অর্থাৎ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মুসা হারুনের পর্যায়ে ছিলেন কিন্তু তুমি নবী নও।

হযরত আস্‌মার হাদীসে এভাবে আছে -

قَالَتْ هَبَطَ جِبْرِيْلُ عَلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اَنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامُ وَيَقُوْلُ لَكَ عَلِيٌّ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰي لٰكِنَّ لَانَبِيَّ بَعْدَكَ -

অর্থাৎ জিব্রাঈল আমীন আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম উপস্থিত হয়ে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করেন, হুযুরের রব হুযুরকে সালাম বলছেন এবং বলেন, আলী আপনার নিকট এমন যেমন মুসার জন্য হারুন কিন্তু তোমার পর কোনো নবী নেই। (সাল্লাল্লাহু আলায়কা ওয়া বারিক ওয়াসাল্লাম)।

Scanned by CamScanner

মসনদে ইমাম আহমদে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু'র হাদীসে এভাবে আছে, কেউ তাঁর কাছে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন-

اَسَاَلُ عَنْهَا عَلَيْهَا فَهُوَاَعْلَمُ -

অর্থাৎ আলীর কাছে জিজ্ঞাসা করো, তিনি আমার চেয়ে বেশী জানেন। প্রশ্নকর্তা বলেন, হে আমীরুল মুমেনীন! আমি আপনার উত্তরকে তাঁর উত্তরের চেয়ে বেশী পছন্দ করি।

তিনি বলেন -

بِئْسَمَا قُلْتَ لَقَدْ كَرِهْتَ رَجُلاً كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِزُّهٗ بِالْعِلْمِ عَزًّا وَلَقَدْ قَالَ لَهٗ اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰي اِلَّا اَنَّهٗ لَانَبِيَّ بَعْدِيْ وَ كَانَ عُمَرُ اِذَا اَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْئٌ اَخَذَ مِنْهُ -

অর্থাৎ তুমি খুবই মন্দ কথা বলেছো, তুমি তাকে অপছন্দ করেছো যার জ্ঞান সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্মান করতেন এবং হুযুর তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তিনি আমার নিকট তেমন যেমন মুসার নিকট হারুন আলায়হিস্ সালাম কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নেই। আমীরুল মুমেনীন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু'র যখন কোনো সমস্যায় সন্দেহে পড়তেন তখন তিনি আলীর কাছ থেকে জেনে নিতেন।

আবু নাঈম 'হুলিয়াতুল আওলিয়ায়' হযরত মায়ায বিন জাবাল রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন-

يَاعَلِيُّ اَخْصُمُكَ بِالنَّبُوَّةِ وَلَانَبُوَّةَ بَعْدِيْ -

অর্থাৎ হে আলী, আমি মর্যাদা, মাহাত্ম্য, বৈশিষ্ট্য এবং পদমর্যাদার দিক দিয়ে তোমার চেয়ে বিজয়ী। আমার পর কোনো নবী নেই।

হযরত আলী সুস্থ হয়ে যান

ইবনে আবী আসেম, ইবনে জারীর বেইফাদায়ে তাসহীহ্, তাবরাণী 'আওসাত' এবং ইবনে শাহীন 'কিতাবুস সুন্নায়' আমীরুল মুমেনীন মাওলা আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রোগী ছিলাম, হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হই। হুযুর আমাকে নিজ স্থানে দাঁড় করান এবং নিজে নামাযে রত হয়ে পড়েন। চাঁদর মোবারকের আঁচল আমার উপর জড়িয়ে দেন। অতঃপর নামাযের পর বলেন -

بَرِئْتَ يَاابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ مَا سَأَلْتُ اللّٰهَ لِيْ شَيْئًا اِلَّاسَأَلْتُ اللّٰهُ شَيْئًا اِلَّااَعْطَانِيْهُ غَيْرَاَنَّهٗ قِيْلَ لِيْ اَنَّهٗ لَانَبِيَّ بَعْدَكَ -

অর্থাৎ হে আবু তালেব তনয়! তুমি ভালো ও সুস্থ হয়ে গেছো। তোমার উপর কোনো কষ্ট নেই। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে নিজের জন্য যা প্রার্থনা করেছি, তা তোমার জন্য করেছি। আমি যা কিছু চেয়েছি, আল্লাহ তায়ালা তা আমাদের প্রদান করেছেন। কিন্তু আমাকে এটা বলা হয়েছে যে, তোমার পর কোনো নবী আসবে না। মাওলা আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন, আমি এ সময় এমন সুস্থ হয়ে গেছি, যেন কোনো রোগই হয়নি।

পরিশিষ্ট

আমি আল্লাহর তাওফিকে বলছি, এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আমীরুল মুমেনীনের জন্য সিদ্দিকিয়্যাতের মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। সিদ্দীকিয়াত একটি উঁচু মর্যাদা। এটা আর নবুয়তের মধ্যখানে কোনো মর্তবা নেই। কিন্তু সিদ্দকে আকবরের জন্য একটি উচ্চ মর্যাদা এবং গোপন স্তর রয়েছে। তাহলো- নবুয়তের শাখা-প্রশাখা, ফযায়েল, মর্যাদা, মাহাত্ম্য এবং নবুয়তের উচ্চ মর্যাদা, পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী এবং অপরিহার্যতার পরই ছিদ্দিকগণের স্থান। কিন্তু নবুয়তের পর আর ছিদ্দিকগণের উপরে হলো ছিদ্দিকে আকবরের বিশেষ স্থান ও মর্যাদা।

Scanned by CamScanner

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ইবনে জামীল ও নায়েবে জলীল হুযুর পুরনূর সৈয়দুল আসইয়াদ, ফরদুল আফরাদ গাউছে আজম, গায়ছে আকরাম, গিয়াসে আলম, মাহবুবে সুবহানী, মাতলুবে রাব্বানী, সৈয়দুনা মাওলানা আবু মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন -

كُلُّ وَلِيٍّ عَلٰى قَدَمٍ وَاَنَا عَلٰى قَدَمِ جَدِّيْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَارَفَعَ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمًا اِلَّا وُضِعَتْ اَنَا قَدَمِيْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ رَفَعَ قَدَمَهُ مِنْهُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ قَدَمًا مِنْ اَقْدَامِ النَّبُوَّةِ فَاِنَّهُ لَاسَبِيْلَ اَنْ يَنَالَهُ غَيْرُ نَبِيٍّ -

অর্থাৎ প্রত্যেক ওলী একজন নবীর কদমে হয়ে থাকে। আর আমি স্বীয় জাদ্দে আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কদমে রয়েছি। মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেখান থেকে কদম উঠিয়েছেন আমি সেই স্থানে কদম রেখেছি। কিন্তু নবুয়তের কদম যার দিকে নবী ছাড়া অন্য কারো মূলতঃ পথই নেই।

رَوَاهُ الْاِمَامُ الْاَجَلُّ اَبُوْالْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ سُنَانُ الدِّمْيَاطِيُّ الْمِصْرِيُّ الْمَوْلِدُ بِالْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٦٧١ اِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ وَسِتُّمِائَةٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْقُدْوَةُ شِهَابُ الدِّيْنِ اَبُوْحَفْصٍ عُمَرُبْنُ عَبْدِاللّٰهِ السُّهْرَوَرْدِيُّ بِبَغْدَادَ سَنَةَ ٦٢٤ اَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمِائَةٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّيْخَ مُحْيِ الدِّيْنِ عَبْدُالْقَادِرِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ يَقُوْلُ الْكُرْسِيُّ بِمَدْرَسَتِهِ فَذَكَرَهُ-

এটা যুগের ইমাম আবুল হাসান আলী সাতনুফী কুদ্দিসা সিররুহু 'বাহজাতুল আসরারে' বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু মুহাম্মদ সালেম বিন আলী বিন আবদুল্লাহ বিন সিনান দিমইয়াতী মিসরী (জন্ম ৬৭১ হি, বাগদাদ), তিনি বলেন, আমার কাছে

বর্ণনা করেন, শেখ শিহাবুদ্দীন আবু হাফস ওমর বিন আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী (জন্ম ৬২৪ হিঃ, বাগদাদ) তিনি বলেন, আমি শেখ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী থেকে শুনেছি।

হাদীসে রয়েছে -

مَنْ اَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَ هُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ دَرَجَةُ النُّبُوَّةِ-

অর্থাৎ যার কাছে মৃত্যু ফেরেস্তা এসেছে আর সে তালেবে ইলম হয়, তার মধ্যে এবং নবীদের মধ্যে কেবল একটি স্তরের পার্থক্য রয়েছে আর তা হলো নবুয়তের স্তর।

ইবনে নাজ্জার হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন। অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

كَادَ حَمَلَةُ الْقُرْاٰنِ اَنْ يَكُوْنُوْا اَنْبِيَاءَ اِلَّا اَنَّهُ لَا يُوْحٰى اِلَيْهِمْ-

অর্থাৎ কুরআনের বহনকারী নবীর কাছাকাছি কিন্তু তাদের কাছে ওহী আসে না। দায়লামী আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা'র সূত্রে এটা বর্ণনা করেন।

সুতরাং এ উদাহরণ দ্বারা হযরত খলিফাত্রয় রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমের উপর আমীরুল মুমেনীন মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এর শ্রেষ্ঠত্ব বিস্তারের সন্দেহ আসে না।

আবু বকর 'ছিদ্দিকে আকবর'

ওলামা কিরাম বলেন, আবু বকর সিদ্দীক হলেন সিদ্দীকে আকবর, আলী মুরতযা ছিদ্দীকে আসগর, সিদ্দীকে আকবরের সুউচ্চ মাকাম সিদ্দিকিয়ত থেকে সুউচ্চ ও সুমহান। 'নসীমুর রিয়াদ শরহে শেফায়ে কাযী আয়াযে' রয়েছে -

Scanned by CamScanner

اَمَّا تَخْصِيصِ اَبِيْ بَكْرٍرَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وسلم وَلِيَصْدُرُ مِنْهُ غَيْرُهُ قَطْ وَكَذَا عَلِيٌّ كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰي وَجْهَهُ فَاِنَّهُ يُسَمَّي الصِّدِّيْقَ الْاَصْغَرَ اَلَّذِيْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِكُفْرٍ قَطٍّ وَلَمْ يَسْجُدْ لِغَيْرِ اللّٰهِ مَعَ صِغْرِهِ وَكَوْنَ اَبِيْهِ عَلٰي غَيْرِالْمِلَّةِ وَلِذَاخَصَّ بِقَوْلٍ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰي وَجْهَهُ -

হযরত খাতুমুল বেলায়ত আল-মুহাম্মাদীয়া ফী যমানিহী, বাহরুল হাকায়েক ওয়ালিসানুল কাওম বেজানানিহী ওয়া বয়ানিহি সৈয়দী শেখ আকবর মুহীউদ্দীন ইবনুল আরবী নাফানাল্লাহু ফীদারায়ন বেফয়যানিহী 'ফতুহাতে মক্কীয়াহ্ শরীফে' বলেন -

فَلَوْ فَقَدَ النَّبِيّ صَلَّي اللّٰه تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ذٰلِكَ الْوَطْنِ وَحَضَرَه اَبُوْبَكْرٍ لَقَامَ فِيْ ذٰلِكَ الْمَقَامِ الَّذِيْ اُقِيْمَ فِيْهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَنَّهُ لَيْسَ ثُمَّ اَعْلٰي مِنْهُ يُحَجِّبُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَهُوَ صَادِقٌ ذٰلِكَ الْوَقْتِ وَحَكِيْمُهُ وَمَاسِوَاهُ تَحْتَ حُكْمِهِ -

(ثُمَّ قَالَ) وَهٰذَا الْمَقَامُ اَلَّذِيْ اَثْبَتْنَا بَيْنَ الصِّدِّيْقِيَّةِ وَنُبُوَّةِ التَّشْرِيْعِ وَفَوْقَ الصِّدِّيْقِيَّةِ فِيْ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَاللّٰهِ وَالْمُشَارُاِلَيْهِ بِالسِّرِّ الَّذِيْ وَقَرَّفِيْ صَدْرَاَبِيْ بَكْرٍ فَفَضَّلَ بِهِ الصِّدِّيْقِيْنَ اِذْحَصَّلَ لَهُ فِيْ قَلْبِهِ مَالَيْسَ فِيْ شَخْصٍ الصِّدِّيْقِيَّةِ فِيْ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَاللّٰهِ وَالْمُشَارُاِلَيْهِ بِالسِّرِّ الَّذِيْ وَقَرَّفِيْ صَدْرِ اَبِيْ بَكْرٍ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لِاَنَّهُ صَاحِبُ الصِّدِّيْقِيَّةِ وَصَاحِبُ سِرِّ-

অর্থাৎ যদি হুযুর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ মাতৃভূমিতে তাশরীফ না রাখতেন এবং সিদ্দীক আকবর উপস্থিত থাকতেন তাহলে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি

ওয়াসাল্লামের স্থানে সিদ্দীক স্থলাভিষিক্ত হতেন। কেননা, তাতে সিদ্দীকের চেয়ে সুউচ্চ কেউ নেই যে তাকে তা থেকে বিরত রাখবে। তিনি সে সময়ের সাদেক এবং হাকীম। অন্যান্য সবাই তাঁর হুকুমের আওতাভূক্ত। সিদ্দিকিয়াত ও নবুয়তের মধ্যবর্তী যে স্থান আমি প্রমাণিত করেছি, তা নৈকট্যলাভকারী সম্প্রদায়ের জন্য। আল্লাহর নিকট নবুয়তের পরেই সিদ্দীকিয়তের স্থান। আর নবুয়তের পর সিদ্দিকীয়াতের উপর হলো সিদ্দিকে আকবরের মকাম। এদিকেই এ রহস্যের ইঙ্গিত রয়েছে। সিদ্দীকের হৃদয়ে যা অর্জিত হয়েছে যার কারণে তিনি সকল সিদ্দীক থেকে উত্তম স্বীকৃতি পেয়েছেন যে, তাঁর হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালার ঐ রহস্য অর্জিত হয়েছে, যা না সিদ্দিকিয়াতের জন্য শর্ত, না এর জন্য অপরিহার্য। সুতরাং আবু বকর সিদ্দীক এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মধ্যখানে কোনো ব্যক্তি নেই, যিনি সিদ্দীকিয়তের অধিকারীও আবার রহস্যের অধিকারীও (রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু)।

টীকা ঃ গালি সম্প্রদায়ের অসার দাবী সম্পর্কে কতেক মহান হাদীস।

মাওলা আলীর দৃষ্টিতে সিদ্দীক আকবরের মকাম

'সহীহ বুখারী শরীফে' ইমাম মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া শাহজাদা আমিরুল মোমেনীন মাওলা আলী কার্‌রামাল্লাহু তায়ালা ওয়াজহাহুল কারীম থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اَبُوْبَكْرٍ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ خَشِيْتُ اَنْ اَقُوْلَ ثُمَّ فَيَقُوْلَ عُثْمَانَ فَقُلْتُ ثُمَّ اَنْتَ يَااَبَتِ فَقَالَ مَا اَنَا اِلَّارَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থাৎ আমি আমার সম্মানিত পিতা মাওলা আলী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র কাছে নিবেদন করি, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি

Scanned by CamScanner

ওয়াসাল্লামের পর লোকদের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তিনি বলেন, আবু বকর। আমি বলি, এরপর? বলেন, ওমর অতঃপর আমার ভয় হলো, আমি বলে ফেলি অতঃপর আপনি কিন্তু আমার আগেই তিনি বলে দিলেন, ওসমান। আমি অগ্রগণী হয়ে বলি, অতঃপর আপনি হে আমার পিতা। তিনি বলেন, আমিতো নয় মুসলমানদের মধ্যে একজন। এভাবে বর্ণনা করেন ইবনে আবী আসেম, খাশীশ এবং আবু নাঈম 'হুলইয়াতুল আওলিয়ায়'।

তাবরানী মু'জামে আওসাতে সেলাহ বিন যুফর থেকে বর্ণনা করন। যখন আমীরুল মোমেনীন আলীর সামনে লোকেরা আবু বকর সিদ্দীকের উল্লেখ করতেন, তখন আমীরুল মুমেনীন বলতেন-

اَلسَّبَاقُ يَذْكُرُوْنَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ مَااسْتَبَقْنَا اِلَي خَيْرٍقَطِ الْاَسَبِقْنَا اِلَيْهِ

অর্থাৎ আবু বকর শ্রেষ্ঠদের উল্লেখ করছেন। পরিপূর্ণ জীবন যাপনকারীদের উল্লেখ করছেন। সে সত্ত্বার শপথ! যার কুদরতী হস্তে আমার প্রাণ! যখন আমরা কোনো কল্যাণকর কর্মে অগ্রসর হতাম, তখন আবু বকর থাকতেন এর পরিচালক।

হযরত সিদ্দীক সম্পর্কে হযরত আলীর রায়

আবুল কাসেম তালহী, ইবনে আবী আসেম, ইবনে শাহীন এবং লালকায়ী সবাই নিজ নিজ হাদীসের কিতাবে, উশারী 'ফযায়েলে সিদ্দীকে', ইসবেহানী 'কিতাবুল হুজ্জা', ইবনে আসাকির 'তারিখে দামেশকে' বর্ণনা করেন। আমীরুল মোমেনীনের কাছে সংবাদ পৌছে যে, কতেক লোক তাকে আবু বকর ও ওমর থেকে উত্তম বলছেন। তখন তিনি মিম্বরে তাশরীফ নিয়ে যান। আল্লাহর প্রশংসা এবং স্তুতিবন্দনার পর বর্ণনা করেন-

اَيُّهَا النَّاسُ بَلَّغَنِيْ اَنْ اَقْوَامًا يُفَضِّلُوْنِيْ عَلَي اَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَلَوْكُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيْهِ لَعَاقَبْتُ فِيْهِ فَمَنْ سَمِعْتُهُ بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ يَقُوْلُ

هٰذَا فَهُوَ مُفْتَرٍ عَلَيْهِ حَدُّالْمُفْتَرِيْ خَيْرُالنَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْبَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ زَادَ غَيْرُ الطَّاحِيْ ثُمَّ اُحَدَّ ثْنَا بَعْضُهُمْ اَحَدً اثا يَقْضِيْ اللّٰهُ فِيْهَا مَا يَشَاءُ-

অর্থাৎ হে লোকেরা! আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, কতেক লোক আমাকে আবু বকর ও ওমরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিচ্ছে। যদি আমি এ সম্পর্কে প্রথমে হুশিয়ার করে দিতাম, তাহলে এখন শাস্তি দিতাম। আজকের পর যাকে আমি এমন বলতে শুনবো, সে অপবাদদাতা। আমি তাকে অপবাদদাতার শাস্তি প্রয়োগ করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর সর্বোত্তম হলেন আবু বকর, অতঃপর ওমর। এরপর আমাদের মধ্যে কিছু নতুন বিষয় সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সেসব বিষয়ে যা ইচ্ছা নির্দেশ দেবেন।

ইমাম আবু ওমর ইবনে আবদুল বার 'ইস্তিয়াবে' হাকাম বিন হাজাল থেকে, ইমাম আবুল হাসান দারকুতনী 'সুনানে' বর্ণনা করেন। আমীরুল মোমেনীন মাওলা আলী বলেন-

لَااَجِدُ اَحَدًا افَضَّلَنِيْ عَلَي اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ اِلَّاجَلَدْ تُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِيْ -

অর্থাৎ আমি আবু বকর ও ওমরের উপর শ্রেষ্ঠত্বদানকারী যাকেই পাবো, তাকে অপবাদদাতার শাস্তির আশি দোররা মারবো।

ইবনে আসাকির যুহরীর পদ্ধতিতে আবদুল্লাহ বিন কাসীর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমীরুল মুমেনীন বলেন -

لَا يُفَضِّلُنِيْ اَحَدٌ عَلَي اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ اَلَّاجَلَدْتُهُ جَلْدًا اَوْ جَمِيْعًا-

অর্থাৎ, যে আমাকে আবু বকর ও ওমর থেকে শ্রেষ্ঠ বলবে, আমি তাকে চাবুক মারবো।

ইমাম আহমদ 'মুসাদ্দাদ মুসনাদ', আদনী 'মিয়াতায়ন',আবু ওবায়দ 'কিতাবুল গরীব', নাঈম বিন হাম্মাদ 'ফিতান', খাছীমা বিন সুলায়মান ৩৯. তুলুসী 'ফযায়েলে সাহাবা' হাকেম 'মুসতাদরাক' এবং খতীব

Scanned by CamScanner

'তালখীসুল মুতাশাবাহ' গ্রন্থে বলেন, আমীরুল মুমেনীন বলেন -

سَبَقَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلّي اَبُوْبَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ ثُمَّ خَطَبَتْنَا فِتْنَةٌ وَيَعْفُوْاللّٰهُ عَمَّنْ يَشَاء وللْخَطِيْبِ وَغَيْرُهٗ فَهُوَ مَاشَاءَ اللّٰهُ زَادَهُوَ فَمَنْ فَضَّلَنِيْ عَلٰي اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ الْمُفْتَرِيْ مِنَ الْجَلْدِ وَاِسْقَاطِ الشَّهَادَةِ -

অর্থাৎ রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ নিয়ে গেছেন, তার পেছনে আবু বকর এবং তৃতীয় ব্যক্তি ওমরও চলে গেছেন, অতঃপর আমাদের ফিতনা গ্রাস করেছে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন অথবা তিনি বলেন, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হয়েছে। সুতরাং যে আমাদের আবু বকর ও ওমরের উপর শ্রেষ্টত্ব প্রদান করবে তার উপর আপবাদদাতার শাস্তি ওয়াজিব। তাকে দোররা মারা হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবু তালেব উশারী হাসন বিন কাসীর তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি আমীরুল মুমেনীন আলী মুরতাদা কাররামাল্লাহু তায়ালা ওয়াজহাহুর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন- আপনি কি সর্বোত্তম মানব? তিনি বলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছো? বলেন, না। আবু বকরকে দেখেছো বলেন, না। ওমরকে দেখেছো কিনা জিজ্ঞাসা করলে সে না সুচক জাবাব দেয়। হযরত আলী বলেন-

اَمَا اَنَّكَ لَوْقُلْتَ اِنَّكَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَتَلْتُكَ وَلَوْ قُلْتَ رَأَيْتُ اَبَابَكْرٍ وَ عُمَرٍ لَجَلَدْتُكَ -

শুনে নাও! যদি তুমি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখার স্বীকৃতি দিতে তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করতাম। আর যদি তুমি আবু বকর ও ওমরকে দেখতে তাহলে আমি তোমাকে শাস্তি দিতাম।

ইবনে আসাকির হযরত সৈয়দুনা আম্মার বিন ইয়াসির থেকে বর্ণনা করেন। আমীরুল মুমেনীন আলী বলেন -

لَايُفَضِّلُنِيْ اَحَدٌ عَلٰي اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرِ اِلَّا وَقَدْ اَنْكَرَ حَقِّيْ وَحَقَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থাৎ যে আমাকে আবু বকর ও ওমরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে, সে আমি এবং সকল রাসূলের সাহাবীগণের অস্বীকারকারী হবে।

হযরত শায়খায়ন প্রথম জান্নাতী

আবু তালেব উশরী এবং ইসবিহানী 'কিতাবুল হুজ্জায়' আবদে খায়র থেকে বর্ণনা করেন। আমি আমীরুল মুমেনীন মাওলা আলীর কাছে নিবেদন করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়াহি ওয়াসাল্লামের পর সর্ব প্রথম জান্নাতে কে যাবে? বলেন, আবু বকর ও ওমর। আমি আরজ করি ,হে আমরুিল মুমেনীন! তারা কি আপনার আগেই জান্নাতে যাবে ? বলেন-

اَيْ وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ اَنَّهُمَا لَيَاكُلَانِ مِنْ ثَمَارِهَا وَيَرْوَيَانِ مِنْ مَائِهَا وَلَيَتَّكِئَانِ عَلٰي فِرَاشِنَا وَاَنَا مَوْقُوْفٌ بِالْحِسَابِ-

হা! সে সত্ত্বার শপথ! যিনি বীজ ছিড়ে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন। আর মানুষকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তাঁরা উভয় জান্নাতের ফল খাবে, এর পানি দ্বারা তৃষ্ণা মেটাবে, এর মসনদসমূহে আরাম করবে। আর আমি এখনই হিসাবে দন্ডায়মান হবো।

রাসূলের পর সর্বোত্তম মানব

আবু জর হারভী এবং দারকুতুনী প্রমুখ হযরত আবু হুজায়ফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। আমি আমীরুল

Scanned by CamScanner

মুমেনীনের কাছে নিবেদন করি, তিনি বলেন -

يَاخَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرٍ -

অর্থাৎ থামো ! হে আবু হুজায়ফা আমি কি তোমাকে বলবোনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর সর্বোত্তম মানব কে ? আবু বকর ও ওমর।

রাসূলের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব

আবু নাঈম 'হুলিয়া', ইবনে শাহীন 'কিতাবুস সুন্নাহ' এবং ইবনে আসাকির আমর বিন হাবীশ থেকে বর্ণনা করেন। আমি আমীরুল মুমেনীন মাওলা আলীকে মিম্বরে বলতে শুনেছি -

اَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرٍ وَعُثْمَانٍ وَفِيْ لَفْظٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمٰنُ -

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হলো, আবু বকর অতঃপর ওমর এরপর ওসমান।

ইসলামে পবিত্র সন্তান

ইবনে আসাকির সা'দ ইবনে তারীফ আসবাগ বিন বানাতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وسلم قَالَ ابوبكر قُلْتُ ثم مَنْ قَالَ عثمان قُلْتُ ثم مَنْ قَالَ اَنَا-رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله صلي الله تعالي عليه وسلم بِعَيْنِيْ هَاتَيْنِ وَالْاَفْعَمْيَتَا وَ بِاُذُنِيْ هَاتَيْنِ وَالْاَفَصَمَّتَا يَقُوْلُ مَاوُلِدَ فِي الْاِسْلَامِ مَوْلُوْدٌ اَزْكٰي وَلَااَطْهَرُ وَلَااَفْضَلَ مِنْ اَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ-

অর্থাৎ আমি মাওলা আলীর কাছে আরয করি, হে আমীরুল মুমেনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ কে? তিনি বলেন, আবু বকর। আমি বলি এর পর কে? বলেন, ওমর এরপর কে? বলেন, ওসমান অতঃপর কে? তিনি বলেন, আমি। আমার স্বচক্ষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, না হয় আমার এ চোখ অন্ধ হয়ে যেতো আর এ কানে শ্রবণ করেছি, না হয় আমার কান বধির হয়ে যেতো। হুযুর বলতেন ইসলামে কোনো ব্যক্তি এমন জন্মগ্রহণ করেনি যারা আবু বকর অতঃপর ওমর থেকে অধিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ।

আবু তালেব উশারী 'ফযায়েলূস সিদ্দীক ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন। আমীরুল মুমেনীন মাওলা আলী কাররামাল্লাহু তায়ালা ওয়াজহাহুল করীম বলেন-

وَهَلْ اَنَا اِلَّا حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ اَبِيْ بَكْرٍ-

অর্থ্যাৎ আমি কে কিন্তু আবু বকরের নেকীসমূহ থেকে একটি নেকী।

হযরত সিদ্দিক আকবরের শ্রেষ্ঠত্বের চারটি কারণ

খাছীমা 'তারাবুলাসী' এবং ইবনে আসাকির আবুয যনাদ থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি মাওলা আলীর কাছে নিবেদন করেন, হে আমীরুল মুমেনীন! কি ব্যাপার মুহাজির ও আনসার আবু বকরকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রবতী করিয়েছে অন্যান্যরা তাকে খলীফা বানিয়েছে । অথচ আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বেশী। ইসলাম গ্রহণ এবং শীর্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে আপনিই অগ্রগণি। উত্তরে হযরত আলী বলেন, যদি মুসলমানের জন্য আল্লাহর আশ্রয় না হতো ,তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করে দিতাম। আফসুস! তোমাদের জন্য । আবু বকর চার কারণে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন। ইসলাম প্রচারে আমার পূর্বে, হিজরতে আমার পূর্বে, হেরা গুহায় হুযুরের সংসর্গে থাকা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইমামতের জন্য তাকে অগ্রবর্তী

Scanned by CamScanner

করেছেন। তিনি আরো বলেন -

وَيْحَكَ اَنَّ اللّٰهَ ذَمَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ وَمَدَحَ اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ اِلَّاتَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَه اللّٰه الاية -

আফসুস তোমার জন্য! নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সবার নিন্দা করেছেন আর আবু বকরের প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ করেন, যদি তোমরা এ নবীর সাহায্য না করো তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার সাহায্য করবেন। যখন কাফেররা তাকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। তারা দু'জন গুহায় ছিলেন। তখন (হুজুর) নিজ বন্ধুকে (আবু বকর) বলেছিলেন চিন্তিত হয়োনা আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।

হযরত সিদ্দিকের শ্রেষ্ঠত্ব

খতীব বাগদাদী, ইবনে আসাকির, দায়লামী 'মুসনাদুল ফেরদাউসে' এবং উশারী 'ফযায়েলে সিদ্দীকে' বর্ণনা করেন, আমিরুল মুমেনীন মাওলা আলী কাররামাল্লাহু বলেন -

سَأَلْتُ اللّٰهَ ثَلٰثًا اَنْ يُقَدِّمَكَ فَاَبٰى عَلِيٌّ اِلَّا تَقْدِيْمَ اَبِىْ بَكْرٍ - .

অর্থাৎ হে আলী! আমি আল্লাহর কাছে তিনবার প্রার্থনা করেছি তোমাকে অগ্রবর্তী করার জন্য কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আবু বকরকে অগ্রগণী করেছেন।

হযরত আলী প্রশংসায় সীমাতিক্রমের শিকার

আবদুল্লাহ বিন আহমদ যাওয়ায়েদে মুসনাদ এবং আবু ইয়ালা দোয়ারকী, হাকেম, ইবনে আবী আসেম এবং ইবনে শাহীন আমীরুল মুমেনীন মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন -

دَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَاعَلِىُّ اِنَّ فِيْكَ مِنْ

عِيْسٰى مَثَلًا اَبْغَضَتْهُ الْيَهُوْدُ حَتّٰى بَهَتُوْا اُمَّهٗ وَاَحَبَّتْهُ النَّصَارٰى حَتّٰى اَنْزَلُوْهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِىْ لَيْسَ بِهَا وَقَالَ عَلِيٌّ اَلَا وَانِّىْ يُهْلِكُ فِىَّ رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُطْرٍ يُقَرِّظُنِىْ بِمَا لَيْسَ فِىَّ وَمُبْغِضٌ مُفْتَرٍ يَحْمِلُهٗ شَنَانِىْ عَلٰى اَنْ يَبْهَتَنِىْ اَلَا وَانِّىْ لَسْتُ بِنَبِىٍّ وَلَا يُوْحٰى اِلَىَّ وَكُلُّنِىْ اَعْمَلُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهٖ صلى الله تعالى عليه وسلم مَااسْتَطَعْتُ فَمَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ بِطَاعَةِ اللّٰهِ فَحَقٌّ عَلَيْكُمْ طَاعَتِىْ فِيْمَا اَحْبَبْتُمْ اَوْكَرِهْتُمْ اَوْبِمَعْصِيَةِ انوغيرى فَلَاطَاعَةَ لِاَحَدٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ -

অর্থাৎ আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ডেকে নিলেন এবং বলেন, হে আলী তোমার মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত ঈসার ন্যায় রয়েছে। ইহুদীরা তাঁর সাথে শত্রুতা করেছে, এমনকি তার মায়ের উপর অপবাদ দিয়েছে। আর নাসারারা তাঁর বন্ধু সেজেছে এমনকি তাঁর যে মর্তবা ছিলোনা তাও তাঁরা আবিষ্কার করেছে। মওলা আলী বলেন, শুনে নাও! আমার ব্যাপারে দু'ব্যক্তি ধ্বংস হবে। ঐ বন্ধু যারা আমার প্রশংসায় সীমালংঘন করে তারা আমার ঐ মর্তবার কথা বলবে যা আমার মধ্যে নেই। আর একজন শত্রু অপবাদদাতা তার শত্রুতা এমন প্রকট পর্যায়ে পৌঁছবে যে সে আমার উপর আপবাদ দিয়ে বসবে। শুনে নাও! আমি না নবী, আর না আমার কাছে ওহী আসে। আমি যে'টুকু সম্ভব আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাতের উপর আমল করি। সুতরাং যখন আমি তোমাদের অনুগত্যের নির্দেশ দেই তখন তোমরা আমার অনুগত্য করবে- আমার কথা মেনে চলবে তোমাদের পছন্দ হোক বা নাই হোক। আর যদি অবাধ্যতা ও পাপের নির্দেশ দেই আমি কিংবা অন্য কেউ তাহলে আল্লাহর নাফরমানীতে কারো অনুগত্য নেই। আনুগত্য শরীয়ত সম্মত বিষয়েই রয়েছে।

Scanned by CamScanner

সর্বশ্রেষ্ঠ ঈমান

ইবনে আসাকির সালেম বিন আবুল জা'দ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন -

قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ هَلْ كَانَ ابو بَكْرٍ اَوَّلَ الْقَوْمِ اسْلَامًا قَالَ لَاقُلْتَ فِيْمَا عَلَا اَبُوْبَكْرٍ وَسَبَقَ حَتّٰى لَايَذْكُرُ اَحَدٍ غَيْرِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ لِاَنَّهٗ كَانَ اَفْضَلُهُمْ اِسْلَامًا حِيْنَ اَسْلَمَ حَتّٰى لِحَقِ بِرَبِّهِ -

অর্থাৎ আমি ইমাম মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া শাহজাদা মাওলা আলী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে জিজ্ঞেস করি, সিদ্দীকে আকবর কি সর্বপ্রথম ঈমান এসেছে? তিনি বলেন, না, আমি বলি তাহলে কী কারণে আবু বকর সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রবর্তী রয়েছেন যে, তার সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি বলেন, এ কারণে যে, তিনি যখন থেকে মুসলমান হয়েছেন এবং যতোক্ষণ নিজ রবের কাছে গিয়েছেন তাঁর ঈমান সর্বশ্রেষ্ঠ থেকেছে।

শায়খাইনের শ্রেষ্ঠত্ব

ইমাম দারকুতুনী জুনদুব আসদী থেকে বর্ণনা করেন -

اِنَّ مُحَمَّدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ اَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ وَالْجَزِيْرَةِ فَسَأَلُوْهُ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَالْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ اُنْظُرْ اَهْلَ بِلَادِكَ يَسْأَلُوْنِىْ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَر لَهُمَا اَفْضَلُ عِنْدِىْ مِنْ عَلِىٍّ -

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর কাছে কুফাবাসী এবং জযীরার কিছু লোক উপস্থিত হয়ে আবু বকর সিদ্দীক এবং ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। ইমাম আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, নিজ মাতৃভূমির মানুষদের প্রতি থাকাও, আমার কাছে আবু বকর ও ওমর সম্পর্কে প্রশ্ন করছো, নিশ্চয়ই তারা আমার মতে আলী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে শ্রেষ্ঠ।

রাফেযী এবং খারেজী দৃষ্টিভঙ্গি

হাফেজ ওমর বিন শোবাহ সৈয়্যেদুনা ইমাম যায়দ শহীদ ইবনে ইমাম যায়নুল আবেদীন ইবনে ইমাম হোসাইন থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাফেযীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন -

اِنْطَلَقَتِ الْخَوَارِجُ فَبَرِئَتْ مِمَّنْ دُوْنَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَلَمْ يَسْتَطِيْعُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا فِيْهِمَا شَيْئًا وَانْطَلَقْتُمْ اَنْتُمْ فَطَفَرْتُمْ فَوْقَ ذَالِكَ فَبَرِئْتُمْ مِنْهُمَا فَمَنْ بَقِىَ فَوَاللهِ مَابَقِىَ احدٌ اِلَّابَرِئْتُمْ مِنْهُ -

অর্থাৎ খারেযীরা সীমালংঘন করে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে যাদের মর্যাদা আবু বকর ও ওমরের নীচে অর্থাৎ ওসমান ও আলী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা কিন্তু আবু বকর ও ওমরের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছু বলেনা।

আর হে রাফেযীরা! তোমরা তাদের উপর লাফ মেরেছো যে,স্বয়ং সৈয়্যদুনা আবু বকর ও ওমরের উপর উদ্ধত্য প্রদর্শন করেছো। সুতরাং এখন আর কে অবশিষ্ট আছে? আল্লাহর শপথ! কেউ অবশিষ্ট নেই যার সাথে তোমরা বেয়াদবী করোনি।

রাফেযীর শাস্তি

দারকুতুনী ফুযায়ল বিন মারযুক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন -

قَالَ قُلْتُ لِمُعَمَّرِ بْنِ عَلِىِّ بنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ رضى الله تعالى عنهم اَفِيْكُمْ اِمَامٌ تُفْتَرَضُ طَاعَتِهٖ تَعْرِفُوْنَ ذَلِكَ لَهٗ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَالِكَ لَهٗ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةِ جَاهِلِيَّةً فَقَالَ لَاوَاللهِ مَاذَالِكَ فِيْنَا مَنْ قَالَ هٰذَا فَهُوَ كَاذِبٌ فَقُلْتُ اِنَّهم يَقُوْلُوْنَ اِنَّ هٰذِهِ الْمَنْزِلَة كَانَتْ لِعَلِىٍّ ثُمَّ لِلْحَسَنِ ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ قَالَ قَاتَلَهُمُ اللهُ وَيْلَهُمْ مَاهٰذَا مِنْ الدِّيْنِ وَاللهِ هٰؤُلَاءِ الْاَمْنَاءِ كُلِّيْنَ بِنَاهٰذَا مختصر

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ আমি ইমাম যায়নুল আবেদীনের শাহজাদা ইমাম বাকেরের ভাই ইমাম ওমর বিন আলী থেকে জিজ্ঞাসা করি,আপনাদের মধ্যে এমন কোনো নবী আছে যার আনুগত্য ফরয, আপনি তাদের এ হক সম্পর্কে জানেন? যে ব্যক্তি তা না জেনে মারা গেছে সে জাহেলিয়াতের মরা মরেছে। তিনি বলেন, যে এরকম উক্তি করে সে মিথ্যুক। আমি বলি, রাফেযীরাতো বলে যে, এ মর্তবা মাওলা আলীর ছিলো অতঃপর ইমাম হাসান, হোসাইনেরও অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ রাফেযীদের লাঞ্ছিত করুক! তাদের জন্য এটা কি রকম দ্বীন। আল্লাহর শপথ! এসব লোকেরা আমাদের নাম নিয়ে নিজেদের আখের গুছায়। আমরা এ থেকে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

খতমে নবুয়তের নসসমূহ

এ পর্যন্ত একশো হাদীস অধম উল্লেখ করেছি। এখানেই সমাপ্তি করার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু এ সময় হযরত আমীরুল মুমেনীন আলীর কথা স্মরণে আসে। তাই তাঁর শানে আরো দশটি হাদীস শামিল করে দিয়েছি। যেন হযরত আলীর নামের সংখ্যা অর্জিত হয়। দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, হযরত আমীরুল মুমেনীনের ফযযে করমে টীকাতে দশটি হাদীস অতিবাহিত হয়েছে। টীকার পর ২৫নং হাদীস, এরপর ৩৯ ও ৪২ তিনটি, ৪৮ ও ৫৮ নম্বরে দু'টি করে ৪টি, অতপর ৬২ নম্বরে আরো একটি হাদিসসহ মোট ১০টি, সর্বমোট ২০টি হাদিস সংযোজিত হয়েছে। খতমে নবুয়ত বিষয়ে সর্বমোট একশো বিশটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যদ্বারা তিন চল্লিশের মর্যাদাও অর্জিত হয়েছে।

নবী এবং আলেমদের বাণী অতীত কিতাবসমূহে

হাকেম 'সহীহ মুসতাদরাকে' ওহাব বিন মুবিব্বাহ থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং অন্যান্য সাতজন সাহাবা কিরাম থেকে যারা সবাই ছিলেন বদরী সাহাবী। আল্লাহ তাদের সবার উপর সন্তুষ্ট

হয়েছেন। তাঁরা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে অন্যান্যদের পূর্বে হযরত নূহ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম এবং তাঁর সম্প্রদায়কে ডেকে বলবেন, তোমরা নূহকে কি জবাব দিয়েছো? তারা বলবে, নূহ না আমাদের আপনার দিকে আহবান করেছে, না আপনার কোনো হুকুম পৌছে দিয়েছে, আর না তিনি কোনো নসিহত করেছেন, না ইতিবাচক- নৈতিকবাচক কোনো নির্দেশ শুনিয়েছেন। নূহ আলায়হিস সালাম নিবেদন করবেন-

دَعَوْتُهُمْ يَارَبِّ دَعَا فَاشِيًا فِى الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اُمَّتِهٖ بَعْدَ اُمَّةٍ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى اٰخِرِ النَّبِيِّيْنَ اَحْمَدُ فَاَنْتَسِخِهٖ وَقَرَأَهُ وَاٰمَنَ بِهٖ وَصَدَّقَهٗ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তাদের এমন দাওয়াত দিয়েছি যার সংবাদ যুগের পর যুগ পূর্বাপর সবার মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। এমন কি সর্বশেষ নবী আহমদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে। তারা তা লিখেছে-পড়েছে এবং এর উপর ঈমান এনেছে এবং এর সত্যায়ন করেছে।

হক তায়ালা বলবেন, উম্মতে মুহাম্মদীকে আহবান করো -

فَيَأْتِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاُمَّتُهٗ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ —

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তার উম্মতগণ উপস্থিত হবেন এভাবে যে, তাদের নূর তাদের আগে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। নূহ আলায়হিস সালামের জন্য সাক্ষ্য আদায় করবে। (সংক্ষেপিত)

এ হাদীসটি দারকুতুনী 'গরায়েবে' ইমাম মালেক, বায়হাকী 'দালায়েলে', খতীব 'রুওয়াতে মালেকে' আদীদার পদ্ধতিতে, তিনি মালেক বিন আনাস, তিনি নাফে, তিনি ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা এবং ইবনে আবীদ্ দুনিয়া, বায়হাকী ও আবু নাঈম

Scanned by CamScanner

'দালায়েলে' ইয়াহিয়া বিন ইব্রাহীম বিন আবী কুতায়লার পদ্ধতিতে বিন আসসালাম থেকে, তিনি তার পিতা আসলাম থেকে যিনি হযরত ওমরের গোলাম, আর মুআয বিন আল-মুসন্না 'ফাওয়ায়েদ মুসনাদ মুসাদ্দীদে' মুনতাসার বিন দিনারের পদ্ধতিতে, আবদুল্লাহ বিন আবীল হুযায়ল থেকে, ওয়াকেদী 'মাগাজীতে' আবদুল আযীয বিন ওমর বিন জাউনা বিন নাদলাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং ইবনে জরীর 'তারীখ', 'মাওয়ারদী' 'কিতাবুস সাহাবায়' আবু মারুফ আবদুল্লাহ বিন মারুফের পদ্ধতিতে আবু আবদুর রহমান আনসারী থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন হুসয়ন বিন আলী বিন আবী তালেব থেকে, ইবনে আবিদ দুনিয়া ইমাম মুহাম্মদ বাকের রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের প্রিয় নবী হলেন সর্বশেষ নবী। যার সুসংবাদ নূহ আলাইহিস সালাম সহ অন্যান্য নবীগণ দিয়েছেন।

যারীব বিন বরসামলীর সাক্ষ্য

সা'দ বিন আবী ওকাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু নাদলা বিন ওমর আনসারীকে তিনশত মোহাজির এবং আনসার সহকারে ইরাকের তারাজ হালওয়ান নামক স্থানে প্রেরণ করেন। তিনি কয়েদী এবং গণিমতসমূহ নিয়ে আসছেন। একটি পাহাড়ের পাদদেশে সন্ধ্যা হয়ে যায়। নাদলা আযান দেয়। যখন আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর বললো, পাহাড় থেকে আওয়াজ আসলো। কার আওয়াজ তার আকৃতি দেখা যাচ্ছে না। কেউ বলছেন-

كَبَّرْتَ كَبِيْرًا يَانَضْلَةُ -

অর্থাৎ, হে নাদলাহ! তুমি মহান আল্লাহর মহানত্ব বর্ণনা করেছো। যখন বললো-

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-

জওয়াব এলো-

اَخْلَصْتَ يَا نَضْلَةُ اِخْلَاصًا —

অর্থাৎ, হে নাদলাহ! তুমি খালেস তাওহীদ ঘোষণা করেছো। যখন বললো-

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ-

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে. আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল) সেই নবী প্রেরিত হয়েছে যার পর কোনো নবী নেই। যার সুসংবাদ আমাদের প্রদান করেছিলেন হযরত ঈসা বিন মারইয়াম আলায়হিস সালাম। তাঁর উম্মতের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে। যখন বললো-.

اِنَّىْ نَبِيٌّ بَعَثَ لَانَبِيَّ بَعْدَهُ هُوَ النَّذِيْرُ وَهُوَالَّذِيْ بَشَّرَنَا بِهٖ عِيْسٰى بْنُ مَرْيَمَ وَعَلٰى رَاسِ اُمَّتِهٖ تَقُوْمُ السَّاعَةِ-

তখন উত্তর আসলো -

فَرِيْضَةٌ فُرِضَتْ (طُوْبٰى لِمَنْ مَشٰى اِلَيْهَا وَوَاظَبَ عَلَيْهَا)-

(নামায একটি ফরয, যা বান্দাগণের উপর অপরিহার্য করা হয়েছে। সৌন্দর্য ও সন্তুষ্ট তাদের জন্য যারা তাঁর পথে চলে এবং তাঁর অনুসরণ করে।) যখন বললো-

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ-

আওয়াজ আসলো-

اَفْلَحَ مَنْ اَتَاهَا وَوَاظَبَ عَلَيْهَا (اَفْلَحَ مَنْ اَجَابَ محمدا صلى الله عليه وسلم)-

মাকসুদ পর্যন্দ পৌছেছে। যে নামাযের জন্য এসেছে এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। সেই উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছেছে যিনি মুহাম্মদ

Scanned by CamScanner

সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করেছে। যখন বল্‌লো -

قَدْقَامَتِ الصَّلَاةِ —

জওয়াব আসলো-

اَلْبَقَاءُ لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم وَعَلٰى رُؤُسِهَا تَقُوْمُ السَّاعَةِ —

অবশিষ্ট রয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এবং তাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে। যখন বল্‌লো-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰه -

আওয়াজ আসলো-

اَخْلَصْتَ الاِخْلَاصَ كُلَّهٗ يَانَضْلَة فَحَرَّمَ اللّٰهُ جَسَدَكَ عَلَى النَّارِ-

(হে নাদলা! তুমি পূর্ণ একনিষ্ঠ সহকারে কাজ করেছো। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এর কারণে তোমার শরীর দোযখের উপর হারাম করে দিয়েছেন।) নামাযের পর নাদলা দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে সৎ-পবিত্র, সুন্দর উক্তিকারী আমরা আপনার কথা শুনেছি, আপনি ফেরেস্তা হন কিংবা সিয়াহ (سياح) কিংবা জ্বিন আপনি আমাদের সাথে কথা বলুন, আমরা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (আর আমীরুল মুমেনীন ওমর) এর সফীর। এ উক্তির পর পাহাড় থেকে একজন বৃদ্ধ লোক বের হন। নূরানি চেহারা,উজ্জ্বল কেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রুমন্ডিত এবং চাক্কি বরাবর মাথা। একটি উজ্জ্বল শুভ্র চাঁদর জড়ানো অবস্থায় উপস্থিত হয়ে বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ, উপস্থিত সবাই সালামের জবাব দিয়েছেন। নাদলা জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুক! কে আপনি? তিনি বলেন, আমি যরীব বিন বরসামলা। নেককার বান্দা ঈসা বিন মারয়াম আলায়হিস সালামের ওসী। তিনি আমার জন্য দোয়া

করেছিলেন যে, আমি যেন তাঁর অবতারণ হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকি। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোথায়? বলেন, ইনতিকাল করেছেন। একথা বলাতে ঐ বুযুর্গ বেশী করে ক্রন্দন করেন। অতঃপর বলেন, তারপর কে খলিফা হয়েছেন? বলেন, আবু বকর। তিনি কোথায়? বলেন, ইনতিকাল করেছেন। অতঃপর খেলাফতে বসেছেন? বলেন, ওমর। তিনি বলেন, আমীরুল মোমেনীন ওমরকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, সময় শেষ হয়ে এসেছে। অতঃপর তিনি কিয়ামতের নিকটবর্তীয় আলামত ও চিহ্নসমূহ, অনেক উপদেশ, হিকমত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং অদৃশ্য হয়ে যান। যখন আমীরুল মুমেনীনের নিকট এ সংবাদ পৌছেন তখন তিনি সা'দ বিন আবী ওকাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র নামে ফরমান জারি করেন যে, আপনি নিজেই ঐ পাহাড়ের নিচে যান। যদি তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে তাহলে তাঁকে আমার সালাম বলবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, ঈসা আলায়হিস সালামের একজন সিয়তকারী ইরাকের এ পাহাড়ে ঘর (বেঁধে রয়েছেন)। সা'দ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু (চার হাজার মুহাজির ও আনসারদের সাথে নিয়ে) এ পাহাড়ে গিয়ে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন। দৈনিক পাঁচবার আযান বলেন কিন্তু কোনো আওয়াজ ছিলো না। অবশেষে তাঁরা ফিরে আসেন।

সিরিয়ার নাসরানির খতমে নুবয়তের সাক্ষ্য

তাবারাণী 'মু'জামে কবীরে' সৈয়দুনা বেলাল রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি জাহেলিয়া যুগে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেছিলাম। দেশের ঐ প্রান্তের আহলে কিতাবের এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি বলেন, তোমাদের ঐদিকে কি কোনো ব্যক্তি নবুয়ত দাবী করেছেন? আমি বলি, হ্যাঁ! তিনি বলেন, আপনি কি তাঁর আকৃতি দেখলে তাঁকে চিনতে পারবেন? আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি আমাকে একটি ঘরে নিয়ে যান।

Scanned by CamScanner

যাতে ছিলো অনেকগুলো ফটো। সেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আকৃতি আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। এসময় আরেক কিতাবধারী এসে বলেন, কি কাজে রয়েছেন? আমি তাকে অবস্থা সম্পর্কে বলি। তিনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। সেখানে যাওয়ার সাথে সাথেই হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নূরানী চেহারা আমার দৃষ্টিগোচর হয় এবং দেখি, এক ব্যক্তি হুযুরের পেছনে হুযুরের পা মোবারক ধরে আছেন। আমি বলি, উনি কে? ঐ কিতাবী (খৃষ্টান) বলেন-

اِنَّهٗ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ اِلَّا بَعْدَهٗ نَبِيٌّ اِلَّا بَعْدَهٗ نَبِيٌّ اِلَّا هٰذَا فَاِنَّهٗ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ وَهٰذَا الْخَلِيْفَةُ –

অর্থাৎ- এ পর্যন্ত এমন কোনো নবী ছিলো না যার পরে কোন নবী আসেন নি। কিন্তু ইনি এমন নবী যার পর কোনো নবী নাই। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁর খলীফা। আমি দেখি সেটা ছিলো আবু বকর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু এর ফটো।

রোম সম্রাটের দরবারে যিকরে মোস্তফা

পরিশিষ্ট-১ ইবনে আসাকির কাযী মুয়াফী বিন যাকারিয়ার সূত্রে হযরত ওবাদা বিন সামিত থেকে, আর বায়হাক্বী ও আবু নাঈম আবু আমামা বাহেলীর সূত্রে হযরত হিশাম ইবনে আস থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, সিদ্দিকে আকবর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু আমাদের রোম সম্রাটের কাছে প্রেরণ করেন। আমরা রাজ প্রসাদের বাতায়নের নিকটে পৌছে আমাদের সওয়ারীগুলো রাখি এবং বলি-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর) এটা বলার সাথে সাথেই প্রসাদের বাতায়ন দুলতে থাকে প্রবল বাতাসে দোদুল্যমান খর্জুর বৃক্ষের ন্যায়।

সম্রাট এক ব্যক্তির মাধ্যমে আমাদেরকে পয়গাম দিলেন, আমার সামনে তোমাদের ধর্মবিশ্বাস এমন প্রচণ্ড শব্দে প্রকাশ করা উচিত নয়। এরপর তিনি আমাদেরকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আমরা ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম সম্রাট লাল পোশাক পরিহিত হয়ে ফরাশে উপবিষ্ঠ আছেন। সেখানকার প্রতিটি বাতায়নের পর্দা ছিল লাল রঙের। সম্রাটের কাছে আমীর ওমরাহদের একটি দলও ছিল। আমরা কাছে পৌছতেই সম্রাট হেসে হেসে বললেন, তোমাদের কি ক্ষতি হত যদি নিয়মানুযায়ী তোমরা আমাকে দোয়া ও সালাম বলতে? আমরা বললাম, আমরা পরস্পরের মধ্যে যে সালাম ও দোয়া বলি, তা আপনার প্রতি বলা জায়েয মনে করি না। আপনারা একে অপরকে যে দোয়া দেন, আমরা তাও বৈধ মনে করি না। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি ধরণের সালাম ও দোয়া বল? আমরা বললাম, আসসালামু আলাইকুম। সম্রাট বললেন, তোমরা তোমাদের বাদশাহকে কিভাবে সালাম ও দোয়া বল? আমরা বললাম, একইভাবে। বাদশাহের জন্যে কোন আলাদা নিয়ম নেই। সম্রাট বললেন, বাদশাহ কিভাবে সালামের জওয়াব দেন? আমরা বললাম, একই কথা দিয়ে। সম্রাট আবার বললেন, তোমাদের সর্ববৃহৎ কালাম কোন্‌টি? আমরা বল্‌লাম, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর'। একথা বলতেই সেই বাতায়ন দুলে উঠল। সম্রাট মাথা তুললে তাও দুলতে লাগল। বাদশাহ আমাদের দিকে ভালো করে তাকালেন অতঃপর বললেন, এটা কি সেই বাণী, যা তোমরা এখানে আসার সময় বলেছিলে। আমরা বল্‌লাম, হাঁ। সম্রাট প্রশ্ন করলেন, যখন তোমরা এই কলেমাটি আপনগৃহে পাঠ কর, তখন তোমাদের গৃহের বাতায়নও কি এমনিভাবে দুলতে থাকে? আমরা বললাম, আল্লাহর কসম, এ জায়গা ছাড়া আমরা কখনও এরূপ দেখিনি। সম্রাট বললেন, এতে আল্লাহর কোনো হেকমত রয়েছে। শুনে নাও! আমার আশা ছিল তোমরা যে স্থানে এ কলেমা পড়তে, সে স্থানই যদি দুলতে থাকত, তবে এটা আমার পছন্দনীয় ব্যাপার হতো। আমি আরও পছন্দ করতাম যদি আমার দেশের কিছু অংশ বেহাত হয়ে যেত। আমরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে সম্রাট বল্‌লেন, এরূপ হলে এটা

Scanned by CamScanner

নবুয়তের দাবি অনুযায়ী হত না. বরং নিছক কোন ব্যক্তির কৌশল, ধোঁকা ও প্রতারণা হত। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ-

সুতরাং আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামদের জিহাদেও দু'পক্ষের জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকা নবুয়তের প্রমাণ। হাদীস শরীফে আছে -

اَلْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ-

এ হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু ছুফিয়ান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। সুতরাং সম্রাট হিরাক্লিয়ার্সকে যখন আবু ছুফিয়ান সংবাদ দেন যে, কোনো যুদ্ধে আমরা আর কোন যুদ্ধে তারা জয়ী হয়, তখন সম্রাট বলেন, هذا اية النبوة (এটাই হলো নবুয়তের দলিল) এটা বায্যার ও আবু নাঈম দাহইয়া কালবী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

আউলিয়ায়ে কিরামের ক্ষমতা এবং ইমাম হোসাইনের মর্মান্তিক শাহাদাত

এটা স্মর্তব্য যে, কতেক গন্তমুর্খ, দুর্বল বিশ্বাসী এতে সন্দেহ পোষণ করেন এবং মুর্খ ওহাবীদের এ প্রোপাগান্ডার শিকার হন যে, আউলিয়া কিরাম যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে ইমাম হোসাইন কেনো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেননি, কেনো তাঁকে এমন মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে? কেন তিনি নাপাক ইয়াযিদের সৈন্যদের ধ্বংস করে দেননি? কিন্তু এ নির্বোধরা জানেনা যে, তাঁদের শক্তি যা তাদের প্রতিপালক তাদের প্রদান করেছেন তা রেযা, সন্তুষ্টি, বশ্যতা স্বীকার এবং আবদিয়্যাতের ভিত্তিতে, মায়াজাল্লাহ! জোরপূর্বক, বিদ্রোহ, অবাধ্যতা এবং ঔদ্ধত্যভাবে নয়। মিশরের বাদশাহ মাকুকশ হাতেব বিন আবী বলতাআ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুকে পরীক্ষামূলকভাবে জিজ্ঞাসা

করেন, যখন তোমরা তাকে নবী বলছো তাহলে তিনি দোয়া করে তাদের ধ্বংস করে দেননি কেনো? তখন হযরত হাতেব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আপনি কি ঈসা আলায়হিস সালামকে রাসুল মানেন না? তিনি দোয়া করে তাঁর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেননি কেন? যখন তারা তাকে ধরে ফেলেছিলো এবং তাকে ফাঁসি কাষ্টে দিতে চেয়েছিলো? মকুকশ বলেন-

اَنْتَ الْحَكِيْمُ الَّذِىْ جَاءَ مِنْ عِنْدِ الْحَكِيْمِ-

অর্থাৎ আপনি বিজ্ঞ লোক এবং পূর্ণ বিজ্ঞানময় রাসূল আলায়হিস সালামের নিকট থেকে এসেছেন।

ইমাম বায়হাকী হযরত হাতেব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন।

মহানবী'র চিত্র ইহুদী আলেমগণের কাছে

হযরত জুবায়ব ইবনে মুতয়িম রাদিআল্লাহ তায়ালা আনহু বলেন ঃ যখন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন, তখন তাঁর উপর কোরায়শদের অত্যাচার আমার মোটেই ভাল লাগেনি। তাই আমি সিরিয়ার দিকে চলে যেতে মনস্থ করলাম। যখন আমি ইহুদী একটি উপসনালয়ে পৌছলাম, তখন সেখানকার সন্ন্যাসীরা তাদের সরদারকে আমার আগমনের সংবাদ দিল। সরদার তাদেরকে তিনদিন পর্যন্ত আমাকে আপ্যায়ন করার আদেশ দিল। তিনদিন পর সরদার আমাকে ডেকে বলল ঃ তুমি কি হেরেমের অধিবাসী? আমি বল্লাম ঃ হ্যাঁ। সে বলল ঃ যে ব্যক্তি নবুয়ত দাবি করেছেন, তাকে চিন? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। অতঃপর সে আমার হাত ধরল এবং আমাকে উপসনালয়ের অভ্যন্তরে নিয়ে গেল। উপসনালয়ের ভিতরে অনেক চিত্র রাখা ছিল। সে বলল ঃ দেখ তো এসব চিত্রের মধ্যে সেই নবীর চিত্র তোমার নযরে পড়ে কিনা? আমি অনেক ঘুরে ফিরে দেখলাম। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর

Scanned by CamScanner

চিত্র কোথাও দৃষ্টিগোচর হলনা। এরপর সে আমাকে একটি বড় উপাসনালয়ে নিয়ে গেল। সেখানে আরও বেশী চিত্র রক্ষিত ছিল। সে বলল ঃ খুব ভাল করে দেখ, এখানে তাঁর চিত্র আছে কিনা? যখন আমি গভীর দৃষ্টিপাত করে দেখলাম, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর একটি প্রতিকৃতি দেখতে পেলাম। এর সাথে হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু এর প্রতিকৃতিও দেখলাম, যিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিকৃতির দিকে ইশারা করে বলল ঃ এটি নবীর প্রতিকৃতি। আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে ইনিই তিনি। সেও বললঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে ইনি তোমাদের নবী। তাঁর পরে রয়েছে তাঁর খলিফার প্রতিকৃতি। অতঃপর সে হযরত আবু বকরের প্রতিকৃতির দিকে ইশারা করল। আমি বল্লাম ঃ এ প্রতিকৃতির অনুরূপ কোন কিছু আমি কখনও দেখিনি। সরদার বলল ঃ তুমি কি আশংকা কর যে, শত্রুরা তাকে মেরে ফেলবে? আমি বললাম ঃ আমার তো ধারণা এই যে, এ পর্যন্ত মক্কাবাসীরা তাঁকে হত্যা কাজটি সমাপ্ত করে ফেলেছে। সরদার আল্লাহর কসম খেয়ে বলল ঃ মক্কাবাসীরা তাঁকে নয়; বরং তিনি মক্কাবাসীদেরকে পরাভূত করবেন, যারা তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করবে। রব্বুল ইয্যত সর্বাবস্থায় তাঁকে বিজয়ী করবেন।

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পয়গম্বরগণের প্রতিচ্ছবি

হেশাম ইবনুল আস্ (রাঃ) বলেন ঃ আমিরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আমাকে এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য, তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া। আমরা যখন গোতা পৌছলাম, তখন সম্রাটের একজন গভর্ণর জাবালা গাস্সানী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা হিরাক্লিয়াসের সাথে সাক্ষাতের কথা বল্লাম, আপনারা যা বলতে চান, দূতের সাথে বলুন। আমরা বল্লাম, আমরা দূতের সাথে কথা বলব না। অতঃপর দূত আমাদেরকে জাবালার সম্মুখে নিয়ে গেল। আমি তার সাথে কথা

বল্লাম এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। আমি দেখলাম, তিনি কালো পোশাক পরেছেন। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বল্লেন, আমি কসম খেয়েছি যে, তোমাদেরকে সিরিয়া থেকে বের না করা পর্যন্ত এ পোশাক খুলব না। আমি বল্লাম, আল্লাহর কসম, যে ভূমিতে আমরা বসে আছি, তা আমরা দখল করে নিব; বরং আপনাদের দেশের একটা বিরাট অংশ আমাদের করতলগত হবে ইনশাআল্লাহ। কেননা, আমাদের নবীকে আল্লাহ তাআলা এ বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন।

গভর্ণর বললেন, আপনারা সেই জাতি নন, যারা এদেশ জয় করবে। বরং তারা এমন জাতি, যারা রোযা রাখে এবং সন্ধ্যা বেলায় ইফতার করে। এরপর জাবালা আমাদের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা যখন রোযার কথা বল্লাম, তখন তার মুখ কালো হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বল্লেন, উঠুন, আমরা উঠলাম। তিনি আমাদেরকে হিরাক্লিয়াসের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন দূতকে সঙ্গে দিলেন। আমরা শহরের নিকটবর্তী হলে দূত বলল, আপনাদের বাহনের মত বাহন লোকেরা এই শহরে আনে না। আপনারা ইচ্ছা করলে অন্য বাহন যোগাড় করে দেই। আমরা বল্লাম, না। আল্লাহর কসম, আমরা এই বাহন নিয়েই শহরে প্রবেশ করব। আমাদের এই কথাবার্তা সম্রাটের শ্রুতিগোচর হলে তিনি আমাদেরকে আমাদের বাহনেই তরবারি কোষবদ্ধ অবস্থায় শহরে আসার অনুমতি দিলেন। আমরা সেখানে পৌছে বাহনগুলোকে বাতায়নের নিচে থামিয়ে দিলাম। সম্রাট আমাদেরকে নিরীক্ষণ করছিলেন। আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিলে প্রাসাদের বাতায়ন প্রবল বাতাসে দোদুল্যমান খেজুর গাছের ন্যায় দুলতে লাগল।

এরপর সম্রাট আরও বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন এবং আমরা জওয়াব দিলাম। পরে তিনি আমাদেরকে নামায ও রোযা সম্পর্কেও প্রশ্ন করলেন। আমরা উত্তর দিলাম। অতঃপর বললেন, ওঠ। তোমাদের জন্য একটি উৎকৃষ্ট গৃহ সজ্জিত করা হয়েছে। সেখানে অতিথি আপ্যায়নের সকল উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

আমরা সেই গৃহে তিনদিন অবস্থান করলাম। সম্রাট প্রতি রাত্রে আমাদেরকে ডেকে পাঠাতেন এবং যেসব বিষয়ে পূর্বে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, সেগুলো সম্পর্কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করতেন। আমরা জওয়াবের পুনরাবৃত্তি করতাম। এরপর সম্রাটের আদেশে একটি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট সিন্দুক আনা হল, যা মণি মুক্তায় পরিপূর্ণ ছিল। এতে ছোট ছোট অনেক ছক ছিল এবং প্রত্যেক ছকের একটি দরজা এবং প্রত্যেক দরজায় একটি করে তালা ছিল। সম্রাট একটি তালা খুলে তা থেকে একটি রেশমী বস্ত্রখন্ড বের করলেন। বস্ত্রখন্ডটি খোলার পর তাতে একটি প্রতিকৃতি দেখা গেল, যার রঙ রক্তিম, চক্ষুদ্বয় প্রশস্ত এবং গ্রীবা লম্বা ছিল। এমন লম্বা, যা আমরা কখনও দেখিনি। কিন্তু প্রতিকৃতিটি শ্মশ্রুবিহীন ছিল। এর কেশদাম এমন সুন্দর ছিল যেন প্রকৃতি স্বহস্তে তৈরী করেছে। সম্রাট বললেন ঃ একে চিন?

আমরা 'না' বললে তিনি বললেন ঃ ইনি হচ্ছেন আদম আলায়হিস সালাম। এরপর সম্রাট দ্বিতীয় তালাটি খুলে তা থেকে একটি রেশমী বস্ত্রখন্ড বের করলেন। এ বস্ত্রখন্ডে একটি শুভ্র অবয়ব রক্তিম নেত্র এবং বৃহৎ মস্তক বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতি ছিল। এ ব্যক্তিকে আপন গুণাবলীতে অদ্বিতীয় মনে হচ্ছিল। সম্রাট বললেন ঃ এঁকে চিন? আমরা 'না' বললে তিনি বললেন ঃ ইনি হচ্ছেন হযরত নূহ (আঃ)। এর পর তৃতীয় তালা খুলে আরও একটি রেশমী বস্ত্র বের করলেন। এতে যে ছবিটি আঁকা ছিল, তাঁর গাত্রবর্ণ অত্যন্ত শাদা, সুডৌল দেহ, উজ্জ্বল ললাট, কারুকর্যময় কপোল ও শুভ্র দাড়ি, যেন তিনি জীবিত, হাস্যরত। সম্রাট বললেন ঃ এঁকে চিন? আমরা বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ ইনি হচ্ছেন ইবরাহীম (আঃ)। এরপর আরও একটি তালা খুলে আরেকখন্ড রেশমী বস্ত্র বের করলেন। এতে একটি সাদা রঙের ছবি ছিল। আমরা দেখেই চিনে ফেললাম যে, ইনি আমাদের প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আমাদের কান্না এসে গেল এবং আমরা সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর বসে পড়লাম। সম্রাট বললেন ঃ পরওয়ারদেগারের কসম, সত্য বল ইনিই তোমাদের নবী? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইনিই কি আমাদের নবী। তিনি

এখনও আমাদের মধ্যে আছেন? সম্রাট কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অতঃপর বললেন-

اَمَا اَنَّهٗ اٰخِرُ الْبُيُوْتِ وَ لٰكِنِّيْ عَجِلْتُهٗ لِاَنْظُرَ مَا عِنْدَكُمْ-

এটা সিন্দুকের সর্বশেষ ছক। কিন্তু তোমরা কি বল, তা দেখার জন্যে আমি তড়িঘড়ি করে দেখিয়েছি। যদি আমি একেকজন করে দেখাতাম তাহলে এ সন্দেহ থেকে যেতো যে, হযরত মসীহ (ঈসা) এর প্রকিতৃতির পরই তোমরা বলে দিতে যে, এটা আমাদের নবীর প্রতিকৃতি। এজন্য আমি তরতীব সহকারে না দেখিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিয়েছি যে, এটা যদি প্রতিশ্রুত নবীর (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রতিকৃতি হয় তাহলে অবশ্যই তাঁকে দেখে চিনে নেবে। এটা দেখে আমাদের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীর নূরকে পরিপূর্ণ করে দেখালেন যদিও কাফেরেরা তা অপছন্দ করে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ- وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

আমাদের দাবী এখানেই সমাপ্ত হলো। অর্থাৎ নবীগণের প্রতিকৃতির যেসব গৃহ ছিলো, আমাদের নবীর ঘরটি ছিলো সর্বশেষ। তাঁর প্রতিকৃতির পর কোন প্রতিকৃতি নেই। একথাই প্রমাণিত হলো যে, আমাদের প্রিয় নবী হলেন সর্বশেষ নবী। এরপর তিনি আরও একটি তালা খুললেন, যার মধ্যে পূর্ববৎ কোন একজন পয়গম্বরের প্রতিকৃতি ছিল। সবশেষে তিনি একজন যুবক ব্যক্তির প্রতিকৃতি দেখালেন, যাঁর সাধুতার চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল। শরীরে অনেক কাল কেশ ছিল এবং মুখমণ্ডল সুশ্রী ছিল। সম্রাট বললেন, এঁকে চিন? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, ইনি হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আলায়হাস সালাম।

এরপর আমরা সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে জিজ্ঞাসা করলাম, পয়গম্বরগণের দেহাবয়বের সাথে সামঞ্জস্যশীল এসব প্রতিকৃতি আপনি কোথায় পেলেন? তিনি বললেন, হযরত আদম আল্লাহর দরবারে আবেদন করেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে যারা নবী হবেন, তাদের আকার

Scanned by CamScanner

আকৃতি তাদের দেখানো হোক। সে মতে প্রতিপালক তাঁদের প্রতিকৃতি তার কাছে পাঠিয়ে দেন। এগুলো আদম আলায়হিস সালাম পরিত্যক্ত মূল্যবান বস্তু সামগ্রীর মধ্যে পশ্চিম গোলার্ধের নিকটে ছিল। যুলকারনাইন বাদশা এগুলো সেখান থেকে নিয়ে আসেন এবং হযরত দানিয়ালের হাতে সমর্পণ করেন। দানিয়াল পরে এগুলো কাল বস্ত্রে আঁকিয়ে নেন। এখন যে প্রতিকৃতিগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলো হুবহু দানিয়ালের আঁকা প্রতিকৃতি।

এরপর সম্রাট বললেন, আমার বাসনা এই যে, এদেশ ত্যাগ করি এবং তোমাদের একজন গোলাম হয়ে থাকি। যখন মৃত্যুবরণ করি, তখন যেন আমার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয় এবং আমাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়।

দেশে প্রত্যাবর্তন করে আমরা আমিরুল মুমিনীন আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি শুনে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে কোন কল্যাণকর কিছুর ইচ্ছা করেছেন, যা সে চায় তা তিনি করে দিবেন। এরপর তিনি বললেন, আমাদেরকে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খবর দিয়েছিলেন যে তওরাত ও ইনজীলে ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাঁর প্রশংসা ও নাত দেখতে পায়। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন- 'তারা তাঁকে তওরাত ও ইনজীলে লিখিত দেখতে পায়'।

হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম'র ওহীর সাক্ষ্য

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, কাদেসিয়া যুদ্ধ চলাকালে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে খলিফা ওমর রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু চিঠি লিখলেন যে নযলা ইবনে মুয়াবিয়া আনছারীকে হুলওয়ান পাঠিয়ে দেয়া হোক। হযরত সা'দ তাই করলেন। নযলা যখন তাঁর দলবলসহ হুলওয়ানের আশে পাশে হামলা করেন, তখন অনেক বন্দী এবং গনীমতের মাল হস্তগত হল। যোহরের

নামায আদায় করার জন্যে তিনি একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিলেন। নামাযের জন্যে আযানে যখন 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' বলা হয়, তখন পাহাড় থেকে আওয়াল এল, হে নদলা, তুমি মহতের মহত্ত্ব বর্ণনা করেছ। যখন তিনি 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেন, তখন আওয়াজ এল হে নদলা, তুমি মুখে এখলাছের কলেমা উচ্চারণ করেছ। যখন 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলা হয়, তখন আওয়াজ এল আমাকে ঈসা ইবনে মরিয়ম তাঁরই সুসংবাদ দিয়েছেন। যখন 'হাইয়া আলাচ্ছালাত' বলা হল, তখন আওয়জ এল যে নামাজে যায়, তার জন্যে মোবারকবাদ। যখন 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বললেন ঃ তখন আওয়াজ এল যে সাড়া দিবে, সে সফলকাম হবে। অতঃপর যখন 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার' বললেন, তখন আওয়াজ এল হে নযলা, তুমি এখলাছের কলেমা উচ্চারণ করেছো।

আযান সমাপ্ত করার পর নদলা বললেন ঃ আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। তুমি কে? তুমি যখন নিজের আওয়াজ আমাদেরকে শুনিয়েছ, তখন আকৃতিও দেখাও। কেননা, আমরা আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূলের উম্মত। আমরা খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাবের সৈনিক। এরপর পাহাড়ে হঠাৎ ফাটল দেখা দিল এবং একটি বৃহদাকার মাথা বের হলো। মাথায় সাদা কেশ ও পুরাতন পশমী বস্ত্র ছিল। সে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। নদলা ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলার পর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? পরিচয় দাও। সে বলল, আমি যুরায়ব বিন বরছমলী, হযরত ঈসার অছি। তিনি আমাকে এ পাহাড়ে বসিয়ে রেখেছেন এবং তখন পর্যন্ত আমার বেঁচে থাকার জন্য দোয়া করেছেন, যখন তিনি আকাশ থেকে অবতরণ করবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং ক্রুশ ভেঙ্গে খৃষ্টানদের অপবাদ ও মিথ্যাচার থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করবেন। সে আরও বলল ঃ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালাম এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আমার সালাম হযরত ওমরকে পৌঁছিয়ে দিবে। এ ছাড়া সে আরও অনেক কথা বলল এবং অদৃশ্য হয়ে গেল।

Scanned by CamScanner

নদলা এই ঘটনা হযরত সা'দকে লিখলেন এবং তিনি হযরত ওমর রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু কে লিখলেন। হযরত ওমর রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু জওয়াবে সা'দকে লিখলেন যে মুহাজির ও আনসারের একটি দল নিয়ে এই পাহাড়ে যাও। সেখানে তাকে পেলে আমার সালাম বলবে। কেননা, রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রদত্ত খবর অনুযায়ী হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম এর অছিগণের মধ্যে সম্ভবত কেউ এ পাহাড়ে অবস্থানরত আছেন। হযরত সা'দ চার হাজার মুহাজির ও আনসার সমভিব্যহারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই পাহাড়ে প্রত্যেক নামাযের সময় স্বয়ং আযান দিতেন; কিন্তু কোন জওয়াব আসত না।

আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

পরিশিষ্ট তিন ঃ বায়হাকী 'দালায়েলে' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথা শুনি এবং হুযুরের নাম, আকৃতি, প্রকৃতি ও গুণাবলী এবং হুযূরের জন্য আমরা যেসব বিষয়ের আশা করেছিলাম, সব জেনে নিয়েছি। সুতরাং আমি নিশ্চুপতার সাথে এগুলো অন্তরে রেখেছি, অবশেষে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়বায় তশরীফ আনেন। তাঁর আগমনের সংবাদ যখন আমার নিকট পৌঁছে, আমি তাকবির বলি। আমার ফুফী বলেন, যদি তুমি মুসা বিন ইমরানের আগমন শুনতে তাহলে এর থেকে বেশী কী করতে! আমি বলি, হে ফুফী! আল্লাহর শপথ! তিনি মুসা বিন ইমরানের ভাই, যে উদ্দেশ্যে মুসাকে প্রেরণ করা হয়েছে, তিনিও সে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি বলেন,

يَا ابْنَ اَخِىْ اَهُوَ النَّبِى الَّذِىْ كُنَّا نُخْبَرُ بِهٖ اَنَّهٗ يُبْعَثُ مَعَ السَّاعَةِ-

অর্থাৎ, হে ভাতিজা! ইনি কি সেই নবী যার সংবাদ আমাদের প্রদান করা হতো। যিনি কিয়ামতসহ প্রেরিত হবেন, আমি বলি, হাঁ!

খতীব ও ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

اَنَا اَحْمَدُ وَ مُحَمَّدٌ وَ الْحَاشِرُ وَ الْمُقَفّٰى وَ الْخَاتِمُ-

অর্থাৎ আমি আহমদ, আমি মুহাম্মদ, আমি হাশের, মাক্‌ফী এবং হাতেম।

হযরত আব্বাসের হিজরত

আবু ইয়ালা, তাবরাণী, শাশী এবং আবু নাঈম 'ফযায়েলুস সাহাবায়', ইবনে আসাকির এবং ইবনে নাজজার হযরত সাহল বিন সা'দ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে, রুইয়ানী ও ইবনে আসাকির মুহাম্মদ বিন শিহাব যুহরী থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে, হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা (নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের চাচা) থেকে, তিনি হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে (মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে) মদীনায় উপস্থিতির নিবেদন করেন যে, আমাকে অনুমতি দিন যেন হিজরত করে (মদীনা তাইয়েবায়) উপস্থিত হই। এর উত্তরে হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশ প্রদান করেন-

يَاعَمِّ اَقِمْ مَكَانَكَ الَّذِىْ اَنْتَ فِيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَخْتِمُ بِكَ الْهِجْرَةَ كَمَا خُتِمَ بِىَ النُّبُوَّةَ ـ

অর্থাৎ হে চাচা! শান্তি ও আরামে নিশ্চিতভাবে থাকুন! আপনি হিজরতে খাতেমুল মোহাজির যেমন আমি নবুয়তে খাতেমুন্নবীয়্যিন। (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

Scanned by CamScanner

যুগের ইমাম, ফকীহ-মুহাদ্দেছ আবুল লাইছ সামারকান্দি 'তাম্বিহুল গাফেলীনে' বলেন-

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ ثَنَا اَبُوْعِمْرَ ان ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا دَاوُدُ ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْكَثِيْرِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ـ

আবু বকর মুহাম্মদ বিন আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি আবু ইমরান থেকে, তিনি আবদুর রহমান থেকে, তিনি দাউদ থেকে, তিনি আব্বাস বিন বাছীর থেকে, তিনি আবদে খায়র থেকে, তিনি আলী বিন আবু তালিব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

সুরা নসর (ইযা জাআ নাসরুল্লাহ) নাযিল হয়, হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মৃতশয্যার সময় নাজিল হয়। হুযুর তাড়াতাড়ি আগমন করেন। বৃহস্পতিবার দিন ছিলো। মিম্বরে তাশরীফ রাখেন। হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুকে নির্দেশ দেন যে, মদীনায় ঘোষণা করে দাও- লোকেরা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসিয়ত শুনতে এসো। এ আওয়াজ শুনেই ছোট বড় সবাই একত্রিত হয়ে যায়। ঘরের দরজাসমূহ তেমনভাবে খোলা ছেড়ে আসে, যেটা যেভাবেই ছিলো। এমন কি কুমারীরাও পর্দা থেকে বেরিয়ে এসেছে। মসজিদ শরীফে তিল পরিমাণ জায়গা ছিলো না। আর হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, নিজ পশ্চাদদের জন্য স্থান প্রশস্থ করে দাও। তাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দাও। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উঠে আল্লাহর স্তুতিবন্দনা ও গুণকীর্তণ করেন। নবীগণের উপর দরুদ প্রেরণ করেন। অতঃপর ইরশাদ করেন-

اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِبُ بْنُ هَاشِمُ الْعَرَبِىُّ الْحَرَمِىُّ الْمَكِّىُّ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ ـ

অর্থাৎ আমি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশেম আল-আরবী-আলহারমী আলমক্কী আমার পর কোনো নবী নাই। (সংক্ষেপিত)

মদীনা তাইয়েবায় হুযুরের আগমন

আল্লাহ! আল্লাহ! এমন একটি দিন ছিলো যখন মদীনা তৈয়বায় হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমনের ধুম পড়ে যায়। আসমান ও জমিনে স্বাগতমের রব উঠে। সর্বত্র খুশী ও আনন্দের কোলাহল। আর আজকের এ দিন সেই মাহবুবের রুখসাত ও বিদায়ের দিন। মজলিসের শেষ উসিয়ত। আজকের অনুষ্ঠানে তাই শিশু কিশোর ও আবাল বৃদ্ধ থেকে পর্দানশিন পর্যন্ত সবাই উপস্থিত হয়েছেন। হযরত বেলালের আহবান শুনেই ছোট-বড় সবাই হাজির।

হযরত নুহের সাড়ে নয়শো বছর কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টে মাত্র পঞ্চাশ ব্যক্তি হেদায়ত লাভ করেছিলেন। এখন বিশ-ত্রিশ বছরেই আল্লাহর প্রশংসায় একের পর এক এতোই অধিক গোলাম ভক্তবৃন্দ দলে দলে আসছে, স্থান সংকুলন হচ্ছে না। বারবার ইরশাদ হচ্ছে, আগন্তুকদের স্থান করে দাও, জায়গা করে দাও। এ আম দাওয়াতে যখন সবাই অংশ নিয়েছেন, উপস্থিত হয়েছেন। সুলতানে আলম সম্মানিত মিম্বরে দণ্ডায়মান হয়েছেন। হামদ, প্রশংসার ও স্তুতি বন্দনার পর নিজের বংশ পরিচয়, নাম, সম্প্রদায়, মর্যাদা, মাহাত্ম্য এবং পদমর্যাদার বর্ণনা দিয়েছেন। সবার মুখে স্বরবে উচ্চারিত হচ্ছে -

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

বণি নাজ্জারের কচি শিশু-কিশোররা গেয়ে উঠলো -

نَحْنُ جَوَارٌ مِنْ بَنِىْ النَّجَارِ
يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ

সবার মুখে মুখে জরী হয়ে যায় -

كُنْتُ السَّوَادَ لِنَاظِرِىْ
فَعَمِىَ عَلَيْكَ النَّاظِرُ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ
فَعَلَيْكَ كُنْتُ اُحَاذِرُ ـ

Scanned by CamScanner

মুসলমান! কেমন মিলাদের মহাসম্মেলন! যেটার বক্তা স্বয়ং মাহবুব রাব্বুল আলামীন, শ্রোতা যুগের শ্রেষ্ঠ মহাসৈনিক সাহাবায়ে কিরাম। কেমন মহান মজলিস! এটাকে যদি মিলাদের মাহফিল বলা না হয় তাহলে মিলাদ মাহফিল কোনটাকে বলা হবে? অথচ এ নজদী শয়তানেরা মহানবীর এ যিকর ও মিলাদ ঠেকানোর যেন ঠিকাদারীই নিয়েছে। আল্লাহ তদের বুঝার তাওফিক দিন।

وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ وَبِهِ الْاِعْتِصَامُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ ـــ

চতুষ্পদ জন্তু কথা বলে

ইবনে হাব্বান ও ইবনে আসাকির হযরত আবু মনজুর থেকে আর আবু নাঈম হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন খায়বর বিজয় হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটি লম্বা কালো রঙের ঘোড়া দেখে এর সাথে কথা বলেন। ঐ ঘোড়াও হুযুরের সাথে কথোপকথন করছে। ইরশাদ হলো, তোমার নাম কি? নিবেদন করেন, শিহাবের পুত্র ইয়াযিদ। আল্লাহ তায়ালা আমার দাদার বংশ থেকে ষাটটি লম্বা ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন।

كُلُّهُمْ لَا يَرْكَبُهُ اِلَّا نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ اَتَوَقَّعُكَ اَنْ تَرْكَبَنِيْ لَمْ يَبْقَ مِنْ نَسْلِ جَدِّيْ غَيْرِيْ وَلَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ ـــ

অর্থাৎ এ সবের উপর নবীগণ সওয়ার হয়েছেন। আমার নিশ্চিত আশা ছিলো, হুযুর আমাকে আপনার সওয়ারী বানিয়ে ধন্য করবেন। কেননা, বর্তমানে আমাদের বংশে আমি এবং নবীদের মধ্যে আপনি ছাড়া কেউ অবশিষ্ট নাই। আমি প্রথমে এক ইহুদীর কাছে ছিলাম। সে ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে কষ্ট দিতো। আমাকে ক্ষুধার্ত রাখতো এবং মারতো। হুযুর তার নাম রাখেন ইয়াফুর। কাউকে ডাকতে চাইলে তাকে পাঠিয়ে দিতেন। সে ঘরের দরজায় মাথা দ্বারা আঘাত করতো। ঘরের মালিক বাইরে আসলে তাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতো যে, হুযুর

আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকছেন। হুযুরের ওফাতের পর ঐ ঘোড়া তার বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে আবুল হায়সাম বিন আত্তায়হান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র কুপে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

আমার পর কোনো নবী নেই

সাঈদ বিন মনসুর, ইমাম আহমদ এবং ইবনে মারদুভিয়াহ হযরত আবুত তোফায়েল রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَا نُبُوَّةَ بَعْدِيْ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ —

অর্থাৎ আমার পর নবুয়ত নেই কিন্তু সৎ স্বপ্নের সংবাদ রয়েছে।

আহমদ, খতীব এবং বায়হাকী 'শোয়াবুল ঈমানে' উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَا يَبْقَىْ بَعْدِيْ مِنَ النُّبُوَّةِ شَيْئٌ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ يَرَاهَا الْعَبْدُ ـــ

অর্থাৎ আমার নবুয়তের পর কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা কিন্তু ভালো স্বপ্নের সুসংবাদ রয়েছে। তা বান্দা নিজে দেখুক কিংবা তার জন্য অন্যকে দেখানো হোক।

ত্রিশজন মিথ্যুক

আবু বকর বিন আবী শায়বাহ 'মুসান্নাফে' ওবায়দ বিন ওমর লায়ছী এবং তাবরাণী 'কবীরে' নাঈম বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে রেওয়ায়ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি

Scanned by CamScanner

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ ثَلٰثُوْنَ كَذَّابًا كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ عبيد قبل يوم القيمة — رواه البخاري

অর্থাৎ ততোক্ষণ কিয়ামত হবে না যতোক্ষণ ত্রিশজন মিথ্যুকের অবির্ভাব না হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে।

আলী হারুনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত

'খতিব' আমীরুল মুমেনীন হযরত ফারুকে আজম রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

انما على بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى-

অর্থাৎ আলী এমন পদমর্যাদার যেমন ছিলো মুসার জন্য হারুন (ভাই এবং প্রতিনিধি) কিন্তু আমার পর কোনো নবী নেই।

যে এমন দাবী করে সে মিথ্যুক। আমি বলি, রাফেযীরাতো বলে যে, হযরত আলী এ মর্যাদার ছিলেন, অতঃপর ইমাম হাসান এরপর ইমাম হোসাইনকেও তারা এতে যুক্ত করেছে। বলেন, আল্লাহ রাফেযীদের হত্যা করুক। তাদের জন্য রয়েছে খারাবি। এটা তাদের কি রকম দ্বীন? আল্লাহর শপথ! এরা সত্যবাদী নয়। তারা আমাদের নাম নিয়ে নিজেদের আখের গোজায়।

ইমাম আহমদ 'মুনাকিব আমীরুল মুমেনীন আলী' গ্রন্থে সংক্ষেপে, বাগভী এবং তাবরাণী নিজ মুয়াজীমে মাওয়ারদী ইবনে আদী জামিলের মারফত, আবু আহমদ হাকেম 'কুন্নায়' ইমাম বুখারীর পদ্ধতিতে, ইবনে আসাকির 'তারীখে', যায়দ বিন আবী আওফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, যখন হুযুর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কিরাম রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমের

মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন, তখন আমীরুল মুমেনীন মাওলা আলী কাররামাল্লাহু তায়ালা ওয়াজহাহু নিবেদন করেন, আমার প্রাণ বেরিয়ে গেছে, পেট ফেটে গেছে, হুযুর আসহাবের সাথে যে আচরণ করেছেন, আমার সাথে তা করেন নি। যদি এটা আমার সাথে অসন্তুষ্টের কারণ হয়, তাহলে হুযুরের জন্যই সন্তুষ্টি এবং ইজ্জত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন -

وَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ مَا اَخَّرْتُكَ اِلَّا لِنَفْسِىْ وَاَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى غَيْرَ اَنَّهُ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ —

অর্থাৎ তাঁরই শপথ! যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি তোমাকে বিশেষভাবে নিজের জন্য রেখেছি। তুমি আমার কাছে তেমনই যেমন মুসার জন্য হারুন। কিন্তু আমার পর কোনো নবী নেই। তুমি আমার ভাই এবং উত্তরাধিকারী। আমীরুল মুমেনীন নিবেদন করেন, হুযুর! আপনার থেকে আমি কী মিরাছ (উত্তরাধিকার) পাবো? ইরশাদ করেন, যা পূর্বের নবীগণের অর্জিত হয়েছে। নিবেদন করেন, তাঁদের কী অর্জিত হয়েছে? হুযুর বলেন, আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাত। তুমি আমার সাথে জান্নাতে আমার শাহজাদী সহকারে আমার মহলেই অবস্থান করবে। তুমি আমার ভাই এবং বন্ধু।

ইবনে আসাকির আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আকিলের পদ্ধতিতে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা আকীল বিন আবী তালেব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আকীলকে বলেন, আল্লাহর শপথ! তোমাকে আমি দু'দিক দিয়ে ভালোবাসি। একেতো আত্মীয়তার বন্ধন, দ্বিতীয়ত আবু তালেব তোমাকে ভালোবাসতো। হে জাফর! তোমার চরিত্র আমার চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

وَمَا اَنْتَ يَا عَلِىُّ فَاَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى غَيْرَ اَنَّهُ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ —

আর হে আলী! তুমি আমার নিকট তেমন (যেমন মুসার জন্য হারুন) কিন্তু আমার পর কোনো নবী নেই। (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াআলায়হি ওয়াসাল্লাম)

আলহামদু লিল্লাহ! একশো বিশটি হাদীস পূর্ণ হয়েছে। যার মধ্যে চুরাশিটি ছিলো মারফু, সতেরো পরিশিষ্টে, দশটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সাতটি এ পূর্ণতায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সতেরো হাদীসেও পাঁচটি ছিলো মারফু। সুতরাং মোট মারফুআত অর্থাৎ ঐসব হাদীস যা স্বয়ং হুযুর পুরনূর খাতেমুল নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হয়েছে। হুযুরের ইরশাদ, বাণী ও তাকরিরের দিকে যার শেষ। সুতরাং মারফু হাদীসের সংখ্যা হলো উনানব্বই। অতএব আরেকটি হাদীসে মারফু বর্ণনা করে নব্বইটি হাদীস পূর্ণ করেছি। যেন- اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ (আল্লাহ হলেন বেজোড় তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন) এর মর্যাদা অর্জিত হয়।

আমি শেষ নবী আর আমার উম্মত শেষ উম্মত

বায়হাকী 'সুনানে' হযরত ইবনে যুমাল জুহনী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে দীর্ঘ হাদীসে রুয়ায় বর্ণনা করেন। যার সংক্ষিপ্তসার হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভোরের নামাযের পর পা পরিবর্তনের পূর্বেই অর্থাৎ একই বৈঠকে সত্তরবার বলতেন-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا —

অতঃপর বলতেন, এ সত্তর সাতশোর সমান। তার জন্য দুর্ভাগ্য যে একদিনে সাতশো থেকে অধিক পাপ করে (অর্থাৎ প্রত্যেক নেকীর কমপক্ষে দশটি সওয়াব)-

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا —

সুতরাং এ সত্তর বারের সাতশো নেকী দাঁড়ায়। আর প্রত্যেক নেকী কমপক্ষে একটি গুণাহকে মিঠিয়ে দেয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ السَّيِّاٰتِ-

অর্থাৎ সৎকর্মের দ্বারা মন্দকর্ম দূরিভূত হয়। সুতরাং এটা পাঠকারীর নেকীসমূহই বিজয়ী থাকবে। কিন্তু তার জন্য কঠিন মন্দ রয়েছে যে দিনে সাতশো থেকে বেশী গুনাহ করবে।

وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ —

অর্থাৎ, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতোই না উত্তম ব্যবস্থাপক।

অতঃপর লোকদের দিকে মুখ করে তাশরীফ রাখেন। ভালো স্বপ্নে হুযুর আনন্দিত হতেন। জিজ্ঞেস করতেন কেউ কিছু দেখেছে কি না? ইবনে যমল নিবেদন করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি একটি মাত্র স্বপ্ন দেখেছি। বলেন, কল্যাণ হোক! খারাবী থেকে বেঁচে থাকো। আল্লাহ আমাদের ভালো করুক আর আমাদের শত্রুদের ধ্বংস করুক। রাব্বুল আলামীনের জন্য সকল সৌন্দর্য! স্বপ্ন বর্ণনা করো। তারা নিবেদন করেন, সবলোক একটি বিশাল নরম অন্তহীন রাস্তার মধ্যখানে চলাফেরা করছে। অগত্যা এ রাস্তার মাথায় সুন্দর তৃণ শস্য-শ্যামল প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হয়, আর কখনো এমনটি দেখা যায়নি। এর প্রস্ফুটিত শষ্য আন্দোলিত হচ্ছিলো। সজীবতার পানি টপকে টপকে পড়ছিলো। যেখানে হরেক রকম ঘাস। প্রথমে একদল লোক আসলো। যখন এ সবুজ শ্যামল প্রান্তরে পৌছি তখন তকবির বলি এবং সওয়ারী রাস্তার উপর রাখি। এদিক সেদিক তাকায়নি। দ্বিতীয়বার আরো একদল লোক আসলো। শষ্য-শ্যামল প্রান্তরে পৌছে তকবির বলে পথ অতিক্রম করি। কেউ কেউ এ প্রান্তরে বিচরণ করছিলো আর কেউ মুষ্ঠিভরে শষ্য নিচ্ছিলো। অতঃপর রওয়ানা হই এবং বিরাট সমাবেশে এসে উপস্থিত হই। এ তৃণ সবুজ শ্যামল প্রান্তরে পৌছে তকবির বলা আরম্ভ করি এবং বলি, এটাই সর্বোত্তম মনজিল। যখন এটা অতিক্রম করি তখন দেখি, সাত সিড়ির একটি মিম্বর। আর আমাদের প্রিয় নবী এটার সর্বোচ্চ সিড়িতে তশরীফ রেখেছেন। হুযুরের আগে এক বছরের ছোট ক্ষীণ অল্প বয়সী উষ্ট্র শাবক। হুযুর এর পিছনে তশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন।

Scanned by CamScanner

সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ঐ নরম ও প্রশস্ত রাস্তা হলো ঐ হেদায়ত যার উপর আমি তোমাদের প্রদর্শন করেছি এবং তোমরা এতে কায়েম রয়েছো আর ঐ শস্য শ্যামল প্রান্তর হলো দুনিয়া এবং আরাম আয়েশ। আমি এবং আমার সাহাবাদের দুনিয়ার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই আমরা ঐ আরাম আয়েশ চায়নি। অতঃপর দ্বিতীয় দল আমাদের পর আসলো, তারা আমাদের থেকেও দ্বিগুণ। তাদের মধ্যে থেকে কেউ রাখাল আবার কেউ মুষ্টি ভরে ঘাস আহরণ করছে। অতঃপর একটি বড় দল আসলো তারা সবুজ প্রান্তরে বসে পড়ল। হে ইবনে যুমাল তুমি সঠিক পথে চলেছো অবশেষে তুমি আমার সাথে মিলিত হবে। আর ঐ সাত সিঁড়ি বিশিষ্ট মিম্বর যার উচ্চ শিখরে আমাকে দেখেছো সে টা হলো দুনিয়া। এর বয়স সাত হাজার বছর আর আমি হলাম এর শেষ হাজারে। অর্থাৎ সর্বশেষ যুগে। হুযুর ইরশাদ করেন-

وَمَا النَّاقَةُ النَّبِىُّ رَأَيْتُ وَرَأَيْتَنِىْ اَتَّبِعُهُمَا فَهِىَ السَّاعَةِ عَلَيْنَا تَقُوْمُ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ وَلَا اُمَّةَ بَعْدَ اُمَّتِىْ —

অর্থাৎ আর যে উঠের পিছনে আমাকে যেতে দেখেছো সেটা হলো কিয়ামত। আমার যুগেই কিয়ামত হবে। আমার পরে না কোন নবী রয়েছে আর না আমার পর কোন উম্মত। (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

وَاٰخِرُ دَعْوَنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

সুন্দর রেজিস্টার

আল্লাহর প্রশংসায় বিশটি মহান হাদীস ছাড়াও বিশেষ প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে খতমে নবুয়তের উপর এ একশো একটি হাদীস, পরিশিষ্টসহ একশো আঠারোটি। যাতে নব্বইটি মারফু। আর এগুলোর বর্ণনাকারী এবং রাবী একাত্তরজন। সাহাবা ও তাবেয়ী যাদের মধ্যে মাত্র এগারোজন তাবেয়ী।

এগারোজন তাবেয়ীর নাম ঃ (১) ইমাম আজল মুহাম্মদ বাকের (২) সা'দ বিন সাবিত (৩) ইবনে শিহাব যুহরী (৪) আমের শাহবী (৫) আবদুল্লাহ বিন আবীল হাজবল (৬) আলা বিন যিয়াদ (৭) আবু কালাবাহ (৮) কাব আহবার (৯) মুজাহিদ মক্কী (১০) মুহাম্মদ বিন কা'ব কারযী (১১) ওহাব বিন মুনিব্বাহ।

একান্নজন সাহাবা ঃ অবশিষ্ট ষাটজন সাহাবী। তম্মধ্যে একান্নজন সাহাবা খাস উসুলে মারবিয়াতের মধ্যে - (১২) উবাই বিন কা'ব (১৩) আবু উমামা বাহেলী (১৪) আনাস বিন মালেক (১৫) আসমা বিনতে আমীস (১৬) বারা বিন আযেব (১৭) হযরত বেলাল মুয়াজ্জেন (১৮) ছাওবান গোলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (১৯) জাবের বিন সামর (২০) জাবের বিন আবদুল্লাহ (২১) জুবায়র বিন মুতয়িম (২২) হাবীশ বিন ছনীদাহ (২৩) হুযায়ফা বিন উসায়দ (২৪) হুযায়ফা বিন ইমান (২৫) হাস্‌সান বিন সাবিত (২৬) হুয়ায়ছা বিন মাসউদ (২৭) আবু যর (২৮) ইবনে যমল (২৯) যিয়াদ বিন লবীদ (৩০) যায়দ বিন আরকম (৩১) যায়েদ বিন আবী আওফা (৩২) সা'দ বিন আবী ওকাস (৩৩) সাঈদ বিন যায়েদ (৩৪) আবু সায়ীদ খুদুরী (৩৫) সালমান ফারসী (৩৬) সাহল বিন সা'দ (৩৭) উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালমা (৩৮) আবুত তোফায়েল আমের বিন রবীআ (৩৯) আমের বিন রবী'আ (৪০) আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (৪১) আবদুল্লাহ বিন ওমর (৪২) আবদুর রহমান বিন গনম (৪৩) আদী বিন রবী'আ (৪৪) ইরযায বিন সারি'আ (৪৫) আসমা বিন মালেক (৪৬)উকবা বিন আমের (৪৭) আকীল বিন আবী তালেব (৪৮) আমীরুল মুমেনীন আলী (৪৯) আমীরুল মুমেনীন ওমর (৫০) আউফ বিন মালেক আশজায়ী (৫১) উম্মুল মুমেনীন সিদ্দীকা (৫২) উম্মে কারয (৫৩) মালেক বিন হুয়ায়রস (৫৪) মালেক বিন সুনান পিতা আবু সাঈদ খুদুরী (৫৫) মুহাম্মদ বিন আদী বিন রবী'আ (৫৬) মুযায় বিন জাবাল (৫৭) আমীরে মুয়াবিয়া (৫৮) মুগীরা বিন শো'বা (৫৯) ইবনে উম্মে কুলসুম (৬০) আবুল মনজুর (৬১) আবু মুসা আশয়ারী (৬২) আবু হুরায়রা

Scanned by CamScanner

এবং নয়জন সাহাবা পরিশিষ্টে ঃ (৬৩) হাতেম বিন আবী বলতা'আ (৬৪) আবদুল্লাহ বিন আবী আওফা (৬৫) আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (৬৬) আবদুল্লাহ বিন সালাম (৬৭) আবদুল্লাহ বিন ওমর বিন আস (৬৮) ওবাদা বিন সামিত (৬৯) ওবায়দ বিন ওমর লায়সী (৭০) নাঈম বিন মাসউদ (৭১) হিশাম বিন আম রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন।

খতমে নবুয়তের উপর দেওবন্দী আক্বীদা ঃ এসব অগণিত প্রসিদ্ধ, পরিপূর্ণ, খ্যাতমান মোতাওয়াতির হাদিসে কেবল এগারোটি ঐসব হাদীস যাতে কেবল নবুয়তের ঐসব হাদীসে শব্দাবলী কুরআন করীম থেকে উল্লেখ হয়েছে যাতে আজ কালকের কতেক পথভ্রষ্ট কাসেমের ভ্রষ্ট ও কাফের অনুসারী অর্থের পরিবর্তন করেছেন। আর হুযুরের পর অন্যান্য নবুয়ত সমূহের খাতেমিয়্যাত অর্থ নবুয়ত বিজ্জাত নিয়েছেন অর্থাৎ খাতামুন্নবীয়্যিনের অর্থ কেবল এ'টুকু যে, হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবী বিজ্জাত আর অন্যান্য নবীগণ বিন আরজ। অবশিষ্ট যুগে সকল নবীর পর হওয়া, হুযুরের পর অন্য কারো নবুয়ত পাওয়া নিষেধ ও অসম্ভব হওয়া এটা খতমে নবুয়তের অর্থ নয়। আর পরিস্কার লিখে দিয়েছেন যে, হুযুরের পরও কারো নবুয়ত অর্জিত হয়ে গেলে- কেউ নবী হলে সেটা খতমে নবুয়তের মৌলিক নিষেধ নয়। তার পুস্তিকার ভ্রান্ত নিবন্ধের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

কসেম নানুতবীর আকীদা

عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی
ہے کہ اپ سب میں آخر نب ہیں مگر اہل فہم پر روشن
کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالزات کچھ فضیلت نہیں پھر
مقام مدح نیں و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا

کیونکر صحیح ہو سکتا بلکہ موصوف بالعرض کا قصہ
موصوف با لذات پر ختم ہو جاتاھے- اسي طور پر رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ك خاتمیت کو تصور فرمائے آپ
موصوف بوصف نبوت بالذات ھیں اور نبی موصوف بالعرض
ایں معنی جو نیں نے عرض کیا آپ کاخاتم ہونا انبیائے
گزشتہ ھیں کی سبت خاص نہ ہو گا بلکہ بالفرض اپ کے
زمانے میں یہ کھیں اور کوئ نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم
ہونا بدستور باقی رھنا ھے بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی
بھی کوئ نبی پیدا ہو تو ھیی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق
نہ آئے گا چہ جائیکر آپ کے معاصر کسی اور زمیں میں یا
۶۶اسی زمین میں کوئ اور نبی تجویز کیا جائے اہ ملتقطا-

'মুর্খদের মতেতো রাসূলুল্লাহ'র 'খাতেম' হওয়ার অর্থ এই যে, তিনি সর্বশেষ নবী। কিন্তু জ্ঞানবানদের নিকট সুস্পষ্ট যে, যুগের অগ্র-পশ্চাত, আগে-পরে হওয়ার মধ্যে সত্ত্বাগতভাবে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই অতঃপর প্রশংসার স্থলে لٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النبيين- বলা কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে? বরং মাওসুফ বিল আরযের কাহিনী মাওসুফ বিজ্জাতের উপর শেষ হয়ে যায়। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খাতেমিয়্যাতকে বুঝুন! তিনি মাওসুফ বেওয়াসফ নবুয়ত বিজ্জাত। আর নবী মাওসুফ বিল আরয এ অর্থে, যা আমি বর্ণনা করেছি। তাঁর খাতেম হওয়া পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে খাস হবে না বরং ধরে নিই তাঁর যুগেও অন্য কোথাও যদি কোনো নবীর জন্ম হয়, তবুও তাঁর খাতেম হওয়া বদস্তুর অবশিষ্ট থাকবে। বরং যদি ধরে নেয়া হয় যে, নবীর যুগের পরও যদি কোনো নবীর জন্ম হয়, তবুও খাতেমিয়াতে মুহাম্মদীতে কোনো পার্থক্য ঘটবে না। তাহলে তাঁর যুগে

Scanned by CamScanner

কোনো অন্য জমিনে কিংবা এ জমিনে কোনো অন্য নবীর আগমন ঘটলে তাতে অসুবিধা কি?

মুসলমানেরা! দেখছেন, এ মালউন, নাপাক শয়তানের উক্তি? খতমে নবুয়ত সম্পর্কে সে কেমন লাগামহীন বক্তব্য দিয়েছে, খাতেমিয়্যাত মুহাম্মদিয়া আলা সাহেবুহা আফযালুস সালাতু ওয়াস্ সালাম এর যুগে বরং হুযুরের পরও কোনো নবী জন্ম নেয়, তাহলে খতমে নবুয়তের নাকি কোনো নিষেধ নেই, আল্লাহ! আল্লাহ! এ মালউন স্বয়ং কুরআনে আজীমের সুস্পষ্ট আয়াতকেই অস্বীকার করে বসেছে। خاتم النبيين বলা উপকার হয়নি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন -

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا —

অর্থাৎ কুরআন থেকে আমি ঐ জিনিস অবতীর্ণ করছি যা মুসলমানদের জন্য রহমত ও শেফা। অথচ জালেমগণ এ থেকে কোনো উপকার পায়নি ক্ষতি ছাড়া।

সুতরাং হাদীস সমূহে خاتم النبيين বলা কি উপকারে আসবে বরং এটাকে তারা আরো সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করবে যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- (কুরআনের পর কোন্ হাদীসের উপর ঈমান আনবে?)

সাহাবা কিরাম এবং খতমে নবুয়ত

অধম (আল্লাহ ক্ষমা করুক) খতমে নবুয়ত সম্পর্কিত অগণিত হাদীস থেকে কেবল সেসব হাদীস লেখেছি, যাতে খতমে নবুয়ত শব্দ উল্লেখ আছে। অবশিষ্ট নব্বইটি হাদীস এবং পরিশিষ্টসহ শতেরও অধিক সেসব হাদীস একত্রিত করেছি যেগুলোতে সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে হুযুরকে এ অর্থের ভিত্তিতে 'খাতেম' হওয়া বলছে, যাকে ঐ পথভ্রষ্ট-গোমরাহ 'মুর্খদের ধারণা' জ্ঞান করে। আর এতে নবী করীম

আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের জন্য কোনো তা'রিফ-প্রশংসা স্বীকার করছে না। সাহাবায়ে কিরাম, সম্মানিত তাবেয়ীনদের উক্তি ও বক্তব্য যা পরিশিষ্টসমূহে অতিবাহিত হয়েছে যেমন আমীরুল মুমেনীন ওমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু আরয করেছেন যে, 'আল্লাহ তায়ালা হুযুরকে সব নবীর পর প্রেরণ করেছেন'। হযরত আনাসের উক্তি 'তোমাদের নবী সর্বশেষ নবী'। আবদুল্লাহ বিন আবু আওদা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র বক্তব্য 'তাঁর পর কোনো নবী নেই'। ইমাম বাকের রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্তি- 'তাঁকে সকল নবীর পর প্রেরণ করা হয়েছে'। এগুলো ঐ গোমরাহ- ভ্রষ্ট কখন শুনবে? কেননা, সে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে পরিস্কার ও সুস্পভাবে বলে দিয়েছে যে, সে সালফে সালেহীনের বিপরীত চলছে এবং তার ওজর পেশ করছে। যদি কম দৃষ্টিপাত করার কারণে কোন বিষয় পর্যন্ত বড় মুরুব্বীদের জ্ঞান না পৌছলে তার শানে কি কোনো ঘাটতি এসে গেছে, আবার যদি কোনো অবুঝ শিশু কোনো ঠিকানার কথা বলে দিলে সেও কি মহান শানওয়ালা হয়ে যাবে?

কিন্তু স্বয়ং চোখ খুলে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ খাতামুন নাবীয়্যিন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ দেখুন -

১। আমি 'আকিব' যার পর কোনো নবী নেই।

২। আমি সর্বশেষ নবী।

৩। আমি সর্বনবীর পরে এসেছি।

৪। আমি সবার পরের।

৫। আমাকে সব নবীদের পরে পাঠানো হয়েছে।

৬। নবুয়তের দালানের যে ইটের জায়গা ছিলো, তা আমার দ্বারা পূরণ করা হয়েছে।

৭। আমি সর্বশেষ নবী।

৮। আমার পরে কোনো নবী নেই।

Scanned by CamScanner

৯। রেসালত ও নবুয়ত বন্ধ হয়ে গেছে, এখন না কোনো রাসূল হবে, না নবী।

১০। নবুয়ত থেকে কিছুই অবশিষ্ট নেই, ভালো স্বপ্ন ছাড়া।

১১। আমার পর কোনো নবী হলে ওমরই হতো।

১২। আমার পর মিথ্যুক দাজ্জাল নবুয়তের দাবী করবে।

১৩। আমি নবীগণের শেষ, আমার পর কোনো নবী নেই।

১৪। আমার উম্মতের পর কোনো উম্মত নেই।

এদিকে পূর্বক্ত কিতাবে ওলামা কিরামগণ আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ও রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হিম ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ শুনে শুনে, সাক্ষ্য আদায় করবে -

১। আহমদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খাতামুন্নবীয়্যিন। তাঁরপর কোনো নবী নেই।

২। তিনি ব্যতীত কোনো নবী অবশিষ্ট নেই।

৩। তিনি নবীগণের শেষ।

এদিকে ফেরেস্তা এবং নবীগণ আলায়হিমুস সালাতু ওয়াস্ সালামের আওয়াজ আসছে -

৪। তিনি নবীদের শেষ।

৫। তিনি সর্বশেষ প্রেরিত।

৬। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামই প্রথম এবং শেষ।

৭। তাঁর উম্মত মর্যাদায় সবার পূর্বে এবং যুগে সর্বশেষে।

৮। তিনি সব নবীদের শেষে এসেছেন।

৯। হে মাহবুব! আমি আপনাকে সর্বশেষ নবী করেছি।

১০। হে মাহবুব! আমি আপনাকে সব নবীদের পূর্বে বানিয়েছি এবং সবার পর প্রেরণ করেছি।

১১। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী।

১২। কিন্তু এ গোমরাহ, পথভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারী, কুরআন পরিবর্তনকারী, ঈমান পরিবর্তনকারী- তারা না ফেরেস্তার কথা শুনে, না নবীদের, না নবীর কথা মানে, না খোদার কথা, বরং সব দিক থেকে একটি কান গোঙ্গা একটা বোবা। সে মূর্খ খাতেমুন্নবীকে মূর্খদের ধারণা বলে ইসলামকে জবেহ করে দিয়েছে। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।)

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ - رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ —

অর্থাৎ, এভাবেই আল্লাহ তায়ালা অহংকারীদের অন্তঃকরণে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেদায়েত দানের পর আমাদের অন্তরকে বক্র করনা।

হ্যাঁ! এ নব্বইটি হাদীসের মধ্যে কেবল তিনটি হাদীসে খাতেম শব্দও রয়েছে। সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'হে চাচা! যেভাবে আল্লাহ তায়ালা আমার উপর নবুয়ত শেষ করেছেন, তেমনি আপনার উপর হিজরতকে শেষ করবেন। যেমন আমি খাতেমুন্নবিয়্যিন হয়েছি তেমনি আপনি খাতেমুল মুহাজেরীন হবেন। হয়তো এ গোমরাহ এখানেও বলে দেবে - 'সকল মুহাজিরগণ মুহাজির বিল আরজ ছিলেন, হযরত আব্বাস মুহাজির বিজ্জাত হয়েছেন'। অপর একটি হাদীস, 'আমি তাঁর কিতাবের উপর কিতাবসমূহ শেষ করবো। আর তাঁর দ্বীনের অন্যান্য সব দ্বীন ও শরীয়ত শেষ করবো'। হে গোমরাহ! এখানেও বলে দাও, অন্যান্য দ্বীন বিল আরজ ছিলো? আর এ দ্বীন দ্বীনে বিজ্জাত। তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল, আল্লাহ তায়ালার কালাম বিল আরজ ছিলো, কিন্তু সত্য হলো এই -

مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ نَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ وَنَعُوْذُ بِهٖ مِنَ الْحُوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَالضَّلَالِ بَعْدَ الْهُدٰى وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى

Scanned by CamScanner

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اٰخِرِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

দেওবন্দী এবং শীয়া আকায়েদে সাদৃশ

আলহামদু লিল্লাহ! বর্ণনা শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছে। আর হক সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিভাত হয়েছে। মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ থেকে আসল মকসুদ ও উদ্দেশ্য অর্থাৎ হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খাতেমুন্নবীয়্যিন এবং আহলে বায়তে কিরামের নবুয়ত ও রেসালাত থেকে সম্পর্কহীন হওয়াতো অকাট্যভাবে প্রতিভাত, সুস্পষ্ট এবং প্রমাণিত হয়েছে। আর এর সাথে তায়িফায়ে ওহাবিয়া কাসেমিয়া যারা খাতেমুন্নবয়্যিন অর্থ আখেরুন্নবীয়্যিন তথা সর্বশেষ নবী না মানা, আর হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর আরো নবী হওয়াতে খতমে নবুয়তে ক্ষতি না হওয়া জ্ঞান করা এবং গোপন কুফর এবং সুস্পষ্ট নিফাকেও আল্লাহর করুণায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সাথে সাথে রাফেজীদের ছোট ভাই তফযিনিয়া সম্প্রদায়ের (যারা সাহাবায়ে কেরামগণকে কাফের বলে, হযরত আলীকে সব সাহাবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে এবং তাকে নবী বলে দাবী করে) গোমরাহী সম্পর্কেও সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া গেছে। (যেই হযরত আলীকে তারা নবী দাবী করে) সেই আসাদুল্লাহিল গালিব আমীরুল মুমিন হযরত আলীর পক্ষ থেকে তাদের উপর!! পেয়েছে আশিটি বেত্রাঘাত। এসব মিথ্যুক বেদআতিদের খণ্ডনে কয়েকটি কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছে। অন্যথায় আমি অধম এ সম্পর্কে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, সাহাবায়ে কিরাম, আহলে রাসূল এবং স্বয়ং হযরত আমীরুল মুমেনীন আলী মুরতাদা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু আউলিয়ায়ে কিরাম এবং ওলামায়ে কিরাম, শরীয়তের অকাট্য প্রমাণসহ বিস্তারিত বর্ণনা আমার কিতাব 'মাতালাউল কামরাইন ফী ইবানাতে সাবকাতুল ওমরাইনে' লিপিবদ্ধ করেছি।

খতমে নবুয়ত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম ও ফকিহগণের ফতোয়া

এখন আল্লাহ তায়ালার তাওফিকে খতমে নবুয়তের অস্বীকৃতিকে কুফর ফতোয়া প্রদান সম্পর্কে সম্মানিত ইমামগণের কতেক নস লেখে অবশিষ্ট প্রশ্নের দিকে অগ্রসর হবো।

আল্লামা তুরপুশতী (নস-১)

ইমাম আল্লামা শিহাবুদ্দীন ফযলুল্লাহ বিন হুসাইন তুরপুশতী হানফী 'মুতামিদ ফীল মুতাকিদ' গ্রন্থে বলেন, 'আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ নবী ও রাসুল। কোরান, হাদীস, আকায়েদ, ফিকাহ্ এবং ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতি ক্রমে যে ব্যক্তি তাকে সর্বশেষ নবী স্বীকার করবেনা বা তারপর কোন নবী আসাকে সম্ভবপর বলে মনে করবে সে নিশ্চয় কাফের'।

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (নস ২-৩)

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী 'খায়রাতুল হিসান ফী মানাকিবে আল-ইমামিল আজম আবী হানীফা আন্‌নুমান' গ্রন্থে বলেন -

نُبَاءَ فِىْ زَمَنِهٖ رضي الله تعالى عنه رَجُلٌ قَالَ اَمْهِلُوْنِىْ حَتّٰى يَعْلَامَةِ كُفْرٍ لِاَنَّهٗ بِطَلَبِهٖ ذَالِكَ مُكَذِّبٌ لِقَوْلِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ —

অর্থাৎ ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র যুগে একজন নবুয়ত দাবীদার বল্‌লো, আমাকে সুযোগ দিন যেন আমি কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি।

ইমাম হুম্মাম বলেন, যে ব্যক্তি তার থেকে নিদর্শন চাইবে, সেও কাফের হয়ে যাবে। কেননা, সে ঐ নিদর্শন চাওয়ার কারণে সৈয়দে আলম

Scanned by CamScanner

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম (অকাট্য বাণী দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়েই) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। হুযুর বলেছেন, আমার পরে কোনো নবী নাই।

ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া (নস ৪-৭)

ফতোয়ায়ে খোলাসা, ফসুলে ইমাদিয়া, জামেউল ফসুলায়ন এবং ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ইত্যাদিতে রয়েছে-

وَاللَّفْظُ لِلْعِمَادِىْ قَالَ قَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ يَكْفُرُ، وَلَوْ اَنَّهٗ حِيْنَ قَالَ هٰذِهِ الْمَقَالَةَ طَلَبَ غَيْرُهٗ مِنْهُ الْمُعْجِزَةَ قِيْلَ يَكْفُرُ الطَّالِبُ وَالْمُتَأَخِّرُوْنَ مِنَ الْمَشَائِخِ قَالُوْا اِنْ كَانَ غَرَضُ الطَّالِبِ تَعْجِيْزَهٗ وَاِفْتِضَاحَهٗ لَا يَكْفُرُ-

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, আমি আল্লাহর রাসূল কিংবা ফারসী ভাষায় বলে যে, আমি পয়গাম্বর তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও তার উদ্দেশ্য এই হয় যে, আমি কারো পয়গাম পৌছানোকারী হই, আর তার থেকে যদি কোনো মুজেযা চাওয়া হয় তাহলে বলা হয়েছে যে, 'এটাও সাধারণতঃ কাফের'। পূর্ববর্তী মাশায়েখগণ বলেন, যদি তাকে অক্ষম এবং অপমান করার নিমিত্তে মু'জেযা চাওয়া হয় তাহলে কাফের হবে না। আর না হয় 'খতমে' সন্দেহের কারণে সেও কাফের হয়ে যাবে।

আলাম বেকাওয়াতেয়িল ইসলাম (নস - ৮)

'আলাম বেকাওয়াতেয়িল ইসলামে' রয়েছে -

وَاضِحٌ تَكْفِيْرُ مُدَّعِى النُّبُوَّةِ وَيَظْهَرُ كُفْرُ مَنْ طَلَبَ مِنْهُ مُعْجِزَةً لِاَنَّهٗ بِطَلَبِهٖ لَهَا مِنْهُ مُجَوِّزٌ لِصِدْقِهٖ مَعَ اِسْتِحَالَتِهِ الْمَعْلُوْمَةِ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ نَعَمْ اِنْ اَرَادَ بِذٰلِكَ تَسْفِيْهَهٗ وَبَيَانَ كِذْبِهٖ فَلَا كُفْرَ-

অর্থাৎ নবুয়ত দাবীদারে কুফরীতো একেবারেই সুস্পষ্ট। আর যে তার থেকে মু'জেযা দাবী করে তার কুফরীও সুস্পষ্ট। কেননা, তার চাওয়ার মধ্যে এ দাবীদারের সম্ভাবনার সত্যতা স্বীকার করছে অথচ সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় দ্বীন দ্বারা অবশ্যকীয়ভাবে বুঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর কোনো নবী আসা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যদি এ চাওয়ার মধ্যে তাকে আহমক, মূর্খ বানানো, তার মিথ্যা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কুফর নয়।

নস (৯-১০) ঃ এতে আরো উল্লেখ আছে-

وَمِنْ ذٰلِكَ (اى المكفرات) اَيْضًا تَكْذِيْبُ نَبِىٍّ اَوْنِسْبَةُ تَعَمُّدِ كِذْبٍ اِلَيْهِ اَوْ مُحَارَبَتِهٖ اَوْسَبِّهٖ اَوِ الْاِسْتِخْفَافُ وَمِثْلُ ذٰلِكَ كَمَا قَالَ الْحُلَيْمِىُّ مَالَوْ تَمَنّٰى فِىْ زَمَنِ نَبِيِّنَا اَوْ بَعْدَهٗ اَنْ لَوْ كَانَ نَبِيًّا فَيَكْفُرُ فِىْ جَمِيْعِ ذَالِكَ وَلَاظَاهِرُ اَنَّهٗ لَافَرْقَ بَيْنَ تَمَنّٰى ذَالِكَ بِاللِّسَانِ اَوِ الْقَلْبِ اه مختصراً -

অর্থাৎ ঐসব বিষয় (যা কুফরসমূহের অন্তর্ভুক্ত) কোনো নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অথবা তাঁর দিকে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলার সম্পর্ক করা, নবীর সাথে যুদ্ধ করা অথবা তাঁকে মন্দ বলা, তাঁর শানে কটুক্তি করা- ইমাম হুলায়মীর ব্যাখ্যা মতে কুফরের ন্যায়। আমাদের নবীর যুগ কিংবা তাঁরপর কোনো ব্যক্তির আকাঙ্খা করা যে, যদি নবী হতে পারতাম! উপরোক্ত যেকোনো অবস্থায় কাফের হয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, ঐ আশা আকাঙ্খা মুখে হোক কিংবা কেবল অন্তরে হোক- সর্বাবস্থায় কাফের। সুবহানাল্লাহ! যখন একা আকাংখা করার দ্বারা কাফের হয় তাহলে কারো সম্পর্কে নবুয়তের দাবী কতই মহান স্তরের অপবিত্র কুফর হবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আশ্রয়।

নস (১১-১৩) ঃ ইয়াতিমাতুদ দাহর অতঃপর হিন্দিয়ায় কতেক হানাফী ইমাম থেকে আর আশবাহ ওয়ান্নাজায়ের ইত্যাদিতে রয়েছে

وَاللَّفْظُ لَهَا اِذَا لَمْ يَعْرِفْ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ لِاَنَّهُ مِنَ الضَّرُوْرِيَّاتِ -

অর্থাৎ যদি কেউ পরিচয় না জানে যে, নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সকল নবীগণ আলায়হিমুস সালাতু ওয়াস সালামের শেষ নবী। তাহলে সে মুসলমান নয়। কেননা, এটা দ্বীনের অবশ্যকীয়তার অন্তর্ভূক্ত।

কাসেমিয়া সম্প্রদায়

মাওলা সুবহানাহু ওয়াতায়ালা হাজার হাজার উত্তম প্রতিদান ও করুণা, পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি এবং কারামত প্রদান করুন আমাদের ওলামা কিরামদের। তাদের কে বলে দিয়েছিলো যে, শত শত বছর পর ওহাবীদের মধ্যে একটি অদ্ভূত! সম্প্রদায় কাসেমিয়া হবে যদিও নিফাক ও প্রতারণার কারণে সাধারণ মুসলমান তার থেকে দূরে সরে যাবে না। সে প্রকাশ্যভাবে 'খাতেমুন নাবীয়্যিন' এর স্বীকৃতি প্রদান করবে কিন্তু এর অর্থ শেষ নবী হওয়া পরিস্কাররূপে অস্বীকার করবে। এ অর্থকে মূর্খ, অনুপোযোগী, অযোগ্য এবং প্রশংসার অনুপযোগী ধারণা করবে। এ দিনের জন্য ঐ যুগের সম্মানিত ইমামগণ 'আশহার' 'আরাফ' এবং মাসহাফে লিপিবদ্ধ অর্থাৎ খাতেমুন নবীয়িনের পরিবর্তে সর্বশেষ নবী শব্দ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যে নবীকে শেষ নবী স্বীকার করবে না সে মুসলমান নয় অর্থাৎ খতমে নবুয়ত এ অর্থের অন্তর্ভূক্ত এবং দ্বীনের জন্য আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে রাব্বুল আলামীনের এই জরুরী দ্বীন এবং ইলাহুল আলামীনের বাণীকে এ ভ্রষ্ট মায়াজাল্লাহু মুর্খদের ধারণা বলছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قَاتِلُهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ -

অর্থাৎ তাদের যেখানে পাও হত্যা করো।

আলহামদুলিল্লাহ এ কারামত উম্মতের ওলামায়ে কেরামের।

فَجَزَاهُمُ اللّٰهُ الْمَثُوْبَاتُ الْفَاخِرَةُ وَنَفَعْنَا بِبَرَكَاتِهِمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اٰمِيْنَ -

আল্লাহ তায়ালা তাদের উত্তম ও গর্বিত প্রতিদান দিন। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের বরকত এবং উপকার আমাদের দান করুন।

ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া

তাতারখানিয়া অতঃপর আলমগীরিয়ায় রয়েছে -

فِىْ مَوْضِعٍ كَذَا اَعِيْنُكَ عَلٰى اَمْرِكَ فَقَدْ قِيْلَ اِنَّهُ لَا يَكْفُرُ وَكَذَا اِذَا قَالَ مُطْلَقًا اَنَا مَلَكٌ بِخَلَافِ مَا اِذَا قَالَ اَنَا نَبِىٌّ -

অর্থাৎ একজন অপরজনকে বল্‌লো, আমি তোমার জন্য ফেরেস্তা। অমুকস্থানে তোমার কর্মে সাহায্য করবো, তাহলে কতেকের মতে সে কাফির হবে না।

অনুরূপ যদি সাধারণভাবে বলে যে, আমি ফেরেস্তা তোমার অমুক কাজে সাহায্য করবো তাহলেও কতেকের মতে সে কাফের হবে না, কিন্তু এটা নবুয়ত দাবীর বিপরীত। কেননা, নবুয়ত দাবী সকলের ঐক্যমতে কাফির। এ হুকুম ব্যাপক যে, দাবী পবিত্র যুগে হোক যেমন ইবনে সিয়াদ, মুসায়লিমা ও আসওয়াদ কিংবা পরে হোক যেমন আগামীতে আসছে।

শেফা কাযী আয়ায

শিফা শরীফ কৃতঃ ইমাম কাযী আয়ায মালেকী এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ নসীমুর রিয়াদ কৃতঃ আল্লামা খাফাজীতে রয়েছে-

وَكَذٰلِكَ يَكْفُرُ مَنْ اِدَّعٰى نُبُوَّةَ اَحَدٍ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ

Scanned by CamScanner

وسلم) اى فِىْ زَمَنِهٖ كَمُسَيْلَمَةِ الْكَذَّابِ وَالْأَسْوَدِ الْعَنْسِىِّ (او) اِدَّعٰى (نبوة احد بعده) فَاِنَّهٗ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ بِنَصِّ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ فَهٰذَا تَكْذِيْبٌ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كالعيسوية) وَهُمْ طَائِفَةٌ (مِنَ الْيَهُوْدِ) نَسَبُوا الْعِيْسٰى بْنَ اِسْحٰقَ الْيَهُوْدِىَّ اِدَّعَى النُّبُوَّةَ فِىْ زَمَنِ مَرْوَانَ اَلْحِمَارِ وَتَبِعَهٗ كَثِيْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهٖ تَجْوِيْزُ حُدُوْثِ النُّبُوَّةِ فِىْ زَمَنِ مَرْوَانَ الْحِمَارِ وَتَبِعَهٗ كَثِيْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهٖ تَجْوِيْزُ حُدُوْثِ النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ (وَكَاَكْثَرِ الرَّافِضَةِ الْقَائِلِيْنَ بِمُشَارَكَةِ عَلِىٍّ فِى الرِّسَالَةِ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَبَعْدَهٗ كَالْبَزِيْغِيَّةِ وَالْبَيَانِيَّةِ مِنْهُمْ، وَهُمْ اَكْفَرُ مِنَ النَّصَارٰى وَاَشَدُّ ضَرَرًا مِنْهُمْ لِاَنَّهُمْ بِحَسْبِ الصُّوْرَةِ مُسْلِمُوْنَ وَيُلَبِّسُوْنَ اَمْرَهُمْ عَلَى الْعَوَامِ (فهؤلاء) كُلُّهُمْ (كُفَّارٌ مُكَذِّبُوْنَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَ اَنَّهٗ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَاَنَّهٗ اُرْسِلَ كَافَّةً لِلنَّاسِ وَاَجْمَعَتِ الْاُمَّةُ عَلٰى اَنَّ هٰذَا الْكَلَامَ عَلٰى ظَاهِرِهٖ وَاَنَّ مَفْهُوْمَهُ الْمُرَادُ مِنْهُ دُوْنَ تَاْوِيْلٍ وَلَا تَخْصِيْصٍ فَلَا شَكَّ فِىْ كُفْرِ هٰؤُلَاءِ الطَّوَائِفِ كُلِّهَا قَطْعًا اِجْمَاعًا وَسَمْعًا، اه مختصرا-

অর্থাৎ অনুরূপভাবে সেইও কাফের যে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগে নবী দাবী করে যেমন মুসায়লিমা কায্যাব, আসওয়াদ আনসী অথবা হুযুরের পর কাউকে নবী হিসাবে মান্য করে। এজন্য যে, কুরআন ও হাদীসে হুযুরের সর্বশেষ নবী হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা উল্লেখ আছে। অতএব, এ ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। যেমন ইহুদীদের এক সম্প্রদায় ঈসুবিয়া

যারা ঈসা বিন ইসহাক ইহুদীর দিকে সম্পর্কিত। সে মারওয়ানুল হেমারের যুগে নবী দাবী করেছিলো এবং অনেক ইহুদী তার অনুসারী হয়ে গেছে। তার মাযহাব ছিলো, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর নতুন নবুয়ত সম্ভব। যেমন রাফেযী যারা মাওলা আলীকে রেসালাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শরীক এবং হুযুরের পর তাকে নবী বলে থাকে। রাফেযীদের অন্য দু'ফেরকা বযীগিয়াহ ও বয়ানিয়া যাদের কুফর নাসারাদের চেয়েও বেশী। আর এদের থেকেও অতিরিক্ত এদের ক্ষতি হলো, তারা আকৃতিতে মুসলমান তাদের দ্বারা মুর্খরা ধোকায় পড়ে যায়। এরা সবাই কাফের। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, হুযুর খাতেমুন নবীয়্যিন সংবাদ দিয়েছেন, 'হুযুরের পর কোনো নবী নেই'। আর স্বীয় রবের পক্ষ থেকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি হুযুরকে সর্বশেষ নবী, সমগ্র জাহানের দিকে প্রেরিত রাসূল বলেছেন এবং উম্মতের উপর ঐকমত্য রয়েছে যে, এ আয়াত এবং হাদীসসমূহ স্বীয় প্রকাশ্য অর্থের উপর রয়েছে। এ থেকে যা কিছু বুঝা যায়, খোদা ও রাসুলের মর্মার্থ এটাই। না এতে কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে- না তাখসীস। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব সম্প্রদায় ইজমায়ে উম্মত এবং হাদীস ও আয়াতের হুকুম মতে নিঃসন্দেহে অকাট্যরূপে কাফের।

খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী ফেরকাসসমূহ

আলহামদু লিল্লাহ! এ পথ প্রদর্শক বক্তব্য অপবিত্র ওলীদ, রাফেযী এবং কাসেমীয়া আমেরিয়া সম্প্রদায়ের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছে। এ ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের কুফল ইহুদি এবং নাছারাদের থেকেও নিকৃষ্ট দল। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।

Scanned by CamScanner

ওয়াজিয কিরদরী এবং মাজমাউল আনহুর শরহে মুলতাকাল আবহুরে রয়েছে -

اَمَّا الْاِيْمَانُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجِبُ بِاَنَّهٗ رَسُوْلُنَا الْحَالُ وَخَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ فَاِذَا اٰمَنَ بِاَنَّهٗ رَسُوْلٌ لَمْ يُؤْمِنْ بِاَنَّهٗ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ لَا يَكُوْنُ مُؤْمِنًا-

অর্থাৎ রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান স্থাপন ফরজ। কেননা, তিনি আমাদের শেষ নবী ও রাসূল। যে ব্যক্তি তাঁর শেষ নবী হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না সে মুসলমান নয়।

আল্লামা ইউসুফ ইরদবিলী

ইমাম আল্লামা ইউসুফ ইরদবিনী শাফেয়ী 'কিতাবুল আনোয়ারে' বলেন -

مَنْ اِدَّعٰى النُّبُوَّةَ فِىْ زَمَانِنَا اَوْ صَدَّقَ مُدَّعِيًا لَهَا اَوْ اَعْتَقَدَ نَبِيًّا فِىْ زَمَانِهٖ صلى الله تعالى عليه وسلم اَوْقَبْلَهٗ مَنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا كُفْرُهٗ ملخصا

অর্থাৎ যে বক্তি আমাদের যুগে নবুয়তের দাবী করবে কিংবা অন্য কেউ কোন দাবীদারের সত্যায়ন করবে অথবা হুযুরের যুগে কাউকে নবী স্বীকার করে বা হুযুরের পূর্বে নবী ছাড়া অন্য কাউকে নবী বলে স্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী 'কিতাবুল ইকতিসাদে' বলেন -

اِنَّ الْاُمَّتَ فَهِمَتْ مِنْ هٰذَا اللَّفْظِ اَنَّهٗ اَفْهَمَ عَدَمَ نَبِىٍّ بَعْدَهٗ اَبَدًا اَوْ عَدَمَ رَسُوْلٍ بَعْدَهٗ اَبَدًا اَوْ اَنَّهٗ لَيْسَ فِيْهِ تَاوِيْلٌ وَلَا تَخْصِيْصٌ وَمِنْ اَوَّلِهٖ تَخْصِيْصٌ فَكَلَامُهٗ مِنْ اَنْوَاعِ الْهُذْيَانِ لَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِتَكْفِيْرِهٖ لِاَنَّهٗ مُكَذِّبٌ لِهٰذَا النَّصِّ الَّذِىْ اَجْمَعَتْ الْاُمَّةُ اَنَّهٗ غَيْرُ مُؤَوَّلٍ وَلَا مَخْصُوْصٍ-

অর্থাৎ সকল উম্মতে মুহাম্মদিয়া সাহেবুহা ওয়া আলায়হাসসালাতু ওয়াত তাহিয়া 'খাতেমুন্নবীয়্যিন' শব্দের অর্থ এটাই বুঝেছেন যে, তাঁর পরে কোনো নবী হবে না। হুযুরের পরে কখনো কোনো রাসূল হবে না। সকল উম্মত একথা স্বীকার করেছেন। এ শব্দে না কোনো ব্যাখ্যা ও তাভীল রয়েছে যে, 'খাতুমুন নবীয়্যিন' এর অন্য কোনো অর্থ করা যাবে, না এ ব্যাপকতায় কোনো বিশেষত্ব আছে যে, হুযুরের খতমে নবুয়তকে কোনো যুগে কিংবা জমিনের কোনো স্তর থেকে খাস করা যাবে আর এতে যে তাভিল, ব্যাখ্যা এবং তাখসীসের রাস্তা করে দেবে। তার কথা পাগল, নেশাখোর বা মাতলামিপূর্ণ তাকে কাফের বলাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কেননা, সে কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, যাতে মূলতঃ তাভীল ও তাখসীস না হওয়ার উপর মরহুম উম্মতের ঐকমত্য হয়ে গেছে। আল্লাহর প্রশংসায় এ বক্তব্যও শিফা এবং নসীমুর রিয়াযের বর্ণনার ন্যায়। এসব বক্তব্যসমূহ সকল নব্য সম্প্রদায় কাসেমিয়া এবং আমেরিয়া (আল্লাহ তায়ালা তাদের অপমান করুক) সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত মতবাদের সুস্পষ্ট খন্ডন। যে বক্তব্য দ্বারা আটশত বছর পরে আগমনকারী কাফেরদের খন্ডন করে গেছেন। এটা আয়িম্মায়ে দ্বীনের প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট কারামত।

Scanned by CamScanner

'গুনিয়াতুত তালেবীন' শরীফে অভিশপ্ত রাফেযীদের আকায়েদ সীমালংঘনের বর্ণনায় উল্লেখ আছে -

اِدَّعَتْ اَيْضًا اَنَّ عَلِيًّا نَبِيٌّ (الى قوله رضي الله تعالى عنه) جَعَلَ مِنْهُمْ فِى الْاَرْضِ دِيَارًا اَفَاتَهُمْ بِالْغُوا فِىْ غُلُوِّهِمْ وَمَرَضُوا عَلَى الْكُفْرِ وَتَرَكُوا الْاِسْلَامَ وَفَارَقُوا الْاِيْمَانَ وَجَحَدُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُلَ وَلَاتَنْزِيلَ فَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِمَّنْ ذَهَبَ اِلٰى هٰذِهِ الْمَقَالَةِ ـــ

অর্থাৎ সীমা লংঘনকারী রাফেযীদের এ দাবীও যে, মাওলা আলী নবী। আল্লাহ তাঁর ফেরেস্তা এবং সকল মাখলুক কিয়ামত পর্যন্ত ঐসব রাফেযীদের উপর লা'নত করুক। তাদের বৃক্ষের মূলোৎপাঠন করে নিক্ষেপ করে দিন, ধ্বংস করে দিন- জমিনে তাদের মধ্যে জীবিত কাউকে রাখবেন না। কেননা, তারা নিজেদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে সীমালংঘন করেছে। কুফরের উপর অটল রয়েছে, ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে- ঈমান থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আল্লাহ, রাসূল এবং কুরআন সব অস্বীকার করেছে, আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তা থেকে, যে এরূপ মাযহাব অনুসরণ করে। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা এসব দোয়া কবুল করেছেন। গুরাযিয়া ইত্যাদি অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের কোনো অস্তিত্ব বাকী থাকেনি -

اَلَمْ نَهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ - ثُمَّ نَتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ - كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ـــ

তোহফায়ে শরহে মিনহাজ

'তোহফায়ে শরহে মিনহাজে' রয়েছে -

اَوْكِذْبُ رَسُوْلًا اَنْبِيَا اَوْ نُقْصِهِ بِاَىِّ مُنْقَصٍ كَانَ صَغْرَاشِمِهِ مُرِيْدًا

اَوْجَوَازِ نُبُوَّةِ اَحَدٍ بَعْدَ وُجُوْدِ نَبِيِّنَا صلي الله تعالى عليه وسلم وعِيْسٰى عليه الصلاة والسلام نَبِىٍّ قَبْلَ فَلَايَرُدُّ ـــ

অর্থাৎ যে কেউ কোনো নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, অথবা কোনোভাবে তাঁর মানহানি ঘটাবে সে কাফির। যেমন অবজ্ঞার নিয়তে তার নাম ছোট করে নিলে কিংবা আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শুভাগমনের পর কারো নবুয়ত সম্ভব ধারণা করলে অথবা, ঈসা আলায়হিস সালামতো হুযুরের শুভাগমনের পূর্বের নবী হয়েছে তার থেকে আপত্তি উত্তাপন হবে না।

শরহে ফরায়েদ

আরেফ বিল্লাহ আল্লামা আবদুল গণী নাবলসী 'শরহুল ফরায়েদে' বলেন -

فَسَادُ مَذْهَبِهِمْ غنى عَنِ الْبَيَانِ بِشَهَادَةِ الْعَيَانِ كَيْفَ وَهُوَ يُؤَدِّىْ اِلٰى تَجْوِيزِ مَعَ نَبِيِّنَا صلي الله عليه وسلم اَوْ بَعْدَهُ وَذٰلِكَ يَسْتَلْزِمُ تَكْذِيْبُ الْقُرْاٰنَ اَوْ قَدْ نَصَّ عَلٰى اَنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ وَاٰخِرُ الْمُرْسَلِيْنَ وَفِى السُّنَّةِ اَنَا الْعَاقِبُ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ وَاُجْمِعَتْ الْاُمَّةُ عَلٰى اِبْقَاءِ هٰذَا الْكَلَامِ عَلٰى ظَاهِرِهِ وَهٰذَا اِحْدٰى الْمَسَائِلُ الْمَشْهُوْرَة التى كفرنا بها الفلاسفة لعنهم الله تعالى-

অর্থাৎ দার্শনিক বলেছিলো যে, নবুয়ত উপার্জনের মাধ্যমে পেতে পারে। ব্যক্তি সাধনার মাধ্যমে পেতে পারে। এর খন্ডনে তিনি বলেন - 'তাদের মাযহাব যে ভ্রান্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা চাক্ষুস দেখা ভ্রান্ত। কেন হবে না- কারণ এর পরিণতিতে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগে কিংবা হুযুরের পর কোনো নবী বের হয়ে যাওয়া সম্ভব আর এটা কুরআন মিথ্যা প্রতিপন্ন

Scanned by CamScanner

করাকে অপরিহার্য করে দিবে। কুরআন করীম সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, হুযুর সর্বশেষ নবী এবং রাসূল। হাদীস শরীফে রয়েছে, আমি শেষ নবী। আমার পরে কোনো নবী আসবে না। আর উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে যে, একথা এ অর্থের ভিত্তিতে যা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এটা সেসব প্রসিদ্ধ মাসয়ালাসমূহের অন্তর্ভুক্ত যার কারণে আমরা ইসলামপন্থীরা দার্শনিকদের কাফির বলেছি। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর লানত করুক।

نقل هذين خاتم المحققين معين الحق المبين السيف المسلول مولانا فضل الرسول قدس سره فى المعتقد المنتقد-

মাওয়াহেব শরীফ

মাওয়াহেব শরীফ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সপ্তম মকসুদে ইমাম ইবনে হাববানে সহীহ মুসাম্মা বিততাকাসিম ওয়াল আনওয়া গ্রন্থকার থেকে বর্ণনা করেন -

مَنْ ذَهَبَ اِلٰى اَنَّ النُّبُوَّةَ مُكْتَسَبَةٌ لَاتَنْقَطِعُ اَوْ اِلٰى اَنَّ الْوَلِىَ اَفْضَلُ مِنَ النَّبِى فَهُوَ زِنْدِيْقٌ اِلٰى اٰخِرِهٖ-

(যারা এটা অবলম্বন করে যে, নবুয়ত অর্জন দ্বারা পাওয়া যায় তা শেষ হয়নি বা কোনো অলীকে কোনো নবী থেকে উত্তম বলে, সে জিন্দীক-বেদ্বীন, মুলহেদ এবং দাহরিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত। আল্লামা যুরকানী এর প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন-

لِتَكْذِيْبِ الْقُرْاٰنِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ —

অর্থাৎ এ ব্যক্তি এ কারণে কাফের হয়েছে যে, সে কুরআন কারীম এবং খতমে নবুয়ত মিথ্যা সাব্যস্থ করছে।

ইমাম নসফী

বাহরুল কালাম ইমাম নফসী অতঃপর তাফসীরে 'রুহুল বয়ানে' রয়েছে -

صَنَفٌ مِنَ الرَّوَافِضِ قَالُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لَاتَخْلُوْ مِنْ نَبِىٍّ وَالنُّبُوَّةُ صَارَتْ مُسْتَرَاثًا لِعَلِىٍّ وَاَوْلَادِهٖ وَقَالَ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَتِ لَانَبِىَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَقَوْلِهٖ صلى الله تعالى عليه وسلم لَانَبِىَّ بَعْدِىْ وَمَنْ قَالَ نَبِيُّنَا نَبِىٌّ يَكْفُرُ لِاَنَّهٗ اَنْكَرَ النَّصَّ وَكَذٰلِكَ لَوْشَكَّ فِيْهِ اه ببعض اختصار

রাফেযীদের একটি সম্প্রদায় বলে - পৃথিবী নবী থেকে শূণ্য হয় না। আর নবুয়ত মাওলা আলী এবং তাঁর বংশধরদের জন্য উত্তরাধিকার হয়ে গেছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মত, আমাদের নবীর পরে কোনো নবী নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার পর কোনো নবী নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি হুযুরের পর কোনো নবী মানবে সে কাফির। কেননা, সে কুরআন আজীম এবং সুস্পষ্ট নস অস্বীকারকারী। অনুরূপ যে খতমে নবুয়তে সামান্যতম সন্দেহ করবে সেও কাফির।

তামহীদ আবু শাকুর সালেমী

তামহীদ আবু শাকুর সালেমীতে রয়েছে -

قالت الروافض ان العالم لايكون خاليا من النبى قط وهذا كفر لان الله تعالى قال وخاتم النبيين ومن ادعى النبوة فى زماننا فانه يصير كافرا ومن طلب منه المعجزاهت فانه يصير كافرا لانه

Scanned by CamScanner

شك فى النص ويجب الاعتقاد بانه ماكان لاحد شركة فى النبوة لمحمد صلى الله تعالى عيه وسلم بخلاف ماقلت الروافض ان عليا كان شريكا لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى النبوة وهذا منهم كفر-

অর্থাৎ রাফেযীরা বলেন, 'নবী থেকে দুনিয়া শূণ্য নয়' -এটা কুফর। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তিনি সর্বশেষ নবী। যে নবুয়ত দাবী করবে সে কাফের। আর যে তার থেকে মুজেযা চাইবে সেও কাফির। কেননা, আল্লাহর বাণীতে তার সন্দেহ হয়েছে। তার বিশ্বাস রাখা ফরয যে, কোনো ব্যক্তি নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের শরীক ছিলো না। কিন্তু এটা রাফেযীদের বিপরীত। তারা মাওলা আলীকে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে নবুয়তের শরীক সাব্যস্থ করে। আর এটা তাদের কুফর।

মাওলানা আবদুল আলী

বাহরুল উলুম, মুলকুল উলামা, মাওলানা আবদুল আলী মুহাম্মদ শারহে সাল্লমে বলেন -

محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبين وابوبكر رضى الله تعالى عنه افضل الاصحب والاولياء وهاتان القضيتان مما يطلب بالبرهان فى علم الكلام واليقين المتعلق بهما يقين ثابت القضيتان مما يطلب بالبرهان فى علم الكلام واليقين المتعلق بهما يقين ثابت ضرورى باق الى الابد وليس الحكم فيهما على امر كلى يجوز العقل تناول هذا الحكم لغير هذين الشخصين وانكار هذا مكابرة وكفر

অর্থাৎ, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী, আবু বকর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু সকল ওলীদের থেকে উত্তম। এ উভয় কথার উপর অকাট্য দলীল 'ইলমে আকায়েদে' উল্লিখিত হয়েছে। এর উপর নিশ্চিত, সুদৃঢ়, জরুরী নিশ্চিত প্রামাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা যুগে যুগে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ইনি সর্বশেষ নবী এবং সর্বোত্তম নবী হওয়া কোনো সামগ্রিক বিষয়ের জন্য প্রমাণিত করেনি। কেননা, আকল ঐ উভয় পবিত্র সত্তা ব্যতীত অন্য কারো জন্য এর প্রমাণ সম্ভব স্বীকার করে এবং তার অস্বীকৃতি হঠকারিতা এবং কুফর।

فِيْهِ لَفٌّ وَ نَشْرٌ بِلْقَلْبِ-

অর্থাৎ সিদ্দীকে আকবর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু সর্বোত্তম ওলী হওয়ার অস্বীকার, কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মতের ইজমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। আর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খাতেমুল আম্বিয়া হওয়ার অস্বীকৃতি কুফর। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

ইমাম আহমদ কুস্তুলানী

ইমাম আহমদ কুস্তুলানী 'মাওয়াহেবে লাদুনিয়া' প্রথম খন্ড সপ্তম মাকসুদ অতঃপর আল্লামা আবদুল গণী নাবলুসী 'হাদীকায়ে নদীয়া' প্রথম খন্ড 'দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে' বলেন -

اَلْعِلْمُ اللَّدُنِّيُّ نَوْعَانِ لَدُنِّيٌّ رَحْمَانِيٌّ وَلَدُنِّيٌّ شَيْطَانِيٌّ وَالْمَحْكُ هُوَ الْوَحِيُ وَالْوَحْيُ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ صلى تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاَمَّاقِصَّةُ مُوْسٰى مَعَ الْخَضِرِ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ فَاتَعْلِيقٌ بِهَا فِيْ تَجْوِيْزِ الْاِسْتِغْفَارِ عَنِ الْوَحْيِ بِالْعِلْمِ اللَّدُنِّيِّ اِلْحَادٌ وَكُفْرٌ مُخْرِجٌ عَنِ الْاِسْلَامِ مُوْجِبٌ لَاَرَاقَةِ الدَّمِ والفَرْقِ اَنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

Scanned by CamScanner

وَالسَّلَامُ لَمْ يَكُنْ مَبْعُوثًا اِلَى الخِضْرِ وَلَمْ يَكُنِ الْخِضْرِ مَامُوْر ابمتابعته وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى جَمِيْعِ الثَّقَلَيْنِ فَرِسَالَتِهٖ عَامَّةٌ لِلْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِيْ كُلِّ زَمَانٍ فَمَنْ اِدَّعٰى اَنَّهٗ مَعَ مُحَمَّدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم كَالْخِضْرِ مَعَ مُوْسٰى عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اَوْجَوْز ذٰلِكَ لِاَحَدٍ مِنَ الْاُمَّةِ فَلْيَجِدْ اِسْلَامَهٗ (لكفره بهذه الدعوى) وَيَشْهَدُ شَهَادَةَ الْحَقِّ (وَلِيَعُوْدَ اِلَى الاسلام، فَاِنَّهٗ مُفَارِقٌ لِدِيْنِ الْاِسْلَامِ بالكية فَضْلًا عَنْ اَنْ يَكُوْنَ مِنْ خَاصَّةِ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِنَّمَا هُوَ مِنْ اَوْلِيَاءِ الشَّيْطٰنِ وَخُلَفَائِهٖ وَنَوَابِهٖ (فى الضلال والاضلال) وَالْعِلْمُ اللَّدُنِّيُّ الرَّحْمَانِيُّ هُوَ ثَمْرَةُ الْعُبُوْدِيَّةِ وَالْمُتَابِعَةِ لِهٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ اَزْكَى الصَّلَاةُ وَتَمَّ التَّسْلِيْمِ وَبِهٖ يَحْصُلُ الْفَهْمُ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِاَمْرٍ يُخْتَصُّ بِهٖ صَاحِبِهٖ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ (اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ) وَقَدْ سُئِلَ (كما فى الحيح وسنن النسائي) هَلْ خَصَّكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُوْنَ النَّاسِ (كَمَا تَزْعَمُ الشِّيْعَةُ) فَقَالَ لَا اِلَّا فَهْمًا يُؤْتِيْهِ اللّٰهُ عَبْدًا فِيْ كِتَابِهٖ اه مختصرا مزيد امابين الهلالين من شرح العلامة الزرقانى-

অর্থাৎ ইলমে লাদুনী দু'প্রকার। রাহমানী এবং শয়তানী। আর তা চেনার উপায় হলো, ওহী। যা ওহী মোতাবেক তা হলো রহমানী। আর যা এর বিপরীত তা শয়তানী। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর ওহী নেই। ওহীর দরজা বন্ধ। সুতরাং কারো দাবী করার অধিকারও নেই যে, আমার এ জ্ঞান নতুন ওহী ভিত্তিক। অবশিষ্ট আছে, খিযির ও মুসা আয়হিমাস সালাতু ওয়াস

সালামের ঘটনা (খিযিরের কাছে ইলমে লাদুনী ছিলো, যা মুসা আলায়হিস সালামের জানা ছিলো না)। ঐটাকে এখানে দস্তাবিয বানিয়ে ইলমে লাদুনীর কারণে ওহীর পরওয়া না করা জাহান্নামী, বেদ্বীনি এবং কুফর। এটা ইসলামের গন্ডী থেকে বের করে দেয়ার মতো বিষয়, যার প্রবক্তার কতল ওয়াজিব। পার্থক্য এ'টুকু যে, মুসা আলায়হিস সালাম খিযরের প্রতি প্রেরিত হন, আর না খিযিরকে তার অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাকেতো বিশেষ করে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিলো।

কুরআনে কারীমে আছে -

كَانَ النَّبِى يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً-

অর্থাৎ নবী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জ্বিন এবং মানব (আল্লাহ ছাড়া সকলের) প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

وَ اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً —

অর্থাৎ, আমি সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

সুতরাং হুযুরের রেসালতে সকল জ্বিন ও মানুষ শামিল রয়েছে। সুতরাং যে দাবী করে যে, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলো কিংবা উম্মতের মধ্যে কারো জন্য এটা মর্যাদা সম্ভব মানবে তাকে নতুনভাবে মুসলমান হতে হবে। কেননা, ঐ উক্তির কারণে সে কাফের হয়ে গেছে। মুসলমান হওয়ার জন্য কলেমা শাহাদাত পাঠ করতে হবে। কেননা, সে দ্বীন ইসলাম থেকে একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিভাবে সে আল্লাহ তায়ালার খাস আওলিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে? সেতো শয়তানের ওলী, গোমরাহ, পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারীর মধ্যে ইবলিসের খলীফা এবং প্রতিনিধি। ইলমে লাদুনী রাহমানী আল্লাহর বন্দেগী এবং মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ফল। যদ্বারা কুরআন ও হাদীসে এক বিশেষ বুঝ অর্জিত হয়। যেভাবে 'সহীহ বুখারী' এবং 'সুনানে

Scanned by CamScanner

নাসাঈয়ে' রয়েছে, আমীরুল মুমেনীন মাওলা আলী কাররামাল্লাহু তায়ালা ওয়াজহাহু থেকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনারা আহলে বায়তদের কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো বস্তু এমন করেছেন, যা অন্যান্য লোকদের প্রদান করা হয়নি। যেমন রাফেযীরা ধারণা করে থাকে। তিনি বলেন - 'না'। কিন্তু ঐ বুঝ যা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের কুরআনে প্রদান করেছেন।

رَزَقْنَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِمَنِّهٖ بِفَضْلِ رَحْمَتِهٖ بِاَوْلِيَائِهٖ وَ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلٰى خَاتَمِ اَنْبِيَائِهٖ مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَحْبَائِهٖ اٰمِيْنَ-

সৈয়দ কুফরী আকীদা পোষণ করতে পারে না

অপবিত্র ওলীদ কিংবা কোনো নাপাক অপবিত্র খতমে নবুয়তের প্রত্যেক অহংকারী, অস্বীকারকারী প্রকাশ্য কিংবা তাভীলের মুরীদ, সাধারণভাবে অস্বীকার করে কিংবা বিশেষভাবে আমিরী, কাসেমী, মাশহাদী, মুরিদে রাফেযী, গালী, কট্টর ওহাবী, সবাই সুস্পষ্ট কাফের-অকাট্য মুরতাদ। তাদের উপর মহাপরাক্রমশালী প্রশংসনীয় আল্লাহর লা'নত। আর যে কাফের সে অকাট্যভাবে সৈয়দ নয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ —

তাকে সৈয়দ বলা জায়েয নাই।

মুনাফিককে সৈয়দ বলো না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَا تَقُوْلُوْا الْمُنَافِقَ سَيِّدٌ فَاِنَّهٗ اَنْ يَكُوْنَ سَيِّدًا فَقَدْ اِسْتَخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّوَجَلَّ-

অর্থাৎ, মুনাফিককে সৈয়দ বলো না। যদি সে তোমাদের সৈয়দ হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমাদের রব অসন্তুষ্ট হবেন।

আবু দাউদ ও নাসাঈ বিশুদ্ধ সনদে হযরত বুরায়দা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন। হাকেমের বর্ণনার শব্দাবলী এই-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمُنَافِقِ يَاسَيِّدُ فَقَدْ اَغْضَبَ رَبَّهٗ عَزَّوَجَلَّ —

(যে কেউ মুনাফিককে হে সৈয়দ বলবে আল্লাহ তায়ালা তার উপর অসন্তুষ্ট হন।) আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যিনি সমগ্র জাহানের রব।

শুধু এই নয় যে, এখানে কেবল শব্দের ব্যবহার দ্বারা শরয়ী নিষেধাজ্ঞাই নয় বরং নিঃসন্দেহে এ পবিত্র উত্তম বংশ থেকে কাফির ছিলোই না। যদি নিজে সৈয়দ দাবী করে এবং লোকদের মধ্যে ভুলবশতঃ সৈয়দ প্রচার করে। আইম্মায়ে দ্বীন, আওলিয়ায়ে কামেলীন, ওলামা আমেলীন রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলায়হিম আজমাঈন ব্যাখ্যা করেন, সৈয়দগণ আল্লাহ তায়ালার প্রশংসায় অপবিত্রতা- কুফর থেকে পবিত্র, মাহফুজ এবং সংরক্ষিত। যিনি প্রকৃত সৈয়দ তাঁর থেকে কুফর সংগঠিত হবে না। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ -

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا —

অর্থাৎ হে নবী পরিবারবর্গ! আল্লাহ আপনাদের থেকে অপবিত্রতা দূরিভূত করতে এবং আপনাদের পবিত্র, পরিস্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে চান।

বাযযার আবু ইয়ালা মাসনাদে, তাবরাণী কবীর, হাকেম বাইফাদায়ে তাসহীহ 'মুসতাদরাকে' হযরত সৈয়দুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

Scanned by CamScanner

فَاِنَّ فَاطِمَةَ اَحْصَنَتْ فَحَرَّمَهَا اللّٰهُ وَذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ –

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে হযরত সৈয়দা ফাতেমা নিজ মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তিনি এবং তার সব বংশের উপর অগ্নি হারাম করেছেন।

আহলে বায়তের কেউ জাহান্নামী নয়

আবুল কাশেম বিন বুশরান স্বীয় আমালীতে হযরত ইমরান বিন হুসায়ন রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা'র সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

سَالَتْ رَبِّىْ اَنْ لَا يَدْخُلَ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ بَيْتِىَ النَّارَ فَاَعْطَانِيْهَا –

অর্থাৎ আমি স্বীয় রব থেকে প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন আমার আহলে বায়তের কাউকে জাহান্নামে প্রবেশ না করেন। তিনি আমার এ উদ্দেশ্য পূরণ করেন।

আহলে বায়ত শাস্তি থেকে মুক্ত

তাবরাণী বিশুদ্ধ সনদে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা বতুল রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহাকে বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى غَيْرُ مُعَذِّبِكِ وَ لَا وَلَدَكِ –

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা না তোমাকে শাস্তি দিবেন, না তোমার আওলাদ-বংশধরদের।

হযরত ফাতেমার নাম রাখার কারণ

ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةَ لِاَنَّ اللّٰهَ فَطَمَهَا وَ ذُرِّيَّتَهَا عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ–

অর্থাৎ তাঁর নাম ফাতেমা এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এবং তাঁর বংশধরদের কিয়ামত পর্যন্ত অগ্নি থেকে রক্ষা করবেন।

আহলে বায়ত আগুনে যেতে পারে না

কুরতুবী আয়াত কারীমা -

وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى–

এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন -

رَضَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ لَا يَدْخُلَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ النَّارَ –

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করে দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি এতেই রয়েছে যে, তাঁর আহলে বায়তের মধ্যে কেউ দোযখে যাবে না। (নার) দোযখ দু'প্রকার। নারে আতহার বা পবিত্র দোযখ, যাতে গুনাহগার মুমিন যাবে। আর নারে খুলূদ যা কাফেরদের জন্য। আহলে বায়তে কেরামদের মধ্যে হযরত আলী মুরতাদা, হযরত বুতুলে যাহরা, হযরত সৈয়দ মুজতবা এবং হযরত শহীদে কারবালা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন নিশ্চিতরূপে, অকাট্যভাবে অবশ্যই সর্ব প্রকার পাপ থেকে সব সময় মাহফুয। এর উপর ঐকমত্য এবং নুসুসে মুতাওয়াতিরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

শরহে মাওয়াহিব কৃতঃ আল্লামা যুরকানী নিম্নোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, ফাতেমা এজন্য নাম করণ করা হয়েছে যে, তিনি এবং তার সন্তানদের উপর আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন। তারা পূতঃ পবিত্র এবং গুনাহ্ থেকে মুক্ত।

শেখ আকবর এবং আহলে বায়ত ঃ ইমামুত তরীকত, লিসানুল হাকীকত, শেখ আকবর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু 'ফতুহাতে মক্কীয়ার' উনত্রিশতম পরিচ্ছেদে বলেন-

'রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর বান্দা। তিনি তাকে পবিত্র করেছেন। আর পূতঃ পবিত্র করেছেন তার আহলে বায়তকে সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা থেকে। তাদেরকে সকল গুনাহ থেকে পবিত্র করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার এ আয়াতে -

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ –

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের তার আহলে বায়তও শরিক রয়েছেন।'

বদ আকীদা সৈয়দ ? ঃ যদি বলেন, কতেক কট্টর ন্যাচারি অগণিত কঠোরতর সীমাতিক্রমকারী রাফেযী, কট্টর মুলহেদ, মিথ্যুক সুফী, হাফত খাতেম শশ মিসল ওয়ালে ওহাবী, মোট কথা, অনেক কাফির যারা সুস্পষ্টভাবে দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়াদি অস্বীকারকারী 'সৈয়দ' দাবী করে, সৈয়দ অমুক লিখে যায়, তাহলে কারো বলার কি আছে।

আমি বলছি, বলার দ্বারা বাস্তবতা পর্যন্ত হাজারো মনজিল রয়েছে। নসবের ক্ষেত্রে যদিও প্রসিদ্ধিকে যথেষ্ট মনে করা হয়। হাদীস শরীফে আছে -

وَ النَّاسُ اُمَنَّا عَلٰى اَنْسَابِهِمْ-

কিন্তু যখন বিপরীতের উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রসিদ্ধি প্রমাণহীন, অযোগ্য, রোগা এবং স্বয়ং তার কুফর বৃদ্ধি পেয়েও সৈয়দ না হওয়ার আরো কী দলিলের প্রয়োজন? কাফির অপবিত্র। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ-

সৈয়দগণ পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন। আল্লাহ তায়ালা বলেন -

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا-

আর পবিত্র ও অপবিত্র পরস্পর বিপরীত এক বস্তুর উপর দু'ধরণের বিশ্বাস অসম্ভব। যখন ওলামা কিরাম প্রমাণ করেছেন যে, সৈয়দ বিশুদ্ধ বংশ থেকে কুফর সংঘটিত হবে না। আর এ ব্যক্তি সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিতভাবে কাফের। সুতরাং সৈয়দ বিশুদ্ধ নসব না হওয়া আবশ্যকভাবে সুস্পষ্ট।

এখন যদি এ সম্মানিত বংশ থেকে বংশধর হওয়ার উপর কোনো নির্ভরযোগ্য সনদ না থাকে, তাহলে এ বিষয় সহজ হয়ে যাবে যে, হাজারো ফাসেদ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সৈয়দের দাবীদার হয়ে বসবে।

রাফেযী সৈয়দ ঃ রাফেযীদের কাছেতো বাম হাতের এ খেলা রয়েছে। আজ একজন অতিব নগণ্য বদমাশও অন্য শহরে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাহলে সে কালই মীর সাহেবের বাহাবা পাবে তাহলে অমুক কাফির হওয়া থেকে কতই দূরে যে, স্বয়ং দাবী করে বসেছে কিংবা তার বাপ-দাদার মধ্যে কেউ সৈয়দ দাবী করেছে আর তখন থেকেই এভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে আসছে। আর যদি ধরে নিই যে, তার কোনো সনদও রয়েছে, তাহলে এর প্রমাণ কি যে, তিনি এ বংশের যার সম্পর্কে পরিপূর্ণ সাক্ষ্য রয়েছে। আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী সুবান মিসরী 'ইসআফুর রাগেবীন ফী সিরাতিল মুস্তফা ওয়া ফযায়েল আহলে বায়তিত তাহেরীনে' উল্লেখ করেন-

وَ مِنْ اَيْنَ تَحَقَّقَ ذَالِكَ لِقِيَامِ اِحْتِمَالِ زَوَالِ بَعْضِ الْاُصُوْلِ فِى الْاِنْتِسَابِ-

Scanned by CamScanner

হযরত বতুলে যাহারার পেট মোবারকে (আল্লাহর আশ্রয়!) কোন সন্তান কখনো কাফের হতে পারে না। না সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীর মোবারকের কোনো সন্তান (আল্লাহর আশ্রয়) কখনো দোযখে প্রবেশের উপযোগী নয়। আল্লাহর প্রশংসায় এ দু'টি প্রমাণ সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কোনো কুফরী আক্বীদা সম্পন্ন, রাফেযী, ওহাবী, মুতাসাওয়াফ নিসরী কখনো বিশুদ্ধ বংশের সৈয়দ নয়। অর্থাৎ নিজেদের সৈয়দ এসব কারণেই দাবী করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি আহলে বায়তের অবজ্ঞা এবং তাদের দুর্নাম ছড়ানোর জন্য, না হয় রাফেযীরা কখনো সৈয়দ দাবী করতে পারে না। এসব ফাসেক, ভ্রষ্টরা কখনো সৈয়দ হতে পারে না।

প্রথম প্রমাণ ঃ

তিনটি কিয়াস সম্বলিত প্রমাণ ঃ

(১) এ ব্যক্তি কাফের। আর প্রত্যেক কাফের অপবিত্র। ফলাফল - এ ব্যক্তি অপবিত্র।

(২) প্রত্যেক সৈয়দ নিখুঁত ও বিশুদ্ধ বংশের, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। আর কোনো পবিত্র অপবিত্র নয়। ফলাফল ঃ কোন বিশুদ্ধ নসবধারী অপবিত্র নয়।

(৩) এখন এ দুটোর ফলাফল একত্রিত করুন! এ ব্যক্তি অপবিত্র আর কোনো বিশুদ্ধ বংশধারী সৈয়দ অপবিত্র নয়। ফলাফল এ ব্যক্তি বিশুদ্ধ বংশধারী সৈয়দ নয়।

প্রথমটির কিয়াস সুগরা মাফরুয আর কুবরা মানসুস। আর দ্বিতীয়টি সুগরা মানসুস এবং কুবরা বদিহী। সুতরাং ফলাফল অকাট্য।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ

কিয়াসে মুরাক্কব এটাও তিন কিয়াসকে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে। এ ব্যক্তি কাফির। আর প্রত্যেক কাফের দোযখের উপযোগী।

ফলাফল ঃ এ ব্যক্তি দোযখের উপযোগী আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীরের কোনো সন্তান দোযখের উপযোগী নয়।

ফলাফল ঃ এ ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শরীরের সন্তান নয়। আর প্রত্যেক বিশুদ্ধ বংশধারী সৈয়দ রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীরের সন্তান।

ফলাফল ঃ এ ব্যক্তি বিশুদ্ধ নসবের সৈয়দ নয়।

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْكَرِيْمِ الْمَنَّانِ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْاِتْمَانُ الْاِكْمَلَانِ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا سَيِّدُ الْاِنْسِ وَ الْجَانِّ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ بِنَصِّ الْفُرْقَانِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ تَابِعِيْهِمْ بِاِحْسَانٍ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا اللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ اٰمِيْن اٰمِيْن يَا رَؤُفُ يَا حَنَّانُ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ وَ اللّٰهُ سُبْحَنَهٗ وَ تَعَالٰى اعلم و علمه جل مجده اتم و احكم-

স মা প্ত

অনুবাদ সমাপ্ত ঃ ১২ রবিউল আউয়াল ১৪২০ হিজরী।

Scanned by CamScanner

মক্কায়ে মুয়াজ্জমার মুদার্‌রিস শায়খুল আরব ওয়াল আজম
হযরত আল্লামা শেখ আহমদ মক্কি
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র

অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلْنَا مِنْ ذَوِی الْعُقُوْلِ وَ مَنَحْنَا بِالرِّضَا وَ الْقَبُوْلِ
نَسْأَلُهُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ كَمَا يَنْبَغِیْ لِجَلَالِ عَظْمَةِ قَدْرِ نَبِيِّنَا وَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَ سَيِّدُ كُلِّ
رَسُوْلٍ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَلْمُنَزَّهُ عَنِ
الْكَذِبِ وَ الْاَفْوَلِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمُ
اَنْبِيَائِهِ وَ اَشْرَفُ رُسُلِهِ الْمَبْعُوْثُ اِلٰى كَافَّةِ الْخَلْقِ وَ اِلَى الْاَسْوَدِ وَ
الْاَحْمَرِ هُوَ الشَّافِعُ الْمُشَفَّعُ فِیْ الْمَحْشَرِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ
عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الْمَصَابِيْحِ الْغُرَرِ وَ عَلَى الْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ اِلٰى
يَوْمِ الْيَقِيْنِ۔

অতঃপর আমি অত্রখানা সম্পূর্ণ পড়ে দেখেছি। এটা অবশ্যই বিশুদ্ধ এবং সঠিক। কেনইবা সঠিক হবে না। কেননা এটা লিখেছেন যুগের ইমাম ফকিহ মুহাদ্দেছকুল শিরোমণি, মুফাচ্ছির, দার্শনিক যুগের আবু হানিফা, যুগের মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

খতমে নবুয়ত
স ম্প র্কে
ওলামায়ে কেরামের
ফতোয়া

Scanned by CamScanner

বদায়ুনের ওলামা কিরামের ফতোয়া

প্রশ্ন ঃ ওলামায়ে দ্বীন এবং শরীয়তের মুফতিগণ এ মাসয়ালায় কি রায় প্রদান করেন যে, এক ব্যক্তি এ আকিদা রাখে যে, হযরত আলী, ফাতেমা এবং হাসান - হোসাইন রাদিআল্লহু তায়ালা আনহুমকে নবী এবং রাসূল বলে প্রমাণিত হয়েছে। তারা তাদের মর্তবা কুরআন মজিদের বরাবর। এমন আক্বিদা পোষণকারী মুসলমান আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের অর্ন্তভূক্ত. না রাফেজী - গালী , কাফির এবং শয়তানের অনুসারী?

উত্তর ঃ হযরত আহলে বায়তে কিরামকে যারা নবী-রাসূল বলে তাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট কুফরী এবং বাতিল। আর হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে বলে দাবী করা জঘন্য অপরাধ, মিথ্যা, বানোয়াট এবং প্রতারনা ছাড়া আর কিছু নয়। এমন আক্বিদা পোষণকারী কখনো আহলে সুন্নাতের অর্ন্তভূক্ত এবং আউলিয়ায়ে কিরামের অর্ন্তভূক্ত হতেই পারে না। বরং আকায়েদ, ফিকাহ্ ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য মতে তারা অবশ্যই কাফের এবং শয়তানের অনুসারী। প্রত্যেক কিতাবে এর বক্তব্য আল্লামা তুরপুশতির মুতামিদ এবং ইমাম কাযী আয়াযের শিফা, ইবনে হাজারের যাওয়াজের এবং ফতোয়ায়ে আলমগীরির বক্তব্যের ন্যায়।

লেখক ঃ
মাওলানা ফকির মুহাম্মদ অবদুল কাদের
মাওলানা আবদুল মুক্তাদির মুতিউর রসুল
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম আলকাদেরী।

উত্তর ঃ উপরোক্ত আকিদা আহলে সুন্নত ওয়াল জমাতের নয়। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দুনিয়ার আগমনের পর কোন পুরুষ কিংবা মহিলা কাউকেও নবুয়ত ও রেসালত প্রদান করা হয়নি। যে ব্যক্তি হুযুরের পর অন্য কারো জন্য নবী কিংবা রাসূল হওয়ার দাবী করে বা তার উপর তাবলীগি ওহী কিংবা নিশ্চিত ইলহামের দাবী করে সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূক্ত নয় বরং সে মুসলমানই নয়। ইমাম কাযী আয়ায তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ শিফা ফী তারিফে হুকুকিল মোস্তফায় উল্লেখ করেন-

وكذلك يكفر من ادعى نبوة احد مع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم) اى فى زمنه كمسيلمة الكذاب والاسود العنسى (او ادعى (نبوة احد بعده) فانه خاتم النبيين بنص القران والحديث فهذا تكذيب الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم (كالعيسوية) وهم طائفة (من اليهود) نسبوا العيسى بن اسحق اليهودى ادعى النبوة فى زمن مروان احمار وتبعه كثير من اليهود وكان من مذهبه تجويز حديث النبوة فى زمن مروان الحمار وتبعه كثير من اليهود وكان من مذهبه تجويز حدوث النبوة بعد نبينا صلى الله عليه (وكاكثر الرافضة القائلين

Scanned by CamScanner

بمشاركة على فى الرسالة للنبى صلى الله عليه وسلم وبعده كالبز يغية والبيانية منهم، وهم اكفر من النصارى واشد ضورا منهم لانهم بحسب الصورة مسلمون ويلتبس امرهم على العوام (فهؤلاء) كلهم (كفار مكذبون للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لانه صلى صلى الله تعالى عليه وسلم اخبرانه خاتم النبين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على ان هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد منه دون تاويل ولا تخصيص فلاشك فى كفر هؤلاء الطائف كلها قطعا اجماع وسمعا، اه مختصرا-

অর্থাৎ অনুরূপভাবে সেইও কাফের যে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগে নবী দাবী করে যেমন মুসায়লিমা কায্যাব, আসওয়াদ আনসী অথবা হুযুরের পর কাউকে নবী হিসাবে মান্য করে। এজন্য যে, কুরআন ও হাদীসে হুযুরের সর্বশেষ নবী হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা উল্লেখ আছে। অতএব, এ ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। যেমন ইহুদীদের এক সম্প্রদায় ঈসুবিয়া যারা ঈসা বিন ইসহাক ইহুদীর দিকে সম্পর্কিত। সে মারওয়ানুল হেমারের যুগে নবী দাবী করেছিলো এবং অনেক ইহুদী তার অনুসারী হয়ে গেছে। তার মাযহাব ছিলো, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর নতুন নবুয়ত সম্ভব। যেমন রাফেযী যারা মাওলা আলীকে রেসালাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শরীক এবং হুযুরের পর তাকে নবী বলে থাকে।

রাফেযীদের অন্য দু'ফেরকা বযীগিয়াহ ও বয়ানিয়া যাদের কুফর নাসারাদের চেয়েও বেশী। আর এদের থেকেও অতিরিক্ত এদের ক্ষতি হলো, তারা আকৃতিতে মুসলমান তাদের দ্বারা মুর্খরা ধোকায় পড়ে যায়। এরা সবাই কাফের। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, হুযুর খাতেমুন নবীয়্যিন সংবাদ দিয়েছেন, 'হুযুরের পর কোনো নবী নেই'। আর স্বীয় রবের পক্ষ থেকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি হুযুরকে সর্বশেষ নবী, সমগ্র জাহানের দিকে প্রেরিত রাসূল বলেছেন এবং উম্মতের উপর ঐকমত্য রয়েছে যে, এ আয়াত এবং হাদীসসমূহ স্বীয় প্রকাশ্য অর্থের উপর রয়েছে। এ থেকে যা কিছু বুঝা যায়, খোদা ও রাসুলের মর্মার্থ এটাই। না এতে কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে- না তাখসীস। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব সম্প্রদায় ইজমায়ে উম্মত এবং হাদীস ও আয়াতের হুকুম মতে নিঃসন্দেহে অকাট্যরূপে কাফের।

শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর তোহফায়ে ইসনা আশারিয়া গ্রন্থে বলেন - আমাদের আকিদা হলো আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন নবী নেই। সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়সমূহ এ বিষয়ে একমত পোষন করেছেন। কিন্তু শিয়াদের কতেক ফেরকা খাত্তাবিয়া, মুয়াম্মাবিয়া, মনছুরিয়া, ইসহাকিয়া, মুফদালিয়া এবং সাবায়িয়াা সম্প্রদায়সমূহ এ আকীদা বিরোধী, এরা মুসলমান নয়। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আলী, ফাতেমা এবং হাসান হোসাইন রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুম এর ফযিলত, মর্যদা ও প্রশংসায় হাদীসের কিতাবসমূহ ভরপুর। তঁদের শানে সামান্য বেয়াদবীও শাস্তির উপযুগী।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

Scanned by CamScanner

'আলী আমার নিকট হারুণের পর্যায়ের, কিন্তু আমার পর কোন নবী নাই। (বুখারী-মুসলিম)।

হযরত উম্মে সালেমা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত- রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- মুনাফিকরা আলীকে ভালবাসেনা, আর কোন মুসলমান তার প্রতি শত্রুতা রাখেনা। ইমাম তিরমীযি এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ হাদীসের সনদ গরীব। (মিশকাত শরীফ, ৫৫৬ পৃষ্ঠা)

হযরত মাসরুর বিন মাখরুমা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, ফাতেমা আমার অংশ, যে ব্যক্তি তার উপর শত্রুতা রাখে, সে আমার সাথে শত্রুতা রাখে। আর যে তাকে কষ্ট দেবে সে আমাকে কষ্ট দিল।

(বুখারী মুসলিম ৫৬০ পৃষ্ঠা)

হযরত সাঈদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন - হাসান হোসাইন জান্নাতের যুবকদের সর্দার। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

(মিশকাত ৫৬২)

হযরত যায়েদ বিন আরকাম বলেন, আলী, ফাতেমা এবং হাসান হোসাইনের সাথে যারা যুদ্ধ করে আমিও তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি, আর যারাতাদের নিরপত্তা প্রদান করে, আমিও তাদের নিরপত্তা প্রদান করি।

লেখক - মুফতি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ।

এ জবাবটি বিশুদ্ধ ও সঠিক।

স্বাক্ষর ঃ

১। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুদার্‌রিস, মাদ্‌রাসা নুমানিয়া, লাহোর।

২। মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, প্রধান মুহাদ্দিস, মাদ্‌রাসা রহিমিয়া লাহোর, আনারকলী।

৩। মাওলানা গোলাম আহমদ, প্রধান মুদার্‌রিস, মাদ্‌রাসা নুমানিয়া, লাহোর।

৪। মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ, মুদার্‌রিস, মাদ্‌রাসা হামিদিয়া।

৫। মাওলানা মুহাম্মদ জাকের বগবী, ইমাম, শাহী জামে মসজিদ, লাহোর।

৬। মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন

৭। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশিদ দেহলভী।

৮। মাওলানা কাযী নুরুল হোসাইন, সহকারী পরিচালক, আনজুমান মুসতাশারুল ওলামা, লাহোর।

৯। মাওলানা কাযী জুফরুদ্দীন আহমদ।

১০। মাওলানা আহমদ হাসান কানপুরী, উস্তাদ, মাওলানা কাযী সিরাজউদ্দীন ফালানপুরী।

১১। মাওলানা দিলে মুরতদা জান আহমদ হাসান

১২। মাওলানা মুহাম্মদ লুতফুল্লাহ

১৩। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হক, তাফসীরে হক্কানী প্রণেতা।

১৪। মাওলানা আবু মুহাম্মদ আবদুল হামিদ।

Scanned by CamScanner

পানিপথের ওলামা কিরামের ফতোয়া ঃ

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কারো পিতা নন। তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।'

হাদীস শরীফে আছে - 'আমার পর কোন নবী নেই'।

এ আয়াত এবং হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁরপর কোনো নবী নেই। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের আকিদা। যে ব্যক্তি এ আকিদা পোষণ করে যে, 'হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুম'র নবী হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত' এটা চরম মিথ্যা। কুরআন হাদীসের কোথাও এর উল্লেখ নেই। যারা একথা বলে তারাতো রাফেয়ীদের থেকেও মারাত্মক। আর কুরআনের নস অস্বীকারকারী অবশ্যই কাফের।

স্বাক্ষর ঃ
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম, জমাদিউস্ সানি, ১৩১৭ হিজরী, মঙ্গলবার।
মাওলানা আবদুস সামি আনছারী
মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, ১৩১৩ হিজরী

মাওলানা আবু শাকুর সালেমী তাঁর 'তামহীদ' গ্রন্থে বলেন- যে ব্যক্তি এ আকীদা পোষণ করে যে, হযরত আলী খোদা, আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন, অথবা তিনি আমাদের নবীর নবুয়তে শরীক অথবা নবুয়ত আলীর জন্য ছিলো কিন্তু জিব্রাইল ভুল করেছেন অথবা আলী রাসূল

থেকে উত্তম ইত্যাদি আকিদা (পোষণকারী) কাফের। আর যে ব্যক্তি এ আকীদা পোষণ করে যে, হযরত আলী প্রমুখ রেসালত ও নবুয়তের মধ্যে শরীক, তাহলে সে আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং তারা ঐ ফেরকায়ে গালির অন্তর্ভূক্ত, যাদেরকে তামহীদ প্রণেতা কাফের বলেছেন।

স্বাক্ষর ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুল্লাহ, ১৫ জমাদিউস্ সানি ১৩১৭ হিজরী, জুমাবার।

ফতোয়ায়ে সাহারানপুর

যে ব্যক্তি হযরত আলী, ফাতেমা এবং হাসান-হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমকে নবী ও রাসূল বলবে এবং ঐ আকিদা পোষণ করবে সে কাফের। কেননা, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন - 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কারো পিতা নন। তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।'

সুতরাং যে ব্যক্তি এসব মাহাত্মাদের নবী ও রাসূল বলবে তারা এ আয়াতের অস্বীকারকারী। আর কুরআনের আয়াত অস্বীকারকারী কাফের। এ ছাড়াও যেভাবে নবী ও রাসূলের উপর ঈমান আনা ফরয তেমনি নবী ছাড়া অন্য কারো নবুয়ত ও রেসালতে বিশ্বাস স্থাপনও কুফরী। শিয়াদের মতেও তো তাদের নবী ও রাসূল বলা জায়েয নেই। যেমন শিয়াদের বিশুদ্ধতম কিতাব 'উসুলে কাফী' ইত্যাদিতে বিদ্যমান রয়েছে। এ ব্যক্তি ইছনা আশরিয়া রাফেযীদেরও অন্তর্ভূক্ত নয় বরং রাফেযী গালী এবং কাফের।

Scanned by CamScanner

উপরোক্ত মহাত্মাগণের মর্যাদা কুরআনের বরাবর এ আকিদা ও বাতিল ও ভ্রান্ত। কুরআন করীমের নির্দেশ অকাট্য। এছাড়াও আল্লাহর কালাম আল্লাহরই সিফত। আর এ মহাত্মাগণ হলেন মখলুক। সুতরাং মাখলুকের (সৃষ্টির) মর্যাদা স্রষ্টা এবং তার সিফতের বরাবর হতে পারে না। আর এসব পবিত্র মহাত্মাগণ কুরআন করীমের নির্দেশ পালনকারী। সুতরাং অনুসারী কখনো তার মালিকের সমান হতে পারে না।

স্বাক্ষর ঃ
মাওলানা খলিল আহমদ, প্রধান মুদার্‌রিস, মাদ্‌রাসা মুজাহের উলুম, সাহারানপুর।
মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহারানপুরী,
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ
মাওলানা এনায়েত এলাহী
মাওলানা তায়েব আলী
মাওলানা মুহাম্মদ রহম ইলাহী

দেওবন্দের ফতোয়া

এমন আকিদা পোষণকারী মুসলমান নয় বরং রাফেযীদের থেকেও নিকৃষ্টতর, নাস্তিক এবং বেদ্বীন। কেননা এরা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী হওয়াকে অস্বীকারকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন - 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কারো পিতা নন। তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।'

যদি রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কেউ নবী হতো তাহলে হযরত উমরই হতেন। যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার পর কোন নবী নেই। সুতরাং আমাদের নবীর পর অন্য কাউকে নবী এবং রাসূল বলা নাস্তিকতা এবং কুফর'।

স্বাক্ষর ঃ
মাওলানা মাহমুদ
মাওলানা মুহাম্মদ মুনফেয়াত আলী, ১৩১৫ হিজরী, মুদার্‌রেস, মাদ্‌রাসা আরাবীয়া দেওবন্দ।
মাওলানা আজিজুর রহমান তাওয়াক্কুল আলী, ১৩০৭ হিজরী।

Scanned by CamScanner

গাঙ্গুহের ফতোয়া

যে ব্যক্তি এ আক্বীদা পোষণ করবে হযরত আলী, হয়রত ফাতেমা এবং হাসান হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুম নবী এবং রাসূল এবং তাদের নবী হওয়া প্রমাণিত রয়েছে তাহলে সে ব্যক্তি কাফের। কেননা সে নবীর সর্বশেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করেছে। যার প্রমাণ কুরআন এবং হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কারো পিতা নন। তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।'

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে- 'আমি সর্বশেষ নবী, আমার পর কোন নবী নেই।

মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে- 'আমার উপর নবুয়ত শেষ করা হয়েছে'। অন্য হাদীসে রয়েছে- 'আমার পর নবী হলে উমরই হতো'। আরেকটি হাদীসে আছে- 'আমি আকীব। আকীব হলো যার পরে কোনো নবী নেই'।

সুতরাং এমন আক্বীদা পোষণকারী কাফের।

লেখক ঃ

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী, ১৩০০ হিজরী।

সমাপ্ত

Scanned by CamScanner